হাদীসে রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

হাদীসে রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক

প্রকাশক

রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স এর পক্ষে

আলহাজ্ব শাহ মুহাম্মদ নূরুল গনী

৬/এ হাউজ নং- ৫১

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা- ঢাকা ।

প্রকাশকাল

মুহাররম ১৪২৬ হিজরী

মার্চ ২০০৫ ঈসায়ী

পরিবেশনায়

রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স

আলী এণ্ড নূর রিয়েল এস্টেট

মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৫০১৮৬, ০১৭২-৭৯৭১৮১

বিসমিহী তা'আলা

সংকলকের কটি জরুরী কথা

আজ দেশের ধর্মীয় পরিস্হিতি খুবই অস্বস্হিকর, অস্থিতিশীল। ধর্মের লেবাসধারী ভন্ডদের ব্যবসা আজ বড়ই রমরমা । বাতিল আর মিথ্যার তর্জন গর্জনে হক অ্যর সত্য যেন আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। বিষের বোতলে মধুর লেবেল লাগানোর প্রতিযোগিতা আজ সর্বত্র। সর্বসাধারণের ধর্মীয় দৈন্যতার সুযোগে তাদের দ্বীন ঈমান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আজ পাকা পোক্তা। ওদের দৌরাত্নে মাযহাবের অনুসারী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিশানা আজ ঢাকা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। দ্বীনের ছোট খাট মুবাহ, মুস্তাহাব সংক্রান্ত সংঘর্ষ পূর্ণ কিছু মাসাঈলকে সম্বল করে ওদের পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়নের পথে। আহলে হাদীস, সালাফী, মোহাম্মদী ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর লকব লাগিয়ে সাধারন মুসলমানকে বিভ্রান্ত করণের আন্দোলন আজ তুঙ্গে। দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ আজ ওদের বিভ্রান্তির শিকার। ইলমের ধারক বাহক উলামায়ে কিরামের বিষোদগার ও তাঁদের কুৎসা রটনা আজ ওদের রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

অপর দিকে একটি গোষ্ঠী মুসলিম মিল্লাতের হিদায়াতের জন্য রেখে যাওয়া প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ভান্ডারকে অস্বীকার করে চলছে। তাদের মতে আমলের জন্য কুরআনই যথেষ্ঠ, হাদীস মানার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ হাদীস না মানা যে কুরআন না মানারই নামান্তর তা তাদের বোধগম্য নয়। সূরায়ে নিসার ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন "যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমূখতা অবলম্বন করল আমি আপনাকে হে নবী! তাদের জন্য রক্ষাণাবেক্ষনকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি"।

সূরা “আলে ইমরানের” ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তবে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের মাফ করে দিবেন। আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু। (আপনি আরো) বলে দিন: তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর..........’’।

অনুরূপভাবে, সূরা আল হাশরের ৭নং আয়াতে বলেন: “রাসূল তোমাদেরকে যা করতে বলেন তা কর, এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।’’

কুরআনের এ সকল আয়াত এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, কুরআনের সাথে সাথে হাদীসও মানা জরুরী। আর হাদীস অস্বীকার করা কুরআন অস্বীকার করার শামিল যা ঈমান বিধ্বংসী বিশ্বাস।

ওদিকে ইয়াহুদ খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার সাধারণ মুসলমান ছিটকে পড়েছে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে। চতুর্দিকে গুনাহের ছড়াছড়ি, পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে ভেসে চলছে মুসলমান। ওদের সরবরাহকৃত গুণাহের আসবাব আজ মুসলমানদের ঘরে ঘরে। পরকালের ভয়-ভীতি যেন ক্রমশঃই শুন্য হয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের হৃদয় থেকে।

মুষ্টিমেয় সুন্নাতের আশেক ও সুন্নাত যিন্দাকারীরা আজ দিশেহারা। কোনটা সুন্নাত কোনটা বিদ‘আত তা নির্ণয় করতে তারা আজ দ্বিধাগ্রস্ত। আমলের জন্য প্রস্তুত হলেও ঐসব লকব ধারীদের প্রশ্ন বানে তারা হন জর্জরিত। বুখারী শরীফে আছে? মুসলিম শরীফে আছে? ইত্যাকার প্রশ্নবানে তারা হন হতাশাগ্রস্হ। অথচ এ দুই কিতাবই সহীহ হাদীসের একমাত্র দলীল নয়, এর বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস রয়ে গেছে। কাজেই, সর্বক্ষেত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ থেকে দলীল চাওয়ার দ্বারা অন্যান্য কিতাবের সহীহ হাদীসগুলো অস্বীকার করা হয়। যার পরিণাম

অত্যন্ত ভয়াবহ, যার পরিণতি কুরআন অস্বীকার করার দরুন ঈমান ধ্বংস করা।

এমতাবস্হায় সকল মুমিনের আন্তরিক প্রত্যাশা ছিল এমন একটি গ্রন্হের যা কিনা হবে মুসলমানদের চাহিদার খোরাক, যা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিবে ঐসব মাযহাব বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র। মজবুত করবে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা। রক্ষা করবে তাদেরকে ঐ সব ভন্ডদের খপ্পর থেকে। প্রামান্য গ্রন্থ হিসাবে গাইড করবে সুন্নাত প্রেমীদেরকে। সরাসরি হাদীস থেকে ভীতি প্রদর্শন করবে গুনাহে অভ্যস্থ মুসলমানদেরকে।

আর মুসলমানদের এ চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন যাবৎ সরাসরি হাদীস ভিত্তিক প্রামাণ্য একটি গ্রন্থ প্রস্তুতের ইচ্ছা লালন করে আসছিলাম অন্তরে। সেমতে আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে শুরুও করেছিলাম কাজটি। অবশেষে তা তৈরী হয়ে এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গ্রন্থটি প্রকাশের এ শুভ মূহুর্তে স্মরণ করছি স্নেহাষ্পদ মাওলানা আব্দুল জলীল ও মাওলানা জহীরুল ইসলামকে তারা উভয়ে আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। দু'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা তাদের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।

পরিশেষে বলব, গ্রন্থটি নির্ভূল করার কোন প্রচেষ্টাতেই আমাদের কমতি ছিলনা। সবকিছু সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই, এর কোথাও কোন ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে অবশ্যই তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। ইনশা-আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি থাকল।

সবশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনীত আরজী পেশ করছি, তিনি এই কিতাবটিকে যেন সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপকারী করেন এবং এটিকে কবুলিয়্যাতের মর্যাদায় ভূষিত করেন। আমীন

এ কিতাবের সংকলন নীতি

বর্তমান বাজারে প্রচলিত গতানুগতিক ধারার বিপরীতে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রমাণ সমৃদ্ধ কিতাব, যাতে মুসলমানদের মাঝে বাহ্যতঃ সংঘর্ষপূর্ণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাঈল ছাড়াও স্থান পেয়েছে এমনকিছু গুনাহের ব্যাপারে আলোচনা, যেগুলো মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক হারে বিরাজমান।

কিতাবটির নাম "হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম" হলেও এতে শুধু কিছু হাদীস জমা করে দেয়া হয়েছে এমন নয়। বরং একটা নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে মাসাঈলগুলোকে প্রমাণ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের আত্মবিশ্বাস এ ধরণের রচনা বাংলা ভাষায় বাজারে এটি প্রথম না হলেও প্রথম সারির তো অবশ্যই।

কিতাবে অনুসরণীয় কিছু নীতি মালা নিম্নে উলেখ করা হলো:

১ । সংশ্লিষ্ট শিরোনামের অধীনে এতদ্‌সংক্রান্ত শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট হাদীস খানা প্রথমে আরবীতে (প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত করে মুলদাবীর সমর্থন সূচক বাক্যটি রেখে) উপস্হাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে আরবীতে দু'একটি হাদীসের কিতাবের হাওয়ালা ও দেয়া হয়েছে।

২ । দ্বিতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হাদীসের সরল বঙ্গানুবাদ করে প্রয়োজনে শিরোনামে উল্লেখিত দাবী কিভাবে প্রমাণিত হল তা দেখানো হয়েছ।

৩ । হাদীসের তরজমার শেষে "সূত্র:" বলে হাদীস খানার একাধিক প্রমাণ পঞ্জীমালা থেকে শুধুমাত্র কয়েকটি গ্রন্থের নাম, খন্ড, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দেয়া হয়েছে।

৪ । হাদীসটি সহীহাইন তথা বুখারী মুসলিমের হলে সেটার সনদী তাহকীক করা হয়নি। যেহেতু বুখারী ও মুসলিম শরীফ বিশুদ্ধতম কিতাব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫। হাদীসটি সহীহাইনের বাইরের কোন কিতাব থেকে হলে উহার মান নির্ণয়ের জন্য সনদ ও মতন নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে কালাম করা হয়েছে এবং শেষে হাদীসটির মান উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যনীয়

হলঃ পূর্ববর্তী হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী এক-একাধিক কোন মুহাদ্দিস কর্তৃক হাদীসের ব্যাপারে কোন মন্তব্য থেকে থাকলে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ ধরণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সকল মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য উল্লেখ করে দেয়াকে যথেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। সে সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিজের কোন মতামত প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। অবশ্য, সে সকল মন্তব্যের মাঝে পারষ্পরিক দন্ধ পরিলক্ষিত হলে তা নিরসনে প্রয়োজনে নীতি নির্ভর কোন মন্তব্য নিজের পক্ষ থেকে করা হয়েছ। অবশ্য, সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাপারে কারও কোন মন্তব্য না পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে উসূলে হাদীসের ও ইলমে আসমায়ে রিজালের সহায়তায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ হাদীসটির নির্দিষ্ট কোন মান নির্ণয় করা হয়েছে।

৬ । কোন হাদীস তাহকীকের ক্ষেত্রে দীর্ঘ কোন আলোচনা না থাকলে হাদীসের তরজমার পরপরই হাদীসটির সূত্র বর্ণনার পাশাপাশি সে কালাম ও মান সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সে ব্যাপারে দীর্ঘ কোন আলোচনা থেকে থাকলে সংশ্লিষ্ট হাদীসের তরজমা ও হাওয়ালা উল্লেখ করার পর অবশিষ্ট আলোচনা দেখার জন্য কিতাবের শেষাংশে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে। আর এজন্য যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়েছে তা হলঃ

হাওয়ালার শেষে বলা হয়েছে (অবশিষ্ট-১) (অবশিষ্ট-২) ইত্যাদি। এর অর্থ হল: পরিশিষ্ঠাংশে বর্ণিত (১-অবশিষ্ট) (২-অবশিষ্ট) ইত্যাদির অধীনে বর্ণিত কথা গুলো উল্লেখিত আলোচনারই অবশিষ্টাংশ। সুতরাং কারো ইচ্ছা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সেখানে দেখে নিতে পারবেন।

৭ । যেহেতু কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে জোর তাকীদ ছিল, তাই হাদীসের পর্যায় নির্ণয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যথায় কোন কোন হাদীস এমন ও রয়েছে যেগুলোর এক একটি তাহকীকের জন্য অনেক পৃষ্ঠার প্রয়োজন।

وماتوفيقى الابالله عليه توكلت واليه أنيب.

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈমানের আরকান ছয়টি

عن عمر بن الخطاب ؓ قال : بين ما نحن عند رسول الله-ﷺ- ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر و لا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبى -ﷺ- فاسند ركبتيه الى ركبتيه و وضع كفيه على فخذيه و قال :...أخبرنى عن الايمان ' قال :أن تؤمن بالله و ملٰئكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : صدقت۰

رواه مسلم فى ''صحيحه'' برقم)١ (كتاب الايمان . باب بيان الايمان و الاسلام والاحسان .

অর্থ: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) থেকে (হাদীসে জিবরাঈলে) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: একদা আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অবস্হান করছিলাম, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে আমাদের মাঝে উপস্থিত হল যার পোষাক ছিল ধবধবে সাদা, চুলগুলো ছিল কুচকুচে কালো, তার মাঝে সফরের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের কেউ তাকে চিনতেও পারছিলনা। লোকটি এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে পড়ল এবং নিজের হাঁটুকে তার হাঁটুর সাথে টেক লাগিয়ে বসল, আর স্বীয় হাতকে স্বীয় রানের উপর রাখল। তারপর (সে কয়েকটি প্রশ্ন করল তার মধ্যে একটি প্রশ্নে) সে জিজ্ঞেস করল: আপনি আমাকে বলুন যে, ঈমান কি জিনিস? (অর্থাৎ ঈমানের আরকান কয়টি?) তিনি জবাব দিলেন যে, ঈমান হল: ১-তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি ২-তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি ৩-তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ৪-তাঁর রাসূলগণের প্রতি ৫-শেষ দিবসের প্রতি ৬-ভাল-মন্দ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করবে। (প্রিয় নবীজীর এ জবাব শুনে) লোকটি বললঃ আপনি সত্যিই বলেছেন।

সূত্র:মুসসিম শরীফ হাদীস নং(১)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ), তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের আকৃতিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসেছিলেন, যা হাদীসের শেষাংশে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছ।

বলা বাহুল্য, বর্ণিত হাদীসে ঈমানের হাকীকত কি? এ প্রশ্নের জবাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি জিনিস উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল ঈমানের আরকান, এর সব গুলোকে এবং তার আনুসাঙ্গিক বিষয়কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম হল ঈমান এবং বিশ্বাসকারীকে বলা হয় মুমিন। এর মধ্য হতে কোন একটিকে অস্বীকার কবলে বা সন্দেহ করলে বা ঠাট্টা করলে তার ঈমান থাকবেনা বরং সে কাফের হয়ে যাবে।

বি: দ্র: ঈমানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য লেখকের কিতাবুল ঈমান নামক গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

একমাত্র আল্লাহ তা'আলা গায়েব জানেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কেউ গায়েব জানেন বলে মনে করা কুফুরী

عن عائشة رضـ قالت : من حدثک أن محمدا- صلى الله عليه وسلم- رأى ربہ فقد كذب وہو يقول) :لا تدركہ الابصار) (سورة الانعام :١٠٣ (ومن حدثک أنہ يعلم الغيب فقد كذب' وہو يقول : (لا يعلم الغيب الا الله (
رواه البخارى فى ''صحيحہ'' ٤/١٨٤٩(٧٣٨٠)

অর্থ: হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "তোমার নিকট যে ব্যক্তি একথা বলবে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে (দুনিয়াতে থেকে সরাসরি) দেখেছেন, সে মিথ্যা বলেছে। কারণ তিনি নিজেই (আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলাকে চক্ষুসমূহ (দুনিয়া থেকে) দেখতে পারবে না। (সূরা আন'আম আয়াত-১০৩) আর যে তোমার নিকট একথা বলবে যে, তিনি গায়েব (অদৃশ্যের বিষয়) জানতেন, সে মিথ্যা বলেছে। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন: একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গায়েব জানেন"।

সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৮৪৯(৭৩৮১)

উল্লেখ্য যে, যারা এ আকীদা পোষণ করে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন বা জানেন তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে। এবং আয়িশা (রাযিঃ) এর ভাষায় তারা মিথ্যুক।

হযরত নবী 'আলাইহিমুস সালামগণ মাসূম (নিস্পাপ)

)১ (عن عبد الله بن عباس أن أباسفيان بن حرب اخبره (فی حديث طويل) ان ہرقل قال لہ : وسألتک ہل يغدر؟ فذكرت أن لا' وكذلک الرسل لا تغدر...الخ

رواه البخاری فی ''صحيحہ''١/ ١٩-٢١(٧) كتاب بدء الوحی رقم الباب (۶(

)٢ (عن علی بن أبی طالبؓ قال قال رسول الله - ﷺ- فوالله ما ہممت بعدہا ابدًا بسوء مما يعمل اہل الجاہلية حتی اکرمنی الله تعالی بنبوتہ

أخرجہ الحاكم فی ''المستدرک''۴/٢۴۵(٧۶١٩ (كتاب التوبة والانابة• وقال الحاكم :ہذا حديث صحيح علی شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الحافظ الذہبی: علی شرط مسلم .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব (রাযিঃ) তাকে এ মর্মে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, (তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধোকাবাজী, প্রতারণা করেন? তুমি জবাব দিলে যে, না। আর নবী পয়গাম্বরগণ এমনি হন যে, তাঁরা কারো সাথে ধোকাবাজী বা প্রতারণা করেন না। অর্থাৎ, তাঁরা সকল প্রকার অন্যায় ও দুর্নীতির উর্দ্ধে।

সূত্র: বুখারী শরীফ, ১/২০ (৭)

অর্থ: হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আল্লাহর শপথ ঐ ঘটনার (নির্দিষ্ঠ একটি ঘটনা বর্ণানা করার) পর কখনো এমন কোন মন্দ কর্মের ইচ্ছাও পোষণ করিনি, যেগুলো জাহিলিয়্যাতের লোকেরা করতো। এমন কি এক সময় আল্লাহু তা'আলা আমাকে নবুওয়াতের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। সূত্র:মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪/২৪৫ (৭৬১৯)

ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর শর্ত অনুযায়ীও সহীহ। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) এ হাদীস তাঁদের কিতাবে আনেননি। আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ও ইমাম হাকিমের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন যে, বাস্তবেই ইহা ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর শর্তানুযায়ী।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী,

তাঁর পরে কাউকে নবী মানলে কাফির হয়ে যাবে।

عن أبی ہریرۃ أن رسول اللہ- صلى الله عليه وسلم- قال:ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتًا فأحسنہ وأجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ' فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون : ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ قال: فانا اللبنۃ واناخاتم النبیین .

رواہ البخاری فی ''صحیحہ'' ۲/۸۶۸ (۳۵۳۵) کتاب المناقب' باب خاتم النبیین- صلى الله عليه وسلم- ومسلم فی ''صحیحہ" برقم (۲۲۸۶(

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবী (আঃ) গণের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি ঘর বানিয়েছে, সেই ঘরের এক কোনে একটি মাত্র ইটের স্থান ব্যতীত বাকী সকল স্হান খুব সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করেছে। এবার লোকেরা এসে ঘুরে ঘুরে সে ঘর দেখতে লাগল এবং আশ্চর্যান্বিত হতে লাগল এবং বলতে লাগল: ঐ ইটটি কেন দেয়া হল না? প্রিয় নরী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–আমিই সেই ইটটি। অর্থাৎ, আমি সকল নবীগণের সমাপ্তকারী।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, যারা (কাদীয়ানীরা) ছায়া নবী মানে; বা যারা (বার ইমাম পন্হী শিয়া) ইমামতের নামে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে নবীর চেয়েও শক্তিশালী ব্যক্তিকে মানে তারা সকলেই কাফের এবং ইসলামের গন্ডি থেকে বহিস্কার হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল হক্কানী উলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ, ২/৮৬৮ (৩৫৩৫) মুসলিম শরীফ, হাদীস নং (২২৮৬) মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং (৭৪৯০)

এ ব্যাপারে মুফতী আজম, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব "খতমে নবুওয়াত" গ্রন্থে একশত আয়াত ও দুইশত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম সর্বাবস্হায় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁদের সমালোচনা করা হারাম ও অভিশাপের কাজ

)১ (عن عبادة بن الصامتؓ قال: بايعنا رسول الله -ﷺ-على السمع و الطاعة فى عسرنا و يسرنا و منشطنا و مكارہنا، وعلى أن لاننازع الأمر أہلہ' وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف فى الله لومة لائم

رواه الإمام النسائى فى ''سننہ "٧/٩٨) ٤١٥٣ (كتاب البيعة' باب البيعة على القول بالعدل .قلت: ہذا حديث اسناده صحيح.

)٢ (وعن أبى سعيد الخدرىؓ قال : قال النبى- ﷺ- "لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذہبا ما بلغ مد أحدہم و لا نصيفہ".

رواه البخارى فى ''صحيحہ'' ٢/٨٩٨(٣٦٧٣) كتاب فضائل الصحابة 'باب قول النبى-ﷺ- لوكنت متخذا خليلا. ومسلم فى ''صحيحہ" برقم (٢٥٤٠(

অর্থ: (১) হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে এ মর্মে বাই'আত গ্রহণ করেছি যে, আমরা সুখ-দুঃখ, পছন্দ-অপছন্দ সর্বাবস্হাতেই তাঁর কথা শুনব ও মানব। এবং কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলের সাথে ঝগড়া ঝাটি করব না। যেখানেই থাকি, ন্যায় নিষ্ঠার সাথে কথা বলব। এবং আল্লাহ তা'আলার কাজে কোন ভৎসনাকারীর ভৎসনাকে ভয় করবনা।

সূত্র: নাসাঈ শরীফ ৭/৯৮ (৪১৫৩) হাদীসটির সনদ সহীহ।

অর্থ: (২) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালী দিওনা, কারণ তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবে তাদের একজনের মুদ পরিমাণ বরং তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমানও হবে না।

সূত্র: বুখারী শরীফ, ২/৮৯৮ (৩৬৭৩) মুসলিম শরীফ, হাদীস নং (২৫৪০)

এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

عن ابن عمرؓ عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : ‘‘خالفواالمشركين و وفروا اللحى واحفوا الشوارب’’وكان ابن عمرؓ اذا حج او اعتمر قبض على لحيتہ فما فضل أخذه.

رواه البخارى فى ‘‘صحيحہ’’ ۴/۱۵۰۱)۵۸۹۲ (كتاب اللباس’ باب تقليم الاظفار..

অর্থ: হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা পূর্বক তোমাদের দাড়িকে লম্বা হতে এবং মোঁচকে ছোট করে ফেল।

আর হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) হজ্ব ও উমরা আদায়ান্তে স্বীয় দাড়ি মুষ্টি বদ্ধ করে অতিরিক্ত গুলো কেটে ফেলতেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৫০১(৬৮৯২)

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীসে শুধু দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাতে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে হাদীসের শেষ অংশে উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) আমল দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, দাড়ি বাড়ানোর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল এক মুষ্টি। আর হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) হলেন ঐ সাহাবী, যার ব্যাপারে একথা সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে যে, হযরত সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) মধ্যে তিনিই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিক সাদৃশ্য অবলম্বনকারী।

দ্রষ্টব্য-সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৩৫৩

কাজই, তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাড়ি ছাটার যে কথা এসেছে, তা থেকে একথা বলা যায় যে, তিনি এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাটতেন। বলাবাহুল্য যে, চারো মাযহাবেই একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করা কবীরা গুনাহ ও হারাম

عن عبد الله بن عمرؓ يقول: قال رسول الله -ﷺ-: ''من جر ثوبہ مخيلۃ لم ينظر الله اليہ يوم القيامۃ ''فقلت لمحا رب : أذكر ازاره؟ قال: ماخص ازارا ولاقميصا .

رواه البخارى فى ''صحيحہ'' ۴/۳۸(۵۷۹۱) كتاب اللباس' باب من جر ثوبہ من الخيلاء.

وفى روايۃ عنہ أن رسول الله -ﷺ- قال: بينا رجل يجر ازاره اذخسف بہ فہو يتجلجل فى الارض الى يوم القيامۃ .

رواه البخارى فى ''صحيحہ'' ۴/۱۴۷(۵۷۹۵) كتاب اللباس،الباب السا بق .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ স্বীয় কাপড় হেঁচড়িয়ে চলবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার পানে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। এতদশ্রবণে বর্ণনাকারী শু'বা (রহঃ) স্বীয় উস্তাদ হযরত মুহারেব ইবনে দিসার (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার উস্তাদ হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) কি এ ক্ষেত্রে লুঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন যে, তিনি লুঙ্গি, পায়জামা, জামা কোনটাকেই নির্দিষ্ট করেননি। (অর্থাৎ যেকোন ধরণের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়লেই বর্ণিত ধমকির মধ্যে পড়বে। তবে মোজা দ্বারা টাখনুর ঢাকা নিষিদ্ধ নয়)

সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৪৭৮(৫৭৯১)

হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকেই অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: এক ব্যক্তি স্বীয় লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে জমীনের মধ্যে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনভাবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সে জমীনে ধসতে থাকবে।

সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৪৭৮ (৫৭৯০)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে যদিও কাপড়কে ঝুলিয়ে পরার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বুখারী শরীফের বর্ণিত হাদীসের পূর্বের হাদীসের মধ্যে সেই পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাহলে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

কাপড়ের যে অংশটুকু টাখনুর নিচে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে।

সূত্র: বুখারী শরীফ, হাদীস নং (৫৭৮৭)

মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরজ

عن ام سلمةؓ قالت : كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و ميمونة' فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه' و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ''احتجبا منه''فقلنا : يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟

رواه احمد فى ''مسنده '' ٦٫٣٢٩ (٢٦٥٩٣ (والترمذى فى ''جامعه'' برقم)٢٧٧٨ (كتاب الأدب'باب ماجاء فى احتجاب النساء من الرجال .وقال : هذا حديث حسن صحيح .

অর্থ: হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও হযরত মায়মুনা (রাযিঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অবস্হান করছিলাম, ইত্যবসরে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ) (অন্ধ সাহাবী) এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে প্রবেশ করলেন। আর ঘটনাটি ছিল পর্দার ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট হওয়ার পরের। যাক, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে ইবশাদ করলেন: তোমরা তাঁর থেকে পর্দা কর। এতদশ্রবণে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাছাড়া তিনি তো আমাদেরকে চিনতেও পারছেন না। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন: তাহলে তোমরাও কি অন্ধ হয়ে গেলে? তোমরা কি (তাকে) দেখতে পাচ্ছনা?

সূত্র: মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩২৯(২৬৫৯৩) তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং (২৭৭৮) আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং (৪১১২) নাসাঈ শরীফ, (কুবরা) হাদীস নং (৯২৪১) সহীহে ইবনে হিব্বান, (৭/৪৩৯)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা কবার পর বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। এছাড়া ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উল্লেখ্য যে এ, হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

পবিত্রাত্মা উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে এক জন অন্ধ সাহাবী থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতের অন্যান্য মহিলাগণকে অন্যান্য বেগানা পুরুষ থেকে কি পরিমাণ সতর্কতার সাথে পর্দা করা জরুরী।

টেলিভিশন দেখা কবীরা গুনাহ ও হারাম

عن عائشة ﵂ زوج النبى - ﷺ- أنہا أخبرتہ أنہا اشترت نمرقة فيہا تصاوير ،فلما رأہا رسول الله -ﷺ- قام على الباب ،فلم يدخل ،فعرفت فى وجہہ الكراہية ، قالت : يا رسول الله! أتوب الى اللّٰہ والى رسولہ ،ماذا أذنبت؟ قال : ما بال ہذہ النمرقة ؟ فقالت : اشتريتہا لتعقد عليہا وتوسدہا فقال رسول اللّٰہ - ﷺ- ان أصحا ب ہذہ الصور يعذبون يوم القيامة' ويقال لہم : أحيوا ماخلقتم' وقال : ان البيت الذى فيہ الصور لا تدخلہا الملائكة. رواہ البخارى فى ''صحيحہ'' ۴/۱۵۱۳ (۵۹۶۱)كتاب اللباس' باب من لم يدخل بيتا فيہ صورة .

অর্থ: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি গদী কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল। প্রিয় নবী সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তা দেখলেন, তখন ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন হযরত আয়িশা (রাঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারকে অসন্তুষ্টি ভাব লক্ষ্য করলেন। ফলে আরয করলেনঃ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের দরবারে তওবা করছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কী অপরাধ করেছি ? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়ালাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ এই গদী কোথা থেকে কে এনেছে ? তিনি জবাব দিলেন: আমি ইহা কিনেছি। আপনার তাতে বসা ও হেলান দেওয়ার জন্য। এবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এসকল ছবি নির্মাতাদের কে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে যে তোমরা যা নির্মাণ করেছ তাতে জীবন দাও। এরপর বললেন: নিশ্চয় যে গৃহে কোন ছবি থাকে সে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে টেলিভিশনের মধ্যেও যেহেতু ছবি রয়েছে এবং টিভি এর মূখ্য উদ্দেশ্যও ছবি দেখা, তাই তা ঘরে রাখা ও দেখা এ হাদীসের ধমকির অন্তর্ভূক্ত। আর একথা অনস্বীকার্য যে, এত মারাত্মক ধমকি কোন কবীরা গোনাহের ব্যাপারেই হতে পারে।

উযুতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুন্নাত

عن مغيره بن شعبةؓ أن النبي-ﷺ-مسح على الخفين ومقدّم رأسه وعلى عمامته ۰

رواه مسلم في'' صحيحه'' برقم (۲۷۴) كتاب الطهارة' باب المسح على الناصيةوالعمامة .

অর্থ: হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উযু করার সময়) দুই মোজা, মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন"।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং(২৭৪) এছাড়াও হাদীসটি তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (১০০) নাসাঈ শরীফ ১/৫৬(১০৮) ইত্যাদি কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

বি: দ্র: বিভিন্ন সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মাথার অগ্রভাগে মাসাহ করেছেন তাই মাথার চারভাগের একভাগ মাসাহ করাই ফরজ। কখনও তিনি সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করেছেন, তবে সেটা সুন্নাত হিসেবে। কারণ সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ হলে কখনও তিনি শুধু অগ্রভাগে মাসাহ এর উপর ক্ষ্যান্ত হতেন না।

তায়াম্মুমে যমীনে দুবার হাত মেরে সমস্ত মুখ ও দুই হাতের কনুইসহ মাসাহ করতে হবে

(۱)(عن جابرؓ عن النبي- ﷺ قال :''التيمم ضربة للوجه و ضربةللذراعين إلى المرفقين'' ۰

رواه الحاكم في'' المستدرك'' ۱/۱۸۰ (۶۳۸) والدارقطني في "سننه" ۱/ ۱۸۱) ۶۸۰ (وهذا لفظ الدار قطني .

(۲)(وعن عمار بن ياسرؓ حين تيمموا مع رسول الله -ﷺ - فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التر اب و لم يقبضوا من التراب شيئا' فمسحو ا بوجوههم مسحة وا حدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم.

رواه ابن ماجه في'' سننه'' ۱/ ۳۰۸ (۵۷۱) كتاب الطهارة' با ب في التيمم مرتين. وقال محقق ابن ماجه الشيخ محمود محمد : الحديث صحيح .

অর্থ: (১) হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "তায়াম্মুম হল মুখমন্ডল মাসাহ করার জন্য মাটিতে একবার হাত মারা। এর পর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারা।

সূত্র: মুসতাদরাকে হাকিম ১/১৮০(৬৩৮) সুনানে দারা কুতনী ১/১৮১ (৬৮০) (অবশিষ্ট-১)

অর্থ: (২) হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে (সর্ব প্রথম) তায়াম্মুম করেছিলেন, তখন তিনি মুসলমানদেরকে তায়াম্মুমের নির্দেশ দিলে তাঁরা তাঁদের হাতকে মাটিতে মারেন তবে তাঁরা হাতে সামান্য মাটিও ধরে রাখেননি। অনন্তর, তাঁরা সমস্ত মুখমন্ডল একবার মাসাহ করলেন। অতঃপর তাঁরা পুনঃ মাটিতে হাত মেরে তাঁদের হাতসমূহ মাসাহ করলেন।

সূত্র:আবূদাউদ শরীফ হাদীস নং (৩২৮) ও (৩১৯), ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৩০৮ (৫৭১),ইবনে মাজার টিকায় শায়েক মাহমুদ মুহাম্মদ বলেন: হাদীসটি সহীহ ।মুসনাদে আহমাদ ৪/৩২০ ও ৪/৩২

2৩

ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বের আযান ফজরের জন্য যথেষ্ঠ হবে না

)১ (عن عائشةؓ قالت ما كانوا يؤذنو ن حتى ينفجر الفجر٠

رواه ابن أبى شيبة فى '' المصنف" ١/١٩٤) ٢٢٢٣(

)٢ (و عن عبد الله بن مسعودؓ عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : ''لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره

فانه يؤذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم و ليس أن يقول الفجر أو الصبح٠

رواه البخارى فى ''صحيحه'' ١/ ١٥٦ (٦٢١) كتاب الأذان' باب الأذان قبل الفجر. ومسلم فى '' صحيحه ''

برقم (١٠٩٣)صحيح .

অর্থ: (১) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন "মুআযযিনগণ ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দিতেন না"।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবেন আবী শাইবাহ ১/১৯৪(২২২৩) হাদীসটির সনদ সহীহ। "আরজাওহারুন নকী" নামক কিতাবে (১/১০২) রয়েছে, এই সনদটি সহীহ। দ্রষ্টব্য: আসারুস্ সুনান, পৃষ্ঠা-৭২ ইলাউস্ সুনান ২/১৩২

উল্লেখ্য যে, কোন কোন হাদীসে যে বর্ণিত আছে, হযরত বেলাল (রাযিঃ) সুবহে সাদিকের পূর্বে আযান দিয়েছেন সেটা মূলতঃ সাহরীর আযান ছিল। যেমন সামনের হাদীসে আসছে।

অর্থ: (২) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে তো রাত্রে আযান দেয় এ কারণে যে, তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদ পড়েছে তারা যেন সাহরী খাওয়ার দিকে ফিরে যায় এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঘুমন্ত তারা যেন জেগে যায়। সে (তার আযানের মাধ্যমে) একথা বলেনা যে, সকাল হয়ে গেছে।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৫৬(৬২১) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০৯৩) মুসনাদে আহম্মদ হাদীস নং (৩৬৫৪)

খুব উজ্জল হওয়ার পর ফজরের নামায পড়া উত্তম

عن رافع بن خديجؓ قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : '' أسفروا بالفجر فانہ أعظم للأجر٠''

رواه الترمذى فى ''جامعہ'' برقم (١٥۴)كتاب الصلاةٌ باب ماجاء فى الإسفار بالفجر.

অর্থ: হযরত রাফে ইবনে খদীজ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা (রাত্রির অন্ধকার দূরীভুত হওয়ার পর খুব উজ্জল হয়ে গেলে ফজরের নামায আদায় করবে। কারণ, ইহা ছওয়াবকে অধিক বর্ধনকারী।)

সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (১৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ (অবশিষ্ট-২)

আসরের নামায বিলম্ব করে (বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর) পড়বে

)১ (عن ا بن عمرؓ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :إنما أجلكم فی أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لی إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال : من يعمل لی من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لی من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ قال : ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ،ألا لكم الأجر مرتين۰ فغضبت اليهود والنصا رى فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا : لا. قال الله : فانه فضلی أعطيه من شئت۰

رواه البخاری فی ''صحيحه'' ٢/٨٥٢ (٣٤٥٩ (كتاب أحاديث الأنبياء' باب ما ذكر عن بنی إسرائيل .

)٢ (و عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمةؓ زوج النبی -صلى الله عليه وسلم- أنه سال أباهريرةؓ عن وقت الصلاة فقال أبوهريرةؓ :أنا أخبرک صل الظهر إذاكان ظلک مثلک ،والعصر إذاكان ظلک مثليک۰

رواه الامام مالک فی ''المؤطا'' ص:

অর্থ: (১) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় তোমাদের বয়স পূর্ববর্তী উম্মতের বয়সের তুলনায় আসরের নামায থেকে নিয়ে সুর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। আর তোমাদের ও ইয়াহুদ খৃষ্টানদের দৃষ্টান্ত হল এরুপ যে, এক ব্যক্তি কিছু শ্রমিক নিয়োগ কবতে চায়, তাই সে ঘোষণা করল: এক এক কীরাত মজুরীর বিনিময়ে কারা কারা দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দিবে? (তার এই ঘোষণায়) ইহুদীগণ (সম্মত হয়ে) দুপুর পর্যন্ত এক কীরাতের শর্তে কাজ করল। সেই ব্যক্তি পূণঃ ঘোষণা করল, দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এক এক কীরাত মজুরীর বিনিময়ে কারা আমার কাজ করে দিবে? এবার খৃষ্টানগণ এক এক কীরাতের বিনিময় দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করল। তৃতীয় বার সেই ব্যক্তি ঘোষণা করল, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে দুই দুই কীরাত মজুরীর বিনিময়ে কারা আমার কাজ করে দিবে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "শুনে রাখ তোমরাই তারা যারা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে। শুনে রাখ তোমাদেরকেই দ্বিগুণ মজুরী দেওয়া

হবে”। (এ অবস্হা দেখে) ইয়াহুদ ও খৃষ্টানগণ এই বলে রাগান্বিত হয়ে গেল যে, আমরা কাজ করলাম অধিক আর আমাদের মজুরী কম! তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন আমি কি তোমাদের প্রাপ্যের কোন অংশ কমিয়ে দিয়েছি? তারা জবাব দিল “না” এবার আল্লাহ তা‘আলা বলেন! নিশ্চয় এটা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে চাই তাকে তা দান করি । সূত্র:বুখারী ৩/৮৫২ (৩৪৫৯)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের কাজের সময় উম্মতে মুহাম্মদীর তুলনায় বেশী, অথচ মজুরীর বেলায় তাদের চেয়ে কম হওয়ায় তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় ইয়াহুদদের সময় যা সকাল থেকে দুপুর ও খৃষ্টানদের সময় যা দুপুর থেকে আসর তা অবশ্যই উম্মতে মুহাম্মদীর সময় তথা আসর-মাগরিব থেকে বেশী। আর এটা তখনই হবে যখন আসরকে দুই মিছিল তথা বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর ধরা হবে। আর যদি ছায়া এক গুণ হওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত বলা হয়, তবে আসর থেকে মাগরিবের সময় যুহর থেকে আসরের সময়ের চেয়ে অবশ্যই বেশী হয়ে যাবে। অথচ এমতাবস্হায় খৃষ্টানদের অসুন্তুষ্টি প্রকাশ করার কোন অর্থ থাকে না। কেননা, তাদের কাজের সময় তো উম্মতে মুহাম্মদীর সময়ের তুলনায় কম। সুতরাং একথা বাধ্য হয়েই বলতে হবে যে, দুই মিছিলের পর আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

অর্থ: (২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী হযরত উম্মে সালামার (রাযিঃ) দাস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) কে নামাযের ওয়াক্ত সমন্ধে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, “তুমি যুহরের নামায পড়; যখন তোমার ছায়া এক গুন হয়, আর আসর পড় যখন তোমার ছায়া দ্বিগুণ হয়”

সূত্র: মুআত্তা মালেক পৃষ্ঠা-৩ হাদীসটির সনদ সহীহ। আসারুস সুনান পৃষ্ঠা-৫৩

নামায সহীহ করার জন্য আমলী মশক্ব প্রয়োজন

أيوب عن أبى قلابة قال: جاء نا ملک بن الحويريثؓ فى مسجدنا ہذا' فقال : إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة' أصلى كيف كان رأيت النبى- ﷺ فقلت لأ بى قلابة:كيف كان يصلى ؟ قال: مثل شيخنا ہذا - وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسہ من السجود قبل أن ينہض فى الركعة الأولى۰

رواه البخارى فى''صحيحہ''١/١٦٦(٦٧٧) كتاب الأذان- باب من صلى بالناس وہولايريد إلا أن يعلمہم صلاة النبى- ﷺ وسننہ

অর্থ: হযরত আইয়ূব(রহঃ) হযরত আবূ কিলাবা (রহঃ) থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেছেন: একদা সাহাবী হযরত মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রাযিঃ) আমাদের এই মসজিদে আগমন করলেন। অনন্তর, বললেন: আমি এখন তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ব। তবে নামায পড়ার উদ্দেশ্য নয় বরং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি সেভাবে তোমাদেরকে দেখানোর জন্যই আমি নামায পড়ব। (হাদীসের রাবী আউয়ুব তার উস্তাদ আবূ কিলাবা (রহঃ) কে বলেন) তারপর আমি আবূ কিলাব (রহঃ) কে বললাম তিনি তখন কিভাবে নামায পড়েছিলেন? তিনি একজন শাইখের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন যে, আমাদের এই শাইখের নামায পড়ার ন্যায়। আর কথিত শাইখ এভাবে নামায পড়তেন যে, তিনি প্রথম রাকা'আতে সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পরে, দাঁড়ানোর পূর্বে একটু বসতেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৬৬ (৬৭৭)। অধ্যায়: ঐ ব্যক্তির দলীল যিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়েন, তার মূল উদ্দেশ্য নামায পড়া নয় বরং লোকদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায ও তাঁর সুন্নাতের প্রশিক্ষণ দেয়া।

উল্লেখ্য, বেজোড় রাকা'আতে দাঁড়ানোর পূর্বে বসাকে জলসায়ে ইসতিরাহাত বলে, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুস্থতার যামানার নামাযে ছিল না। তবে, শেষ জীবনে অসুস্থতার সময় এরূপ বসতেন ।

বলাবাহুল্য, উল্লেখিত হাদীস দ্বারা হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) কর্তৃক নামাযের আমলী মশকের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, নামায সহীহ তথা পুরোপুরি সুন্নাত অনুযায়ী হওয়ার জন্য নামাযের আমলী মশক্ব করা তথা বাস্তব প্রশিক্ষণ নেয়া জরুরী ।

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে নামাযের সুন্নাত সমূহের প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

নামাযের সুন্নাত সমূহ

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পায়ের আঙ্গুল সমূহ কিবলামূখী করে রাখা

عن أبی ہریرۃ ؓ أن رجلا دخل المسجد ورسول اللہ -صلی اللہ علیہ وسلم- جالس فی ناحیۃ المسجد۔ فصلی' ثم جاء فسلم

علیہ فقال لہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- وعلیک السلام ،ارجع فصل ،فانک لم تصل' فرجع فصلی' ثم جاء فسلم'

فقال : وعليک السلام فارجع فصل' فانک لم تصل' فقال فی الثانية أو فی التی بعدہا علمنی يا رسول الله!
فقال : إذا قمت إلی الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر الخ٠
رواه البخاری فی ''صحيحہ'' ۴/۱۵۸۰ (۶۲۵۱) کتاب الاستئذان' باب من ردّ فقال : عليک السلام.

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করল যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক কোনে বসা ছিলেন। তারপর লোকটি নামায আদায় করল । অনন্তর, সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে সালাম দিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: ওয়া'আলাইকাস্‌সালাম । তার পর বললেন: তুমি আবার যেয়ে নামায পড়, কেননা তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে হয়নি। তারপর সে ফিরে গিয়ে পূণঃ নামায পড়ল। এরপর এসে সালাম দিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ওয়া'আলাইকাস্‌সালাম। তুমি আবার নামায় পড়ে আস, কারণ তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে হয়নি। লোকটি দ্বিতীয়বার বা তার পরের বার আরজ করল ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেনঃ তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তুমি উত্তম রূপে উযূ করবে তারপর কিবলামূখী হবে। তারপর তাক্‌বীরে তাহরীমা বলবে। সূত্র: বুখারী শরীফ ৪/১৫৮০ (৬২৫১)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে নামাযের পূর্বে কিবলামূখী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশের ব্যাপকতার মধ্যে পায়ের আঙ্গুলসমূহকেও কিবলামুখী করে রাখা অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে তখনই পালন করা হবে যখন প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ মুসল্লী কিবলামূখী হবে। তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফের মধ্যে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন (با ب فضل ا ستقبا ل القبلة يستقبل بأ طرا ف رجليه) অর্থাৎ, কিবলামূখী হওয়ার ফযীলত ও পায়ের আঙ্গূলসমূহ কিবলামূখী করে রাখবে । এ বিষয়টি হযরত আবূ হুমাইদ (রাযিঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ।

তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো

عن أبى حميد الساعدىؓ قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما...الخ۰

رواه الترمذى فى ''جامعہ'' برقم (٣٠٤) كتاب الصلا باب ماجاء فى وصف الصلاة .وقال : هذا حديث حسن صحيح۰ و أبو داؤد فى'' سننہ'' برقم (٧٣٠ و سكت۰ كتاب الصلاة' باب افتتاح الصلاة.

অর্থ: হযরত আবূ হুমাইদ আস্‌সাঈদী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন ।

সূত্র:তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৩০৪) আবূদাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৩০) মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৪ (২৩৫৯৯) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/২৯৭- ২৯৮(৫৮৭) আলমুনতাকা পৃষ্ঠা: ১০৩ হাদীস নং (১৯২) বাইহাকী শরীফ ২/৭২ (২৫১৭) মুসনাদে বায্‌যার ৯/১৬২ শরহুস্‌সুন্নাহ্ ৩/১১-১৩(৫৫৫) (অবশিষ্ট-৩৩)

সিজদার জায়গায় নজর রেখে দাঁড়ানো

عن سالم بن عبد الله أن عائشةؓ كانت تقول: عجبا للمرأ المسلم إذ دخل الكعبة حتى يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله و إعظاما دخل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها۰

أخرجہ الحاكم فى '' المستدرک'' ١/٤٧٩(١٧٦١ (وقال: ہذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقہ الذہبى فى'' التلخيص'' حيث قال: ''على شرط البخارى ومسلم.''

অর্থ: হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলতেন ঐ মুসলমান ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য লাগে যখন সে কা'বা শরীফে প্রবেশ করে তখন সে নিজ দৃষ্টিকে ছাদের দিকে উঁচু করে। অথচ আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে এটা পরিত্যাগ করা উচিৎ। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি ততক্ষন পর্যন্ত সিজদার জায়গা হতে দৃষ্টি হটাননি। যতক্ষন পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের হয়ে যাননি।

সূত্র: মুসতাদরাকে হাকিম ১/৪৭৯ সুনানে বাইহাকী ৫/১৫৮(৯৭২৬) (অবশিষ্ট-৪)

তাকবীর তাহরীমার জন্য উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো

عن مالک بن ا لحويرثؓ أن رسول الله۔ ﷺ كان إذا كبر' رفع يديہ حتى يحاذی بهما أذنيہ ۰

أخرجہ ا لامام مسلم فی ''صحيحہ'' برقم (۳۹۱) كتاب الصلا ' باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام.

অর্থ: হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন তখন হাত এতটুকু উচুঁ করতেন যে, তা উভয় কান বরাবর হয়ে যেত।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং(৩৯১) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৪৫) নাসাঈ শরীফ ১/১৪১ ইবনে মাজাহ শরীফ নং (৮৯৫) বাইহাকী শরীফ ১/৩০৭ হাদীস নং (৯৫৪) ত্বহাবী শরীফ ১/১৪৩-১৪৪ দারাকুতনী ১ /১৩৬ ৩/২৯ মুসতাদারাকে হাকিম ১/২২৬ মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৮

তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখা

عن سعيد بن سمعانؒ قال : دخل علينا أبوہريرةؓ فی نجد بنی زريق فقال : ثلاث كان رسول الله -ﷺ - يفعل بهن تركهن الناس كان إذاقام إلى الصلاة قال : ہكذا وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعہ ولم يضمہما .
رواه الحاكم فی ''المستدرک''۱/۲۳۴ (۸۵۶) وقال : ہذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وأقره عليہ الذہبی فی''التلخيص'' حيث قال: صحيح.

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে সামআন (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বণী যুরাইক গোত্রের নজদ্ নামক এলাকায় আমাদের নিকট আগমন করলেন

এবং বললেন যে, তিনটি জিনিস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন লোকেরা তা ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলো হল: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি এমনটি করতেন। তার পর বর্ণনা কারী হযরত আবূ আমের (রাযিঃ) কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে দেখালেন। তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো এমনভাবে রাখলেন যে, একেবারে ফাঁকও করলেন না, আবার একবারে মিলিয়েও দিলেন না। অর্থাৎ, আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখলেন।

সূত্র: মুসতাদরাকে হাকিম ১/২৩৪(৮৫৬) সহীহ ইবনে খুযাইমা ১/২৩৪ (৪৫৬) (অবশিষ্ট-৫)

ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা বলা

عن أبی بریرۃؓ قال: قال النبی -صلى الله عليه وسلم- قال : إنماجعل الإمام ليوتم بہ ،فاذا كبر فكبروا ...الخ۰

رواہ مسلم فی'' صحیحہ'' برقم (۴۱۴)کتاب الصلوۃ' باب ائتمام الماموم بالإمام. والبخاری فی ''صحیحۃ '' ۱۷۹ (۷۳۴) كتاب الاذان' باب ايجاب التكبير و افتتاح الصلاة.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইমাম এ জন্যই বানানো হয়ে যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয় । অতএব, (তুমি তাঁর বরখিলাফ করবে না, বরং) ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাঁর পরক্ষণেই তাকবীর বলবে । সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪১৬) বুখারী শরীফ ১/১৭৯ (৭৩৪)

হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা

)۱ (عاصم بن كليب قال : حدثنی أبی أن وائل بن حجر أخبره قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- کیف يصلی؟ فنظرت إليہ فقام فكبر ورفع يديہ حتى حاذتا بأذنيہ ثم وضع يده اليمنى على كفہ اليسرى والرسغ و الساعد ... الخ

رواه الامام أبوداؤد فی ''سننہ ''برقم (۷۲۶) و (۹۵۷) کتاب الصلوۃ' باب رفع اليدين فی الصلوۃ والنسائی فی'' سننہ'' ۲/۹۲ (۸۸۹) كتاب الافتتاح ،باب موضع اليمين من الشمال فی الصلاۃ۰

)۲ (عن حجاج بن حسان قال : سمعت ابا مجلز اوقال : سئلتہ قال : كيف يصنع؟ قال : يضع باطن كف يمينہ على ظاہر كف شمالہ' يجعلہا اسفل من السرۃ۰

رواہ ابن ابی شیبۃ فی ''مصنفہ ''۱/۳۴۳) ۳۹۴۲(

অর্থ: (১) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) বলেন: আমি একদা বললাম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন তা আমি দেখব । প্রিয় নবীজীর দিকে চেয়ে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে দুহাত উঁচু করলেন এমনকি তাঁর হাতদ্বয় তাঁর কান বরাবর হয়ে গেল, তারপর তাকবীর বলা অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের পাতার পিঠের উপর এবং কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৬) নাসাঈ শরীফ ২/৯২ (৮৮৯) (৯৫৭)

আল্লামা নিমাভী(রহঃ) বলেন **سنا ده صحيح** ! হাদীসটির সনদ সহীহ । দ্রষ্টব্য: আছারু সুনান – পৃষ্ঠা-৮৩

অর্থ: (২) হযরত আবূ মিজলায (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁকে হাজ্জাজ ইবনে হাস্‌সান প্রশ্ন করলেন যে, (নামাযে) হাত কিভাবে রাখতে হবে? তিনি বলেন: ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর নাভীর নিচে রাখবে ।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৪৩ (৩৯৪২) হাদীসটির সনদ সহীহ।

বিঃ দ্রঃ ইলাউস্‌সুনান ২/১৮০-১৮১

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা ও অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিকভাবে রাখা

١) عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال :كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه٠

رواه الترمذى فى''جامعه'' برقم (٢٥٢) كتاب الصلاة' باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال وقال: حديث هلب حديث حسن٠

٢) عن عبد الله بن مسعودؓ قال : مر بى النبى- صلى الله عليه وسلم- وأنا واضع يدى اليسرى على اليمنى فأخذ بيدى اليمنى فوضعها على اليسرى

رواه ابن ماجه فى ''سننه'' ١/٤٤١ (٨١١ (قال المحقق : الحديث صحيح.

অর্থ: (১) হযরত কবীসা ইবনে হুলব(রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নিজ পিতা হুল্‌ব (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতী করতেন তখন (হাত বাঁধার সময়) ডান হাত দ্বারা বাম ধরতেন ।

সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫২) ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৪৪১ (৮০৯) মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬ (২২৭) (অবশিষ্ট-৬)

অর্থ: (২) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আমি (নামাযে) আমার বাম হাত ডান হাতের উপর রাখা অবস্থায় ছিলাম। (ইহা দেখে) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ডান হাত ধরে তা বাম হাতের উপর রেখে দিলেন।

সূত্র: ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৪৪১(৮৮১) অত্র কিতাবের মুহাক্কিক বলেন **لحد يث**।

অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ। (অবশিষ্ট-৭)

উল্লেখ্য যে, এ অনুচ্ছেদে হাদীস শরীফে দু'ধরণের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছেঃ ১- বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। ২-ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরা। আর উভয় বিষয় বস্তুই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই ফুকাহায়ে কিরাম এতদুভয়ের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন যে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা ও অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর বিছিয়ে রেখে দেওয়া, এতে উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

নাভীর নিচে হাত বাঁধা

)١ (عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيهؓ قال: رأيت النبى -ﷺ- وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة٠

رواه ابن أبى شيبة فى'' مصنفه '' (١/٣٤٢) ٣٩٣٨ (

)٢ (عن أبى جحيفةؓ أن علياًؓ قال :''إن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف فى الصلاة تحت السرة .

رواه أبو داؤ د فى'' سننه'' برقم)٧٥٦.(كتاب الصلاة' باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة .وأحمد فى''مسنده'' ١/١١٠ (٨٧٨) وہذا لفظ أحمد

অর্থ: (১) হযরত আলকামাহ ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর (রহঃ) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে বাঁধতে দেখেছি ।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩৪২ (৩৯৩৮) (অবশিষ্ট-৮)

অর্থ: (২) হযরত আবূ জুহাইফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন নামাযে (হাত বাঁধার মধ্যে) সুন্নাত হল ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখা।

সূত্র: সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং (৭৫৬) সুনানে দারাকুতনী ১/২২৭ (১০৮৯) বাইহাকী শরীফ ২/৩১ (২৩৪১) মুসনাদে আহমাদ ১/১১০ (৮৭৮)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে হযরত আলী (রাযিঃ) নাভীর নিচে হাত বাঁধাকে সুন্নাত বলে অভিহিত করেছেন। আর উসূলে হাদীসের একটি মৌল নীতি হল, কোন সাহাবী স্বাভাবিকভাবে "সুন্নাত" শব্দ ব্যবহার করলে এর দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। দ্রষ্টব্য: তাদ্‌রীবুর্‌রাবী (১/১৮৮) সুতরাং হাদীসটি বাহ্যতঃ মউকুফ হলেও বাস্তবে তা মারফূ (৯-অবশিষ্ট)

প্রথম রাকা'আতে ছানা পড়া

عن عائشةؓ قالت : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

أخرجه أبوداؤد فى ''سننه'' برقم (٧٧٥) و (٧٧٦) والحاكم فى''المستدرك ''١/٢٣٥) ٨٥٩ (وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ... إلى أن قال : ولا أحفظ فى قوله عليه السلام عند افتتاح الصلاة سبحانك اللهم و بحمدك أصح من هذين الحديثين، وهذالفظ الحاكم.

অর্থ: হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়াতা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক ।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং(৭৭৫) ও (৭৭৬) ইবনে মাজাহ্ শরীফ হাদীস নং (৮০৪) ও (৮০৬) মুসনাদে আহমাদ ৬/২৩০ সুনানে দারাকুতনী ১/২৯৮ (১১২৮) (অবশিষ্ট-১০)

আউযু বিল্লাহ পড়া

عن جبير بن مطعمؓ أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة قال: اللهم انى أعوذبک من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه۰

رواه أبوداؤد فى''سننه'' برقم (۷۶۴)کتاب الصلاة' باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

অর্থ: হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাশ শাইতানির রজীম পড়তেন"।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৬৪) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং(৮০৭) মুসনাদে আহমদ ৪/৮০ তাবারানী কাবীর ২/১৩৪(১৫৬৮) (অবশিষ্ট-১১)

বিসমিল্লাহ পড়া

عن نعيم المجمرؒ قال: صليت وراء أبى بريرةؓ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرأن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : أمين .... وقال أبو بريرةؓ :والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

رواه الإمام النسائى فى'' سننه'' برقم)۹۰۵(کتاب افتتاح الصلاة'باب ترک الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .والحاكم فى'' المستدرک '' ۱/۳۴۶(۸۴۹ (

অর্থ: হযরত নূ'আইম আল মুজমির(রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি হযরত আবূ হুরাইরাহর(রাযিঃ) পিছনে নামায পড়লাম ।নামাযে তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন অতঃপর সূরায়ে ফাতিহা পড়লেন। নামায শেষে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বললেনঃ ঐ সত্ত্বার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় তোমাদের চেয়ে আমার নামায প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ।

সূত্রঃ নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৯০৬) মুস্তাদরাক ১/২৩২ (৮৪৯) সুনানে দারা কুতনী ১/৩০৫ (১১৫৫) সহীহ ইবনে খুযাইমা ১/২৫১ (৪৯৯) আল মুন্তাকা পৃষ্ঠা: ১০১ হাদীস নং (১৮৪) বাইহাকী শরীফ ২/৪৬ (২৩৯৪) (অবশিষ্ট-১২)

ফজর ও যুহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল, আসর ও ইশার নামাযে আউসাতে মুফাস্‌সাল এবং মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাস্‌সাল পড়া সুন্নাত

(১) عن سليمان بن يسار ؒ أنہ سمع أباهريرةؓ يقول ’’:ما رأيت أحدا أشبہ صلاة برسول الله -ﷺ- من فلان أمير كان با لمدينة. قال سليمان : فصليت أنا وراءہ فكان يطيل فی الاوليين من الظہر و يخفف الأخريين و يخفف العصر ويقرأ فی الأوليين من المغرب بقصار المفصل وفی العشاء بوسط المفصل وفی الصبح بطوال المفصل...الخ‘‘۔

رواه الامام النسائی فی ‘‘سننہ’’ ٢/ ١٢٠-١٢١ (٩٨٣) كتاب افتتاح الصلاة بابالقرا أة فی المغرب تبصاالمفصل وابن حبان فی ‘‘صحيحہ’’ أنظر ’’الاحسان’’ ٣/ ١٢١-١٢٢(١٨٣٣) وہذا لفظ ابن حبان

(٢) عن أبی سعيد الخدریؓ أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ فی صلاة الظہر فی ركعتين الأوليين فی كل ركعة قدر ثلاثين أية ،وفی الأخريين قدر خمس عشرة أية او قال : نصف ذلک وفی العصر فی الركعتين الأوليين فی كل ركعة قدر قراء ة خمس عشرة أية وفی الأخريين قدر نصف ذلک .

رواه الامام مسلم فی ‘‘صحيحہ ’’برقم (٤٥٢) كتاب ا لصلاة ،باب القرأة فی الظہر والعصر.

অর্থ:(১) হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্য পূর্ণ নামায অমুক ব্যক্তি অপেক্ষা (একজন সাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন যিনি তৎকালে মদীনার আমীর ছিলেন) আর কাউকে পড়তে দেখিনি। (হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) ছাত্র সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন: (এ কথা শুনে) আমি ঐ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়লাম। তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকা‘আতকে দীর্ঘ করতেন। আর শেষের দুই রাকা‘আত কে খাট করতেন। আর আসর কে খাট করতেন। এবং মাগরিবের প্রথম দুই রাকা‘আতে কিসারে মুফাস্‌সাল ও ইশাতে আউসাতে মুফাস্‌সাল ও ফজরে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল পড়তেন ।

সূত্র: নাসাঈ শরীফ ২/১২০-১২১ (৯৮৩) ইবনে মাজাহ্ শরীফ ১/৪৪৯ (৮২৭) সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১২১ (১৮৩৩) সহীহ ইবনে খুযাইমা হাদীস নং(৫২০) হাদীসটির সনদ সহীহ। দ্রঃ বুলূগুল মুরাম পৃষ্ঠা: ৮৪ হদীস নং (৩০৮)

অর্থ: (২) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। আর শেষের দুই রাকা'আতে ১৫ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। (বর্ণনাকারী এখানে সন্দেহ করে বলেন:) অথবা তিনি বলেছেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের শেষের দু রাকা'আতে প্রথম দু রাকা'আতের তুলনায় অর্ধেক পড়তেন।

আর আসরের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে ১৫ আয়াত পরিমাণ ও পরের দুই রাকা'আতে তার অর্ধেক পড়তেন।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০১৫) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (১০৪) মুসনাদে আহমাদ ৩/৮৫

উল্লেখ্য যে, এ অনুচ্ছেদে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ফজর, মাগরিব ও ইশার সুন্নাত কিরাআত প্রমাণিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে, "তিনি যুহরে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ ও আসরে যুহরের অর্ধেক বা পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।" আর তিওয়ালে মুফাস্সালের পরিমাণ ত্রিশ আয়াত এবং আউসাতে মুফাস্সালের পরিমাণ পনের আয়াত। সুতরাং বর্ণিত সাহাবী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুহর ও আসরে উল্লেখিত পরিমাণ কিরাআত পড়ার দ্বারা এই দুই ওয়াক্তের সুন্নাত কিরাআতের পরিমান প্রমাণিত হল।

বি: দ্র: যুহরের শেষ রাকা'আতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সূরা মিলিয়েছেন, এটাকে জায়িয বুঝানোর জন্য। নতুবা ফরয নামাজের শেষের রাকা'আত গুলোতে তিনি শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। যার দলীল একটু পরেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ফজরের প্রথম রাকা'আত দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা লম্বা করা, এছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে উভয় রাকা'আতের কিরাআত সমান রাখা উচিৎ

(১)عن أبی قتادةؓ قال : كان رسول الله -ﷺ - يصلی بنا فيقرأ فی الظہر والعصر فی الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الأية أحيانا وكان يطول فی الركعة الأولی من الظہر ويقصّر الثانية وكذلک فی الصبح.

رواه مسلم فی'' صحيحہ '' برقم (۴۵۱)كتاب الصلاة ' باب القرأة فی الظہر والعصر.

(۲) وعن أبی سعيد الخدریؓ قال : ان النبیّ- ﷺ- كان يقرأ فی صلاة الظہر فی الركعتين الأوليين فی كل ركعة قدر ثلاثين أية وفی الأخريين قدر خمس عشر أية او قال : نصف ذلک . وفی العصر فی الركعتين الأوليين فی كل ركعة قدرقرأاة خمس عشرة أية .وفی الأخريين قدر نصف ذالک.

رواه مسلم فی'' صحيحہ'' برقم (۴۵۲) كتاب الصلاة 'باب القراءة فی الظہر والعصر

অর্থ: (১) হযরত আবূ কাতাদাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যুহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং দুটি সূরা পড়তেন, যার দু-এক আয়াত কখনো কখনো উচ্চ শব্দেও পড়তেন যে, আমরা তা শুনতে পেতাম এবং যুহর ও ফজরের প্রথম রাকা'আত লম্বা করতেন।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৫১) তুহফাতুল আখইয়ার বিতরতীবি শরহে মুশকিলিল আসার হাদীস নং (৬৪৭)

অর্থ: (২) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রত্যেক রাকা'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন এবং শেষের দুই রাকা'আতে এর অর্ধেক পড়তেন। এবং আসর নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে পনের আয়াত পরিমাণ ও শেষের দুই রাকা'আতে এর অর্ধেক পড়তেন।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৫২)

উল্লেখ্য যে, ১নং হাদীস দ্বারা যেমনিভাবে ফজরের প্রথম রাকা'আতকে দ্বিতীয় রাকা'আতের তুলনায় লম্বা করার কথা বুঝে আসছে তেমনিভাবে যুহরের প্রথম রাকা'আতকে এবং এ হাদীসের

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা আসরের প্রথম রাকা'আতকেও দ্বিতীয় রাকা'আতের তুলনায় লম্বা করার কথা বুঝে আসছে। পক্ষান্তরে ২নং হাদীস দ্বারা যুহর ও আসরের উভয় রাকা'আত এর কিরাআত এক সমান রাখা সুন্নাত হওয়া বুঝে আসছে। হযরত ফুকাহায়ে কিরাম (রহঃ) এ অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাপর হাদীসসমূহকে সামনে রেখে বর্ণিত দুই হাদীসের মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, ফজর ব্যতীত অন্যান্য সকল নামাযের উভয় রাকা'আতের কিরাআত সমান রাখা সুন্নাত। কিন্তু প্রথম হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম রাকা'আত দ্বিতীয় রাকা'আতের তুলনায় এ জন্য লম্বা হয়েছে যেহেতু প্রথম রাকা'আতে সানা আউযুবিল্লাহ রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রাকা'আতে তা নেই।

ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকা'আতে শুধু সূরা ফতিহা পড়া

عن أبى قتادةؓ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ فى صلاة الظہر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب و سورة فى كل ركعة وكان يقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فى كل ركعة قال : وكذالک فى صلاة العصر قال : وكذالک فى صلاة الفجر.

رواه البخارى فى ''صحيحه ''برقم)٧٧٦ (كتاب الصلاة' باب يقرأ فى الأخيريين بفاتحة الكتاب .

অর্থ: হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একাটি সূরা পড়তেন, আর যুহরের শেষ দুই রাকা'আতের প্রত্যেক রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। এমনি ভাবে আসরের নামাযের শেষ দুই রাকা'আতেও শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৭৭৬) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৫১) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৯৯) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৯৭৮) সুনানে দারেমী হাদীস নং (১২৬৮)

তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া

عن أبی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث أنہ سمع أبا ہریرةؓ یقول کان رسول اللہ۔ ﷺ۔ إذا قام إلی الصلاۃ یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع۰

رواہ البخاری فی'' صحیحہ'' برقم (۷۸۹) کتاب الأذان' باب التکبیر اذا قام من السجود و مسلم فی211صحیحہ '' برقم (۳۹۲) کتاب الصلاۃ'باب إثبات التکبیر فی کل رفع وخفض فی الصلاۃ...الخ.

অর্থ: হযরত আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছি যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর আবার রুকতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৭৮৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৩৯২) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৩৬) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১০২২) সুনানে দারা কুতনী হাদীস নং (১০৯৯)

রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাটু ধরা

عن أبی یعفور قال : سمعت مصعب بن سعد یقول: صلیت الی جنب أبی فطبقت بین کفی ثم وضعتہما بین فخذی فنہانی أبی وقال کنا نفعلہ فنہینا عنہ وأمرنا أن نضع أیدینا علی الرکب۰

کتاب الأذان' باب وضع الأکف علی الرکب فی الرکوع (۷۹۰)رواہ البخاری فی'' صحیحہ'' برقم

অর্থ: হযরত আবূ ইয়া'ফুর (রহঃ) বলেন: আমি হযরত মুসআব ইবনে সা'আদ (রহঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: একবার আমি আমার পিতা হযরত সা'আদ (রাযিঃ) এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম আর (রুকুর সময়) আমার উভয় হাত মিলিয়ে উভয় রানের মাঝে রেখে দিলাম। আমার পিতা আমাকে (এভাবে হাত রাখতে দেখে নামায শেষে) নিষেধ করে বললেনঃ আমরাও এভাবে হাত রাখতাম, অতঃপর আমাদেরকে এভাবে হাত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে আমাদেরকে হাটুর উপর হাত রেখে (হাটু ধরার) নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং(৭৯০) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৬৭) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫৯)

রুকুতে হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা

عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبى -صلى الله عليه وسلم-كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه.
رواه ابن خزيمة فى'' صحيحه'' ١/ ٣٢٤(٦٤٢) والحاكم فى ''المستدرك'' ١/ ٣٥٠) ٨٢٦ (وقال :صحيح على شرط مسلم .وأقره الذہبى فى'' تلخيص المستدرک.''

অর্থ: হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (রহঃ) স্বীয় পিতা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখতেন । আর যখন সিজদা করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখতেন। সূত্র: সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৪ (৬৪২) সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং (১৯২৫) মুস্তাদরাক ১/৩৫০ (৮২৬) তাবারানী কাবীর ২২/১৯ (২৬) (অবশিষ্ট-১৩)

রুকুতে উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা

عن عبد المالک بن عمرو قال : اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسہل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحا بهما عن جنبيه.
رواه الامام الترمذى فى ''جامعه'' برقم)٢٦٠ (وقال حديث أبى حميد حديث حسن صحيح.كتاب الصلاة'باب ماجاء انه يجا فى يديه عن جنبيه فى الركوع .

অর্থ: হযরত আব্দুল মালেক ইবনে আমর (রহঃ) বলেন: হযরত আবূ হুমাইদ (রাযিঃ) ও হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) ও হযরত সাহল বিন সা'আদ (রাযিঃ) ও হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাযিঃ) এক মজলিসে বসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের আলোচনা করছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন: রুকুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত দ্বারা হাটু মজবুত করে ধরলেন এবং উভয় হাত ধনুকের রশীর ন্যায় সোজা রাখলেন। আর বাহুকে পাজড় থেকে পৃথক রাখলেন।

সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৬০) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৪) (অবশিষ্ট-১৪)

রুকুতে পায়ের গোছা হাটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা

فكبر فركع فوضع : ألا أصلى لكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :عن سالم البراد ؒ قال لنا أبو مسعود البدريؓ
.كفيہ على ركبتيہ وفصلت أصابعہ على ساقيہ وجافى ابطيہ حتى استقر كل شىء منہ
رواه النسائى فى'' سننہ الكبرى'' ١/ ٢١٧ (٦٢٦) .كتاب الصلاة' باب التجا فى فى الركوع

অর্থ: হযরত সালেম বাররাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে হযরত আবূ মাসউদ বদরী (রাযিঃ) বললেন: আমি কি আপনাকে প্রিয়নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নমায দেখাব? এই বলে তিনি এক পর্যায়ে তাকবীর দিলেন, এরপর রুকু করলেন, আর আঙ্গুলসমূহ হাটুর উপর ফাঁক ফাঁক করে রাখলেন। এবং বাহুকে বগল থেকে দূরে রাখলেন, এমন কি শরীরের হাড্ডির প্রত্যেক জোড়া তার নির্ধারিত স্থানে বসে গেল।

সূত্র: নাসাঈ শরীফ কুবরা ১/২১৭ (৬২৬) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৬৩) মুসনাদে আহমাদ ৪/১১৯ তাবারানী কাবীর ১৭/২৪০ (৬৬৮) (অবশিষ্ট-১৫)

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে হাড্ডির প্রত্যেক জোড়া তার নির্ধারিত স্হানে বসে যাওয়ার কথা বলা হয়ছে। আর রুকু অবস্থায় ইহার উপর পুরোপুরি আমল করা তখনই সম্ভব হবে যখন পায়ের গোছা, হাটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা থাকবে।

রুকুতে মাথা পিঠ ও কোমর সমান রাখা, মাথা উচুঁ নিচু না করা

(١) عن عائشةؓ قالت : كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إذاركـع لم يشخص راسہ ولم يصوبہ ولـكن بين ذلك ٠
رواه مسلم فى'' صحيحہ ''برقم)٤٩٨ (كتاب الصلاة 'باب الإ عتدال فى السجود.
(٢) عن محمد بن عمرو بن عطاء أنہ كان جالسا مع نفر من أصحا ب النبى -صلى الله عليه وسلم- فذكرنا صلاة النبى-صلى الله عليه وسلم-فقال أبو حميد الساعدى أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأيتہ إذا كبر جعل يديہ حذاء منكبيہ وإذاركع أمكن يديہ من ركبتيہ ثم ہصرظہره٠
رواه البخارى فى''صحيحہ'' ١/١٩٩(٨٢٨) كتاب الأذان' باب سنية الجلوس فى التشہد.

অর্থ:(১) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন তখন মাথা নিচু করেতেন না এবং উচুঁ ও করতেন না, বরং মাথা পিঠ কোমরের সমান রাখতেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৯৮)

অর্থ: (২) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা সাহাবায়ে কিরামের এক জামা'আতের সাথে বসা ছিলেন, ইত্যবসরে হযরত আবূ হুমাইদ সাঈদী (রাযিঃ) বলে উঠলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায তোমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভালভাবে সংক্ষরণ করেছি, তিনি বলেন: আমি তাঁকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাতেন তখন তাঁর হাতের কব্জি কাঁধ বরাবর (এবং আঙ্গুল কান বরাবর) রাখতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন উভয় হাত দ্বারা হাটুদ্বয়কে মজবুতভাবে ধরতেন, অনন্তর তিনি পিঠকে বিছিয়ে দিতেন । সূত্র:বুখারী শরীফ ১/১৯৯ (৮২৮)

উল্লেখ্য যে প্রথম হাদীস দ্বারা মাথাকে অন্যান্য অঙ্গের বরাবর রাখা ও দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা পিঠ সম্পূর্ণ বিছিয়ে রাখার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি ইবনে মাজার এক হাদীসে এসেছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠকে এমনভাবে বিছিয়ে দিতেন যে, উহার উপর পানি প্রবাহিত করে দিলে তা স্হির হয়ে যেত। দ্রষ্টব্য: ইবনে মাজাহ হাদীস নং (৮৭২)

রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পড়া

عن حذيفة بن اليمانؓ انہ سمع رسول الله -ﷺ- يقول إذا ركع سبحان ربی العظيم ثلاث مرات وإذاسجد قال سبحان ربی الأ علی ثلاث مرات ۰

رواه ابن ماجہ فی'' سننہ '' ۱/۴۸۰(۸۸۸) كتاب اقامة الصلاة والسنة فيہا باب التسبيح فی الركوع والسجود.

অর্থ: হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়তেন। এরপর যখন সিজদা করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়তেন।

সূত্র: ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৮৮৮) সুনানে দারাকুতনী ১/৩৪০ (১২৭৮) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৩৩ (৬৬৮) তাহাভী শরীফ ১/২৩৫ (অবশিষ্ট-১৬)

রুকু হতে উঠার সময় ইমামের সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ তারপর মুক্তাদীর রাব্বানা লাকাল হামদ এবং একাকী নামায আদায় কারীর উভয়টি বলা

(١) عن أنس بن مالكؓ أنہ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنما جعل الامام ليؤتم بہ' وإذا قال: سمع الله لمن حمده' فقولوا ربنا لک الحمد" ۰

رواه البخاری فی'' صحیحہ "١/١٧٩) ٧٣٤) کتاب الأذان ' باب إیجاب التکیر وافتتاح الصلاة.

(٢) عن أبی بکربن عبدالرحمن بن الحارث أنہ سمع أباہریرةؓ یقول: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلٰی الصلاة 'یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم یقول سمع الله لمن حمده حین یرفع صلبہ من الرکعۃ ثم یقول وہو قائم: ربنالک الحمد.

رواه البخاری فی "صحیحہ" ١/١٩٠(٧٨٩) کتاب الأذان 'باب التکبیر إذا قام من السجود.

অর্থ: (১) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম এই জন্য বানানো হয়েছে যেন তার ইক্তিদা করা হয়, ইমাম যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে তখন তোমরা “রাব্বানা লাকাল হামদ” বলবে। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৭৯ (৭৩৪)

অর্থ: (২) হযরত আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন, এরপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন, এরপর রুকু থেকে উঠার সময় তিনি “সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলতেন। এরপর পূর্ণ সোজাভাবে দাঁড়িয়ে “রাব্বনা লাকাল হামদ” বলতেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৯০ (৭৮৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৩৯২) বাইহাকী ২/১২৭ (২৭৬৮)

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় হাদীসে যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা নামায পড়তেন তখনকার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া

عن أبی سلمۃ بن عبد الرحمن أن أباہریرۃؓ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرہا فی رمضان وغیرہ فیکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم یقول أللہ أکبر حین یہوی ساجدَاْ۰

رواہ البخاری فی ‘‘صحیحہ ’’ ۱/۱۹۳ (۸۰۳) کتاب الاذان‘ باب یہوی بالتکبیر حین یسجد .ومسلم فی ‘‘صحیحۃ’’ برقم)۳۹۲ (کتاب الصلاۃ’ باب اثبات التکبیر فی کل رفع وخفض فی الصلاۃ...

অর্থ: হযরত আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) প্রত্যেক নামাযে তাকবীর বলতেন, চাই তা ফরজ নামায হোক বা অন্য নামায হোক। রামাযান মাস হোক বা অন্য মাস হোক। নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলতেন, এরপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর রুকু থেকে সিজদায় যাওয়া অবস্হায় আল্লাহু আকবার বলতেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৯৩ (৮০৩) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৩৯২) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৩৬) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১০২৩) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫৪)

Formatted: Right

Formatted: Centered

সিজদায় যাওযার সময় প্রথমে উভয় হাটু মাটিতে রাখা

عن وا ئل بن حجرؓ قال : رأیت النبی -صلی اللہ علیہ وسلم - إذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ وإذا نہض رفع یدیہ قبل رکبتیہ۰

رواہ الإ مام أبوداود:فی ‘‘سننہ ’’ برقم (۸۳۸)کتاب الصلاۃ‘باب کیف یضع رکبتیہ قبل یدیہ.

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন উভয় হাত মাটিতে রাখার পূর্বে উভয় হাটু মাটিতে রাখতেন, আর যখন সিজদা হতে উঠতেন তখন উভয় হাটু উঠানোর পূর্বে উভয় হাত জমীন থেকে উঠাতেন।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৩৮) তিরমিজী শরীফ হাদীস নং (২৬৮) নাসাঈ শরীফ ২/৫৫৩ (১০৮৮) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৮৮২) দারেমী হাদীস নং (১২৯৪) মুস্তাদরাক হাদীস নং (৮২২) (অবশিষ্ট-১৭)

সিজদায় কান বরাবর উভয় হাত রাখা

عن وا ئل بن حجرؓ قال : قلت لأ نظرن إلٰى رسول الله - صلى الله عليه وسلم كيف يصلى؟ قال : ثم سجد فوضع يد يہ حذاء أذنيہ .

رواه الإمام أحمد فى ''مسنده'' ۴/۳۱۷(۱۸۸۵۸) وأبوداوٗد فى ''سننہ'' برقم (۷۲۶) كتاب الصلاة ؛باب رفع اليدين فى الصلاة .

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করলাম যে, আমি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায দেখব তিনি কিভাবে নামায পড়েন? এরপর তিনি পূর্ণ নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে সিজদা সম্পর্কে বললেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করলেন তখন কান বরাবর উভয় হাত রখেলেন।

সূত্র: মুসানাদে আহমাদ ৪/৩১৭ আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৬) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১২৬৫) ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান হাদীস নং (১৮৬) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৩ (৬৪১) তহাভী শরীফ ১/২৫৭ সুনানে দারাকুতনী হাদীস নং (১১২১) (অবশিষ্ট-১৮)

সিজদায় হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলামূখী করে রাখা

عن محمد بن عمرو بن عطا ء أنہ كان جالسا مع نفر من أصحاب النبى الله -صلى الله عليه وسلم- فذكروا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ۰۰۰ فقال : فاذا سجد وضع يديہ غير مفترش ولا قابضہما واستقبل أطراف أصابعہ القبلۃ...الخ۰

رواه ا بن خزيمۃ فى ''صحيحہ'' ۱/۳۲۴ (۶۴۳) كتاب الصلاة ' باب استقبال أصابع اليدين من القبلۃ فى السجود.

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকজন সাহাবার (রাযিঃ) সাথে বসা ছিলেন। তাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। একজন সাহাবী (রাযিঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন উভয় হাত এমনভাবে রাখতেন যে তা বিছিয়েও দিতেন না। আবার সংকুচিতও করে রাখতেন না এবং উভয় হাতের আংঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করে রাখতেন

সূত্র: সহীহে ইবনে খুযাইমাহ ১/৩২৪ (৬৪৩) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৩২) হাদীসটির সনদের একজন রাবী ঈসা ইবনে ইবরাহীম ব্যতীত বাকী সকলেই বুখারী শরীফের রাবী এবং নির্ভরযোগ্য। আর ঈসা ইবনে ইবরাহীমও **ثقه** (নির্ভরযোগ্য)।

দ্রষ্টব্য: তাকরীবুত্তাহযীব পৃষ্ঠা-২৩২

সিজদায় হাতের আংঙ্গুলসমূহ সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা

عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبى - صلى الله عليه وسلم- كان إذاركع فرج أصابعه ،وإذاسجد ضم أصابعه.

أخرجه ابن حبان فى''صحيحه'' انظر ''الاحسان'' ٣/١٥١(١٩١٦)

অর্থ: হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুযর (রহঃ) তার পিতা ওয়ায়েল (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখতেন এবং যখন সিজদা করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখতেন।

সূত্র: সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১৫১ (১৯১৬) মুস্তাদরাক ১/৩৫০ (৮২৬) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৪ (৬৪২) (অবশিষ্ট-১৯)

দুই হাতের মাঝখানে খালী জায়গায় মুখমন্ডল রেখে সিজদা করা এবং নাকের দৃষ্টি অগ্রভাগের দিকে রাখা

)١ (عن علقمة بن وا ئل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبى -صلى الله عليه وسلم- ’’رفع يديه حين دخل فى الصلاة كبر ...فلما سجد سجد بين كفيه.‘‘

رواه الامام مسلم فى‘‘صحيحه’’ برقم)٤٠١.(كتاب الصلاة’باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام...

)٢ (عن عا ئشةؓ ...دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكعبة ماخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها٠

رواه الحاكم فى ‘‘المستدرك ’’١/٤٧٩ (١٧٦١ (وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

অর্থ: (১) হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রহঃ) ও তাদেরই একজন দাস তাঁর পিতা ওয়ায়েল (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে তিনি নামায শুরু করার সময় উভয় হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন। এরপর যখন সিজদা করতেন তখন উভয় হাতের মাঝখানে চেহারা রেখে সিজদা করতেন।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং(৪০১) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং(৭২৩) মুসনাদে আহমদ ৪/৩১ (১৮৮৬৬) মুসনাদে আবূ আওয়ানা ১/৫০৩ (১৮৭৯) সহীহে ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান হাদীস নং (১৮৬২) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৩(৬৪১)

অর্থ:(২) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বা শরীফ প্রবেশ করেন তখন তিনি কা'বা শরীফ থেকে রের হওয়া পর্যন্ত দৃষ্টিকে সিজদার জায়গা থেকে হটাননি। (বি: দ্র: সিজদায় নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখলে সিজদার স্থানে নজর রাখা হয়।)

সূত্র: মুসতাদরাকে হাকিম ১/৪৭৯ (১৭৬১) (অবশিষ্ট-২০)

সিজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা

عن محمد بن عطاء عن أبى حميد السا عدىؓ قال : سمعته وهو فى عشرة من أصحاب النبى -ﷺ- أحدهم أبو قتادة بن ربعى يقول : أنا أعلمكم بصلا ة رسول الله -ﷺ- إلى أن قال : ثم هوى ساجدا وقال'' : الله أكبر '' ثم جا فى وفتح عضديه عن بطنه٠

رواه الإمام أحمد فى ''مسنده '' ٥/٤٢٤ (٢٣٦٦٢ (وفى رواية لأبى دأود'' :واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيئ من فخذيه'' سنن أبى داؤد رقم الحديث (٧٣٥)كتاب الصلاةُ باب افتتاح الصلاة .

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনে আতা (রহঃ) হযরত আবূ হুমাঈদী আস্‌সাঈদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন এমতাবস্থায় যখন তিনি দশজন সাহাবীদের (রাযিঃ) মাঝে অবস্হান করছিলেন। তাদের একজন ছিলেন হযরত আবূ কাতাদাহ ইবনে রিবয়ী (রাযিঃ) "তোমাদের মধ্যে আমিই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অবগত। (এ কথা বলে) তিনি সবাইকে নামায দেখাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করলেন এরপর তিনি পেট থেকে উরু পৃথক রাখলেন এবং দুরে রাখলেন।

সূত্র: মুসনাদে আহমদ ৫/৪২৮(২৩৬৬২) বাইহাকী শরীফ ২/১১৫ (২৭১২)

আবূ দাউদের এক বর্ণনায় এরূপ আছে "এরপর যখন সিজদাহ করলেন তখন উরুদ্বয়কে পৃথক রাখলেন। এবং উরুর কোন অংশের উপর পেট রাখলেন না।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৩৫) (অবশিষ্ট-২১)

সিজদায় কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা

عن أنس بن مالكؓ عن النبى -ﷺ- قال'' : اعتدلوا فى السجود ولاينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب .''

رواه الخارى فى ''صحيحه '' ١/١٩٨(٨٢٢)كتاب الأذان ' باب لايفترش ذراعيه فى السجود.

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা ধীরস্হিরতার সাথে সিজদা কর এবং তোমাদের কেউ সিজদার মধ্যে কনুইকে কুকুরের মত জমীনে বিছিয়ে রাখবে না"।

সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৮২২) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৯৩) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং(৪৩৯) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১১৮৩) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৭৬) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৮৯২) মুসনাদে আহমাদ ৩/১১৫ (১২১৪৯) সুনানে দারেমী হাদীস নং (১২৯৬)

সিজদায় কমপক্ষে তিন বার সিজদার তাসবীহ পড়া

عن حذيفة بن اليمانؓ أنہ سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : اذا ركع ''سبحان ربّى العظيم'' ثلاث مرات'
واذاسجد قال : ''سبحان ربى الأعلى''ثلاث مرات.
رواه ابن ماجہ فى '' سننہ '' ١/٤٨٠ (٨٨٨) كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها. باب التسبيح فى الركوع والسجود.

অর্থ: হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম পড়তেন। আর যখন সিজদা করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়তেন।
সূত্র: ইবনে মাজাহ হাদীস নং (৮৮৮) সুনানে দারাকুতনী ১/৩৪০ (১২৭৮) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৩৩ (৬৬৮) তহাভী শরীফ ১/২৩৫ (অবশিষ্ট-২২)

তাকবীর বলা অবস্হায় সিজদা থেকে উঠা

عن سعيد بن الحارث قال : صلى لنا أبوسعيد ، فجہر بالتكبير حين رفع رأسہ من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال : ہكذا رأيت النبى -صلى الله عليه وسلم.

رواه البخارى فى ''صحيحہ'' ١/١٩٨(٨٢٥)كتاب الأذان' باب يكبر وہو ينہض من السجدتين.

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনুল হারেছ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) একদা আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। এ ধারাবাহিকতায় যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন তিনি আওয়াজ করে তাকবীর দিলেন এবং যখন সিজদা করলেন এবং যখন দুই রাকা'আত পরে বৈঠক শেষে উঠে দাঁড়ালেন (তখন ও তিনি আওয়াজ করে তাকবীর দিলেন) অতঃপর তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি।
সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৯৮(৮২৫) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/২৯১ (৫৮০) মুসনাদে আহমদ ৩/১৮ (১১১৪০) মুস্তাদরাক ১/২২৩ (৮১৩) বাইহাকী ২/১৮ (২২৭৬)

সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে উভয় হাত তারপর হাটু উঠানো

عن وا ئل بن حجرؓ قال : رايت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -''إذا سجد يضع ركبتيہ قبل يديہ وإذا نہض رفع يديہ قبل ركبتيہ ''٠

رواه التر مذى فى ''جامعہ'' برقم (٢۶٨) وقال: ''ہذا حديث حسن غيريب " كتاب الصلاة ٬باب ماجا ء فى وضع الركبتين قبل اليدين.

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যখন তিনি সিজদা করার ইচ্ছা করতেন, তখন মাটিতে উভয় হাত রাখার আগে হাটু রাখতেন এরপর যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন উভয় হাটু উঠানোর পূর্বে উভয় হাত মাটি থেকে উঠাতেন।

সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৬৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা, ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা, উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ সাধ্যমত কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা

)١ (عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهما ـ قال : من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة ،والجلوس على اليسرى .

رواه النسا ئى فى ''سننه '' ٢/١٦٧)١١٥٨(كتاب التطبيق' باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد .

)٢ (عن عا ئشة قالت : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح الصلاة بالتكبير ... إلى أن قال'' : وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ...الخ.''

رواه الامام مسلم فى ''صحيحه ''برقم)٤٩٨ (كتاب الصلاة ' باب مايجمع صفة الصلاة ومايفتتح به...الخ٠

অর্থ: (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) নিজ পিতা উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, "নামাযে সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রাখা এবং উহার আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে করে দেওয়া, আর বাম পায়ের উপর বসা।

সূত্র: নাসাঈ শরীফ ২/৫৮৬ (১১৫৬) হাদীসটির সনদ সহীহ।

দ্রষ্টব্য: আসারুস সুনান পৃষ্ঠা-১৫৪ (অবশিষ্ট-২৩)

অর্থ: (২) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে তাকবীরের মাধ্যমে শুরু করতেন।....(এবং যখন বসতেন তখন) বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং(৪৯৮)

বৈঠকে উভয় হাত, রানের উপর হাটু বরাবর করে রাখা

عن ا بن عمرؓ أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان إذا قعد فى التشہد وضع يده اليسرى على ركبتہ اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبتہ اليمنى...الخ۰

رواه الإمام مسلم فى ''صحيحہ ''برقم)٥٧٩ (كتاب المسا جد ومواضع الصلاة ' باب صفۃ الجلوس فى الصلاة وكيفيۃ وضع اليدين على الفخذين .

অর্থ: হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহহুদে বসতেন তখন বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন, আর ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন । সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং(৫৭৯)

বসা অবস্থায় দৃষ্টি উভয় হাটুর দিকে রাখা

عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيہؓ قال : كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا جلس فى التشہد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه ا ليسرى وأشار بالسبابۃ ولم يجاوز بصره إشارتہ .

رواه أبوداؤد فى ''سننہ'' برقم (٩٩٠) كتاب الصلاة' باب الإشارة فى التشہد

অর্থ: হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহহুদে বসতেন তখন ডান হাতকে ডান রানের উপর রাখতেন এবং বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখতেন। আর দৃষ্টিকে ইশারার স্হান অর্থাৎ হাটু থেকে হটাতেন না।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৯০) নাসাঈ শরীফ ৩/২৮ (১২৭৫) মুসনাদে আহমাদ ৪/৩ (১৬১০৬) মুসনাদে আবূ আউয়ানা ১/৫৩৯ (২০১৮) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৫৫ (৭১৮) সহীহে ইবনে হিব্বান হাদীস নং (১৯৪৪) হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনা কারী **ثقا ت** (নির্ভরযোগ্য) বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণানাকারী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

বৈঠকে আশহাদু বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্বাঙ্গুলের মাথা এক সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রাখা এবং লা-ইলাহা বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে ইশারা করা

عن وا ئل بن حجرؓ قال : لأ نظرن إلى صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -...''ثم جلس فافترش رجله اليسرى ' ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتيه وحلق حلقة 'ورأيته يقول : ہكذا وحلق بشر الإبہام والوسطى' وأشار بالسبابة.

رواه أبوداؤد فى ''سننه'' برقم (٧٢٦) كتاب الصلاة ' باب رفع اليدين فى الصلاة.

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করলাম যে, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায দেখব (তিনি পূর্ণ নামাযের বর্ণনা দিয়ে তাঁর বসা সম্পর্কে বললেন) এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসলেন আর বাম হাত বাম রানের উপর রাখলেন। আর ডান হাতের কনুইকে ডান রানের উপর উঁচু করে রাখলেন এবং (কনিষ্ঠা ও অনামিকা) এই দুই আঙ্গুলকে মুড়িয়ে রাখলেন। এবং (মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে) গোলাকার বৃত্ত বানালেন (এ পর্যন্ত এসে বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন) আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে তিনি এরূপ করেছেন। (কিরূপ করেছেন সেটা সাহাবী (রাযিঃ) কাজের মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদেরকে দেখিয়েছেন। আর সেই আকৃতিটাকে ইমাম আবূ দাউদের উস্তাদ মুসাদ্দাদ তাঁর উস্তাদ বিশির থেকে এভাবে ব্যক্ত করেন যে) তাঁর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানান এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৬) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৯১২) হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী ثقات সুতরাং এর সনদ সহীহ।

তাশাহহুদে ইল্লাল্লাহ বলার সময় আঙ্গুলের মাথা সামান্য ঝুঁকানো

عن مالک بن نمیر الخز اعی عن أبیہ قال رأیت رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- وہو قاعد فی الصلاۃ قد وضع ذراعہ الیمنی علی فخذہ الیمنی رافعاًبإصبعہ السبابۃ قد أحناہا شیئا وہو یدعو ۰
رواہ و احمد فی ‘‘ مسندہ ’’ ۳/۴۷۱(۱۵۸۷۲)والنسائی فی ‘‘سننہ’’ ۳/۲۸(۱۲۷۴) کتاب السہو’ باب إحناء السبابۃ فی الإشارة.

অর্থ: হযরত মালেক ইবনে নুমাইর আলখুযায়ী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে বসা অবস্হায় দেখেছি যে ডান হাতকে ডান রানের উপর রাখলেন এমতাবস্হায় যে, ইশারা করার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে রাখলেন, আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় সামান্য নীচে ঝুঁকিয়ে দিলেন।
সূত্র: নাসাঈ শরীফ ৩/২৮ হাদীস নং ১২৭৪ আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৯১) সহীহে ইবনে হিব্বান হাদীস নং (১৯৪৬) মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৭১ (১৫৮৭২) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৫৫ (৭১৬) বাইহাকী শরীফ ২/১৮৯ (২১৮৫) (অবশিষ্ট-২৪)

আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরুদ শরীফ পড়া

عن عبد الرحمن بن أبی لیلی قال لقینی کعب بن عجرۃ ؓ فقال : ألا أہدی لک ہدیۃ سمعتہا من النبی -صلى الله عليه وسلم- فقلت بلی ’ فأہدیہا لی فقال : سالنا رسول اللہ-صلى الله عليه وسلم- فقلنا : یا رسول اللہ! کیف الصلاۃ علیکم أہل البیت؟ فان اللہ قد علمنا کیف یسلم علیک ؟ قال: قولوا : اللہم صلی علی محمد وعلی أل محمد کما صلیت علی إبراہیم وعلی أل إبراہیم إنک حمید مجید ’ اللہم بارک علی محمد وعلی أل محمد کما بارکت علی إبراہیم وعلی أل إبراہیم إنک حمید مجید. ‘‘
رواہ البخاری فی‘‘صحیحہ ’’برقم)۳۳۷۰ (کتاب أحادیث الانبیاء. رقم الباب(۱۰ .)

অর্থ: হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত কা'আব ইবনে উজরাহ (রাযিঃ) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিয়া দিব যা আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলেন: আমি বললাম অবশ্যই দিন, হযরত কা'আব ইবনে উজরাহ (রাযিঃ) বলেন: আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম হে-আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর কিভাবে দরুদ পাঠাব? কেননা আল্লাহ তা'আলাতো আপনার উপর কিভাবে সালাম পাঠাতে হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন। এই প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরুদে ইবরাহীমী পড়তে নির্দেশ দিলেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৩৩৭০) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৯০৮) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৭৬) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৪৮৩) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং(১২৮৮) ইবনে মাজা শরীফ হাদীস নং (৯০৪)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরুদ শরীফ পড়া সুন্নাত হওয়া এভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন মুহাদ্দিস হাদীসটিকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরুদ শরীফ পড়ার অধ্যায়ে এনেছেন । যেমন ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হাদীসটিকে এনেছেন باب الصلاة على النبى -ﷺ- بعد التشهد এর অধীনে।

দুরুদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছুবা পড়া

عن أبى بكر الصديق ؓ أنہ قال لرسول الله- ﷺ-'' علمنى دعا ء أدعو بہ فى صلاتى قال: قل: اللہم انى ظلمت نفسى ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انک أنت الغفور الرحيم ''.

رواه البخارى فى ''صحيحہ'' برقم)٨٣۴(كتاب الاذان' باب الدعاء قبل السلام .ومسلم فى ''صحيحہ '' برقم (٦٨٦٩)كتاب الذكروالدعاء 'باب الدعوات والتعوذ.

অর্থ: হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করলাম যে, আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা

আমি নামাযে পড়ব। তিনি বলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু‘আয়ে মাছুরা পড়ার নির্দেশ দিলেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৮৩৪) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৬৮৬৯) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৩৫৩১) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৬৩০৩) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৩৮৩৫)

উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত দু‘আয়ে মাছুরা পড়ার স্থান যদিও নিদিষ্ট করা হয়নি কিন্তু একথা স্বীকৃত যে নামাযে কোন লম্বা দু‘আ পড়তে হলে তা দুরুদ শরীফের পরে পড়তে হবে। আর এ জন্যই উলামাগণ বিভিন্ন প্রকার দু‘আ যা নামাযের মধ্যে পড়া প্রমাণিত তা দুরুদের অধ্যায়ের পরে উল্লেখ করেছেন।

উভয় দিকে সালাম ফিরানো

عن عبد اللهؓ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنہ كان يسلم عن يمينہ وعن يساره ألسلام عليكم ورحمۃ الله ’ السلام عليكم ورحمۃ الله.‘‘

رواه الترمذى فى‘‘جامعہ ’’برقم (٢٩٥) أبواب الصلاۃ ’ باب ما جاء فى التسليم فى الصلاۃ . قال أبوعيسى : ہذا حديث حسن صحيح والعمل عليہ عند أكثر أہل العلم من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدہم.

.

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণানা করেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে আস্‌সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন, এরপর বাম দিকে আস্‌সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সোাম ফিরাতেন। (সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও তাঁদের পরবর্তী অধিকাংশ আহলে ইলমের আমল এই হাদীসের বিষয় বস্তুর উপরই ছিল।)

সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৯৫)ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন হাদীসটি “হাসান সহীহ”।

ডান দিকে সালাম ফিরানো

عن عامر بن سعد عن أبيه ؓ قال كنت أرى رسول الله ۔ ﷺ ۔ يسلم عن يمينه و عن يساره.

رواه مسلم فى''صحيحه '' برقم (٥٨٢) كتاب المساجد و مواضع الصلاة ،باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

অর্থ: হযরত আমের ইবনে সা'আদ (রাযিঃ) স্বীয় পিতা হযরত সা'আদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (প্রথমে) ডান দিকে সালাম ফিরাতে (এরপর) বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখে ছিলাম।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদিস নং(৫৮২)

ইমাম সাহেবের উভয় সালামে মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নামাযী জিনদের প্রতি সালাম করার নিয়্যত কর

عن جابر بن سمرةؓ مرفوعا قال '' : انما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه و شماله.''

رواه مسلم فى ''صحيحه '' برقم (٤٣١) كتاب الصلاة ،باب الأمر با لسكون فى الصلاة و النهى عن الاشارة و رفعها عند السلام

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের জন্য এটা যথেষ্ট যে (নামাযে বসা অবস্হায়) নিজ হাত কে নিজ রানের উপর রাখবে, এরপর নিজের ডান দিকের এবং বাম দিকের ভাইকে সালাম দেয়ার নিয়্যতে সালাম দিবে।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪০১) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (১০০১)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের ব্যাপকতার মধ্যে ইমাম কর্তৃক সালাম করার সময় নিয়্যত করা এবং সেই নিয়্যতে তার ডানে বামের ফেরেশতা জিন ও ইনসান সবাই দাখেল আছে।

মুক্তাদীগণের উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জিনদের প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা

(١) عن جابر بن سمرة ؓ قال:.. قال رسول الله - ﷺ ...:إنما يكفى أحدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه و شماله.
رواه مسلم فى ''صحيحه ''برقم (٤٣١) كتاب الصلاة ' باب الامر بالسكون فى الصلاة(.

(٢)عن حماد ؒ قال : ''اذا كان الامام عن يمينک فسلمت عن يمينک و نويت الامام فى ذلک ' و اذا كان عن يسارک و نويت الامام فى ذلک ايضا و اذا كان بين يديک فسلمت عليه فى نفسک 'ثم سلمت عن يمينک و شمالک.''

رواه عبد الرزاق فى ''مصنفه ''٢/٢٢٤) ٣١٥٢ (باب الرد على الامام .

(٣) عن سمرة بن جندب ؓ قال : أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نسلم على أئمتنا و أن يسلم بعضنا على بعض .

رواه الأ مام ابن ماجة فى ''سننه ''برقم (٩٢٢) كتاب اقا مة الصلاة' باب رد السلام على الامام.

অর্থ: (১) হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:.... প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে স্বীয় হাত রানের উপরে রাখবে। অতঃপর স্বীয় মুসল্লী ভাইদেরকে সালাম করবে। (অর্থাৎ সালাম করার নিয়্যত করবে।)

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৩১)

অর্থ: (২) হযরত হাম্মাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ইমাম আপনার ডান দিকে থাকেন তখন ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করবেন। আর যখন ইমাম আপনার বাম দিকে থাকেন, তখন বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় ইমামকে সালাম

করার নিয়্যত করবেন। আর যখন ইমাম আপনার বরাবর থাকবেন, তখন (উভয় সালামে) মনে মনে তাঁকে সালাম করার নিয়্যত করবেন এবং ডানে-বামে সালাম ফিরাবেন।

সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/২২৪ (৩১৫২) (অবশিষ্ট-২৫)

অর্থ: (৩) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরেকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা আমাদের ইমামদের সালাম(করার নিয়্যত) করি এবং আমাদের একে অপরকে সালাম (করার নিয়্যত) করি।

সূত্র: ইবনে মাজাহ ১/৪৯৭ (৯২২) আবূ দাউদ হাদীস নং (১০০১) (অবশিষ্ট-২৬)

একাকী নামায আদায়কারীর শুধু ফেরেশ্তাগণের প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা

عن إبن جريج ؒقال : قلت لعطاء : ليس عن يمينى أحد و عن يسارى أناس قال : فابدأ ' فسلم من على يمينک من أجل الملا ئکۃ ثم سلّم على الذى يسارک.

رواه عبد الرزاق فى ''مصنفه'' ٢/٢٢١(٣١۴٠ (باب التسليم

অর্থ: হযরত ইবনে জুরাইজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত আতা (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম মুসল্লীর ডানে কেউ নেই অথচ বামে অনেক লোক রয়েছে এমতাবস্থায় সে ডানে সালাম ফিরানোর সময় কার নিয়্যত করবে? উত্তরে হযরত আতা (রহঃ) বললেন: তুমি ডান দিক থেকে সালাম দেওয়া শুরু কর। আর ডান দিকের সালামে ডান দিকের ফেরেশ্তাদেরকে সালাম করার নিয়্যত করবে। আর বাম দিকের সালামে বাম দিকের মুসল্লীদেরকে সালাম করার নিয়ত করবে।

সূত্র: মুসান্নফে আব্দুর রাযযাক ২/২২১ (৩১৪০) হাদীসটির সকল বর্ণানাকারী সিকাহ, সুতরাং এটা সহীহ। উক্ত হাদীসটি যদিও মাকতূ কিন্তু এ বিষয় যেহেতু কিয়াস করে বলা যায় না তাই উসূলে হাদীস অনুযায়ী নিশ্চয় তিনি কোন সাহাবী (রাযিঃ) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আর ঐ সাহাবী (রযিঃ) নবী (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুক্তাদীগণের ইমামের সাথে সালাম ফিরানো

عن عتبان بن مالكؓ يقول'' : كنت أصلى لقومى بنى سالم فاتيت النبى - ﷺ - فقام رسول الله - ﷺ - فصففنا خلفہ ثم سلم و سلمنا حين سلم.

رواه البخارى فى ''صحيحہ'' ١/٢٠٢)٨٤٠ (كتاب الأذان ' باب من لم يرد السلام على الإمام و اكتفى بتسليم الصلاة

অর্থ: হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন আমি একদা বনী সালেমের নিকট এসে নামায আদায় করলাম এরপর আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামায শেষে) সালাম ফিরালেন। আমরাও প্রিয় নবী সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালামের সাথে সালাম ফিরালাম।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২০২ (৮৪০)

ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবূকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ানো

عن نافعؒ قال'' : كان إبن عمرؓ إذا سبق بشئ من الصلاة ' فإذا سلم الإمام قام يقضى مافاتہ ... الخ

رواه عبد الرزاق فى ''مصنفہ'' ٢/٢٢٥ (٣١٥٦ (باب متى يقوم الرجل يقضى ما فاتہ إذا سلم الإمام

হযরত নাফে (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) এর যখন নামাযের কোন রাকা'আত ছুটে যেত তখন তিনি ইমামের (উভয় দিকে) সালাম ফিরানো শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামায আদায়ের জন্য দাড়াতেন।

সূত্র: মূসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/২২৫ (৩১৫৬) (অবশিষ্ট-২৭)

দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা আস্তে বলা

عن إبراهيم ؒ أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم و رحمة الله يرفع صوتها و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله أخفض من الأول . رواه ابن أبى شيبة فى ''مصنفه'' ٢/٢٦٧ (٣٠٥٧)

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকের আস্‌সালামু 'আলাইকুম উচ্চ শব্দে বলতেন, আর বাম দিকের আস্‌সালামু 'আলাইকুম প্রথম সালামের চেয়ে আস্তে বলতেন।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২৬৭ (৩০৫৭) (অবশিষ্ট-২৮)

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে পার্থক্য আছে

নামাযের শুরুতে মহিলাগণ সিনা ও কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে

عن وائل بن حجرؓ قال : جئت النبى - ﷺ - فقال : هذا وائل بن حجر جائكم لم يجئكم رغبة و لا رهبة جائكم حبا لله و رسوله ... الخ فقال لى رسول الله - ﷺ - يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك . والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها . رواه الإمام الطبرانى فى'' الكبير'' ٢٢/٢٠ (٢٨)

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলাম। এরপর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললাম এই

হল ওয়ায়েল ইবনে হুজর। আপনার দরবারে এসেছে, ভয়ে বা আশায় আসেনি বরং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ভালবাসায় এসেছে। তিনি বলেন (এক প্রসঙ্গে) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ হে ওয়ায়েল ইবনে হুজর! তুমি যখন নামায পড়বে তখন তোমার হাতদ্বয় কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলা তার হাতকে সীনা বরাবর উঠাবে।

সূত্র: তাবারানী কাবীর ২২/২০ (২৮) (অবশিষ্ট-২৯)

নামাযে মহিলাদের হাত উড়নার মধ্যে থাকবে

) ٢ (عن بن مسعودؓ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ألمرأة عورة ... الخ. رواه الامام الترمذى فى211جامعہ ‘‘برقم

)١١٧٣ (كتاب الرضاع . رقم الباب)١٨ (و قال : ہذا حديث حسن غريب

অর্থ: হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমানঃ মহিলা হলে ছতর। (অর্থাৎ, আবৃত থাকার বস্তু)

সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (১১৭৩) সহীহ ইবনে খুযাইমা ৩/৯৩ (১৬৮৬) সহীহ ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান হাদীস নং (৫৫৯৮) তাবরানী কাবীর ৯/২০৮ (৮৯১৪) হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্য: নসবুর রায়াহ ২৯৮

স্মর্তব্য যে, বর্ণিত হাদীসে যেহেতু মহিলাকে আবৃত থাকার বস্থু বলা হয়েছে কাজেই, তারা নামাযের মধ্যে পুরুষের ন্যায় হাতকে আঁচলের ভিতর থেকে বের করবেনা। তাছাড়া এ বক্তব্য হযরত আ‘তা (রহঃ) এর এক কওল দ্বারাও সমর্থিত হয় । তিনি বলেন: تجمع المرأة يديہا فى قيامہا ما استطاعت

অর্থাৎ: মহিলাগণ দাঁড়ানো অবস্থায় হাতদ্বয়কে সম্ভাব্য জমিয়ে রাখবে।

সূত্র: মুসন্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭ (৫০৬৭) হাদীসটির সনদ সার্বিক বিচারে সহীহ।

মহিলাদের রুকু ও সিজদার নিয়ম

(٣)عن يزيد بن أبى حبيبؓ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ على إمرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضمّا بعض اللحم الى الأرض ،فإن المرأة ليست فى ذلک كالرجل.
رواه ألإمام أبوداود فى‘‘ مراسيله ’’ برقم (٨٧)

অর্থ: হযরত য়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নামাযরত দুজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা যখন সিজদা করবে তখন দেহের কিছু অংশকে জমীনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা মেয়েরা এক্ষেত্রে পুরুষের মত নয়।

সূত্র: মারাসীলে আবূ দাউদ হাদীস নং (৮৭) (অবশিষ্ট-৩০)

মোট কথা মহিলারা সকল রুকন যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে আদায় করবে। হযরত আতা (রহঃ) এর অপর একটি উক্তি থেকেও এ কথাই সমর্থিত হয়। তিনি বলেন:

تجمع المرأة اذا ركعت .ترفع يديها إلى بطنها ،و تجتمع ما استطا عت فإذا سجدت فلتضم يديها اليها وتنضم بطنها و صدرها إلى فخذيها و تجتمع ما استطاعت
رواه عبد الرزاق فى‘‘ مصنفه ’’ ٣/١٣٧ .

অর্থাৎ, মহিলা যখন রুকু করবে তখন জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। হাতদ্বয়কে পেটের সাথে মিলিয়ে নিবে এবং যথা সম্ভব সংকুচিত হয়ে থাকবে আর যখন সিজদা করবে তখন হাতদ্বয়কে দেহের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পেট ও সীনাকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখেবে। এবং সম্ভাব্য সংকুচিত হয়ে থাকবে।

সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭ (৫০৬৯) হাদীসটির সনদ সহীহ।

অনুরূপভাবে এ প্রসংগে প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও হযরত কাতাদার (রহঃ) ক্বওল লক্ষ্যনীয় তারা বলেন:

إذا سجدت المرأة فإنها تضم ما استطاعت ولا تتجافى لكئ لا ترفع عجيزتها.

অর্থাৎ, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন যথা সম্ভব সংকুচিত হয়ে থাকবে এবং ছড়িয়ে থাকবে না যাতে করে তার কোমর উচুঁ না হয়ে যায়।

সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক ৩/১৩৭ (৫০৬৮) হাদীসটির সনদ সহীহ। অনুরূপ ক্বওল হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। তা নিম্নরূপঃ

নামাযে মহিলাদের বসার নিয়ম

(۴)عن إبراہيم قال : و تجلس المرأة من جانب فى الصلاة

رواه الامام ابن أبى شيبۃ فى ''مصنفہ'' ١/٢٤٣)٢٧٩٢) قلت : ہذا إسناد صحيح .

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলা নামাযের মধ্যে তার এক পার্শ্বে বসবে।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১/২৪৩ (২৭৯২) সনদটি সহীহ।

হযরত কাতাদা (রহঃ) থেকে অপর এক রিওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে রয়েছে যে, মহিলা দুই সিজদার মাঝখানে বাম পার্শ্বের উপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে।

সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক ৩/১৩৯ (৫০৭৫) সনদটি সহীহ।

আলোচ্য হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রতীয়মাণ হল যে, পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে কোন কোন জায়গায় পার্থক্য রয়েছে। কাজেই যারা একথা বলেন যে, উভয়ের নামায একই, কোন পার্থক্য নেই, তাদের কথা ঠিক নয়। এখানে আমরা শুধু কয়েকটি পার্থক্যের প্রমাণ উল্লেখ করেছি। এছাড়াও আরো পার্থক্য রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের রচিত "নবীজীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত" নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

একই মসজিদে দ্বিতীয়বার জামা'আত করা যাবেনা

عن أبى بكرة ؓأن رسول الله - ﷺ - أقبل من نواحى المدينۃ يريد الصلاة ،فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزلہ فجمع أہلہ فصلى بہم.

رواه الطبرانى فى'' الأوسط'' برقم (۴۶۰۱) كذا فى'' مجمع الزوائد '' ۲/۱۳۵.

অর্থ: হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত একদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কোন এক প্রান্ত থেকে নামাযের উদ্দেশ্যে আসলেন। এসে দেখলেন, লোকেরা নামায আদায় করে ফেলেছেন। তাই বাসায় গিয়ে নিজের পরিবারের লোকদেরকে জমা করে তাদেরকে নিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করলেন।

সূত্র: তাবারানী আউসাত হাদীস নং (৪৬০১) মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৩৫ আল্লামা হাইসামী (রহঃ) বলেন: رجاله ثقات অর্থাৎ, সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।

শুধু মহিলাদের জামা 'আত করা মাকরূহ

عن عائشةؓ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال : ''لا خير فى جماعة النساء إلا فى مسجد أو فى جنازة قتيل''

رواه الإمام احمد فى ''مسنده'' ٦/٦٦.

অর্থ: হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলাদের জামা'আতের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে মসজিদে বা শহীদের জানাযার নামাযে হলে সে কথা ভিন্ন।

সূত্র: মুসনাদে আহমাদ ৬/৬৬ তাবারানী আউসাত ৯/২৪৬ (৯৩৫৯) (অবশিষ্ট-৩১)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের পারস্পরিক জামা'আত কে অপছন্দ করেছেন এবং অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহের অন্দর মহলে যেখানে জামা'আত করা সম্ভব নয় সেখানে মহিলাদের নামাযকে সব চেয়ে উত্তম নামায বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সূত্র: মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০১ সহীহে ইবনে খুযাইমা ৩/৯২ মুস্তাদরাকে হাকিম ১/২০৯

সুতরাং তারপরও মহিলাদের পরস্পরে জামা'আত করা হলে তা যে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

স্মর্তব্য যে, পরবর্তীকালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে মসজিদের জামা'আতে শরীক হতে নিষেধ করেছেন যার দলীল সামনে আসছে। সুতরাং হাদীসের শেষের অংশের

দ্বারা মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করার কথা বাহ্যতঃ বুঝে আসলেও এখন আর এর উপর আমল করা যাবে না।

ওয়াক্তিয়া নামায, জুমু'আ ও ঈদের জামা'আতে মহিলাদের

শরীক হওয়া নিষেধ

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشةؓ زوج النبی- ﷺ - تقول : لو ان رسول الله - ﷺ - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل قال : فقلت لعمرة أنساء بنى اسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت : نعم.

رواه الإمام مسلم فى 211صحيحہ'' برقم (۴۴۵) كتاب الصلوة ' باب خروج النساء إلى المساجد .و البخارى فى صحيحہ'' ۱/۲۰۸(۸۶۹) كتاب الأذان 'باب انتظار الناس قيام الإمام العالم

অর্থ: হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মীনী হযরত আয়িশা (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছি, "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর মহিলাদের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটা যদি তিনি দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (বর্ণনাকারী বলেন), আমি হযরত আমরাহ (রহঃ) কে বললাম: বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে কি মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি জবাব দিলেন যে, হ্যাঁ।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২০৮(৮৬৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৪৫) মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং (২৬০৪১)

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীস দ্বারা মহিলাদের জন্য ওয়াক্তিয়া ও জুমু'আর নামায আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে গমনের নিষিদ্ধতা বুঝা যাচ্ছে। আর এ নিষিদ্ধতার কারণ তথা ফিতনার আশংকা যেহেতু ঈদের নামাযে অংশ গ্রহণের মধ্যে বিদ্যমান বেশী, তাই মহিলাদেরকে ঈদের নামাযে

যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে একাধিক সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবেঈ থেকে হাদীস ও বর্ণিত আছে। সেই হাদীস গুলো নিম্নরূপঃ

١) عن نافع عن بن عمرؓ أنہ كان لا يخرج نساءً فى العيدين.

رواه ابن أبى شيبۃ فى''مصنفہ'' ٢/٤(٥٧٩٤) من كره خروج النساء إلى العيدين . قلت :رجال الإسناد كلہم ثقات .

٢) عن إبراہيم قال : يكره خروج النساء فى العيدين.

رواه إبن إبى شيبۃ فى''مصنفہ'' ٢/٣(٥٧٩٣) فى الباب السابق . قلت : رجال الإسناد كلہم ثقات.

٣) و عن ہشام بن عروة عن أبيہ "انہ كان لايدع إمرأة من أہلہ تخرج إلى فطر و لا إلى أضحى. "

رواه ابن أبى شيبۃ فى ''مصنفہ'' ٢/٤(٥٧٩٥) قلت : رجال الإسناد كلہم ثقات

অর্থ: (১) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে ঈদের নামাযে যেতে দিতেন না।

সূত্র: মুসন্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪ (৫৭৯৪) হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ সুতরাং ইহা সহীহ।

অর্থ: (২) হযরত ইবরাহীম নখঈ (রহঃ) বলেন মহিলাদের জন্য ঈদের নামাযে গমন করা মাকরূহে তাহরীমী।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪ (৫৭৯৩) হাদীসটি সহীহ।

অর্থ: (৩) হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার পরিবারের কোন মেয়েকে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা কোনটিতেই যেতে দিতেন না।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪ (৪৭৯৫) হাদীসটি সহীহ।

নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমার পর আর হাত উঠাবে না

عن علقمة ؒ قال : قال عبد الله بن مسعودؓ :ألا أصلى بكم صلاة رسول الله - ﷺ - فصلى فلم يرفع يديہ إلا فى أول مرة .
رواه الترمذى فى ''جامعہ ''برقم)٢٥٧ (و قال حديث ابن مسعودؓ حديث حسن . و بہ يقول غير واحد من أہل العلم من اصحاب النبى - ﷺ - والتابعين . و ہو قول سفيان و أہل الكوفة . كتاب الصلاة ' باب ما جاء أن النبى - ﷺ - لم يرفع إلا فى أول مرة.

অর্থ: হযরত আলকামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) আমাদেরকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায দেখাব না? অনন্তর তিনি নামায পড়লেন এবং পূর্ণ নামাযে মাত্র নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠালেন।"
সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৪৮) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫৭) অধ্যায়: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শুরু ছাড়া আর হাত উঠাতেন না। (অবশিষ্ট-৩২)

নামাযে কিরাআতের পূর্বে আস্তে বিসমিল্লাহ বলবে

عن أنس بن مالكؓ قال : صليت خلف رسول الله ﷺ وأبى بكرؓ و عمرؓ و عثمانؓ فلم أسمع أحدا منہم يجہر ببسم الله الر حمن الرحيم.
رواه النسائى فى'' سننہ" ٢/ ٩٩ (٩٠٧) كتاب الصلاة ' باب ترك الجہر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم

অর্থ: হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর (রাযিঃ), হযরত উমর(রাযিঃ), হযরত উসমান(রাযিঃ) প্রমুখের পেছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।

সূত্র: নাসাঈ শরীফ ২/৯৯ (৯০৭) ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১১১ (১৭৯৫) (অবশিষ্ট-৩৩)

ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না

(١)عن أبى موسى الأشعرىؓ مرفوعا اذا قرأ الإمام فأنصتوا.
رواه الإمام مسلم فى ''صحيحہ ''برقم (٤٠٤) كتاب الصلاة 'باب التشہد فى الصلاة '(٦٣)
(٢) و عن جابر بن عبد الله رضى الله عنہ أن رسول الله - ﷺ - قال : من كان لہ امام فقراءة الإمام لہ قراء ة .
رواه الامام محمد فى ''مؤطئ'' ص : ٦٢-٦٣ و الإمام الدارقطنى فى'' سننہ'' ١/٣٢٣-٣٢٤(١٢٢٠) و (١٢٢١) و (١٢٢٣(
(٣) و عن عطاء بن يسار ؒ أنہ أخبره أنہ سئل زيد بن ثابتؓ عن القرأة مع الامام ؟ فقال : لا قراء ة مع الامام فى شيئ ... الخ .
رواه مسلم فى ''صحيحہ ''برقم)٥٧٧ (كتاب المساجد و مواضع الصلاة ' باب سجود التلاوة .

.

অর্থ:(১) হযরত আবূ মুসা আশআরী (রাযিঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেব যখন কিরাআত পড়েন তখন তোমরা(মুক্তাদীগণ) চুপ থাক।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪০৪) ইবনে মাজাহ্‌ ১/৪৫৮ (৮৪৬) নাসাঈ শরীফ ২/১০৩ (৯২১) (৯২২) মুআত্তা মালেক পৃষ্ঠা-২৯০ মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৫ ও ২/৩২৬ তহাবী শরীফ ১/১৫৯

অর্থ: (২) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যেই ব্যক্তির ইমাম আছে অর্থাৎ, ইমামের পিছনে ইকতেদা করেছে ঐ ব্যক্তির জন্য ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত হিসেবে গণ্য হবে।

সূত্র: মুআত্তা মুহাম্মদ পৃষ্ঠা-৬৩ আলআযহার আলা কিতাবিল আছার ১/৫২০ মুসনাদে ইমাম আযম পৃষ্ঠা-৬১ সুনানে দারা কুতনী ১/৩২৩ (১২২০) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৩০ (৩৭৭৯) (অবশিষ্ট-৩৪)

অর্থ:(৩) হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি জবাব দিলেন যে, কোন ক্ষেত্রেই ইমামের সাথে কোন কিরাআত নেই। (উল্লেখ্য, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নবী (আঃ) থেকে না জেনে তিনি কখনো বলতে পারেন না।)

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৫৭৭)

আমীন আস্তে বলা উত্তম

عن علقمۃ بن وائلؓ عن أبیہ أنہ صلی مع النبی - صلى الله عليه وسلم - حین قال : غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال : أمین یخفض بہا صوتہ .

رواہ الحاکم فی'' المستدرک '' ۲/ ۲۲۳ (۲۹۱۳) و قال : ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاہ و قال الحافظ الذہبی فی ''التلخیص : ''علی شرط البخاری ومسلم .

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়লেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পড়লেন, **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** তখন আস্তে করে আমীন বললেন।

সূত্র: মুস্তাদরাকে হাকিম ২/২৩২ (২৯১৩) (অবশিষ্ট-৩৪)

সিজদা থেকে উঠার সময় না বসে দাঁড়িয়ে যাবে

(۱) عن عكرمۃؒ قال صلیت خلف شیخ بمکۃ فکبر ثنتین وعشرین تکبیرۃ فقلت لإبن عباسؓ :إنہ أحمق فقال ثکلتک أُمک سنۃ أبی القاسم - صلى الله عليه وسلم -

رواه البخارى فى'' صحيحہ'' ١/١٩٠)٧٨٨ (كتاب الأذان' باب التكبير إذا قام من السجود .

(٢)عن عباس أو عياش بن سہل الساعدیؓ أنہ كان فى مجلس فيہ أبوه و كان من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - و فى المجلس أبو ہريرةؓ وأبو حميد الساعدیؓ و أبوأ سيدؓ فذكر الحديث و فيہ : ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك.

رواه ابو داؤ د فى ''سننہ '' برقم (٩۶۶) كتاب الصلاة 'باب من ذكر التورك فى الرابعۃ قلت : إسناد الحديث صحيح. كذا قال الشيخ النيموى فى'' أثار السنن '' ص : ١٥٢ وہكذا فى''اعلاء السنن'' ٢/ ۴٨.

অর্থ: (১) হযরত ইকরিমা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি মক্কায় এক শায়েখের পেছনে নামায পড়লাম। তিনি (চার রাকা'আত নামাযে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) বাইশটি তাকবীর দিলেন। তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে বললাম লোকটি নিশ্চয় আহমক! তদুওরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আমাকে ভৎসনা করলেন। তারপর বললেন এটাইতো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।

সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং(৭৮৮)

প্রকাশ থকে যে, উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কারণ, যদি তাই না হতো তবে তো বেজোড় রাকা'আতে বসার পর উঠার সময় তাকবীর দেয়াতে তাকবীর ২২টি না হয়ে ২৪টি হতো। কেননা একথা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উঠা নামা, দাঁড়ানো বসাতে তাকবীর বলতেন।

দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠঅ:১৫২

অর্থ: (২) হযরত আব্বাস(রাযিঃ) অথবা হযরত আইয়্যাশ ইবনে সাহাল আস্‌সায়েদী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এক মজলিসে ছিলেন। যেখানে তার পিতা উপস্থিত ছিলেন। যিনি প্রিয় নবীজী

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের একজন, অনুরূপভাবে উক্ত মজলিসে আর যারা উপস্হিত ছিলেন তারা হলেন, হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ), হযরত আবূ হুমাইদ আস্‌সায়েদী (রাযিঃ) ও হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) তার পর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যার মধ্যে রয়েছে অতঃপর তিনি (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীর বলে সিজদাতে গেলেন। তারপর তাকবীর বলে সিজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন সিজদার পর বসলেন না।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৬৬) আল্লামা নিমাভী (রহঃ) বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ। দ্রষ্টব্য: আসারুস সুনান পৃষ্ঠা-১৫২

তাশাহহুদে ইশারা করার পর শাহাদাত আঙ্গুল উচুঁও রাখবেনা, হেলাতেও থাকবে না

عن عبد الله بن الزبيرؓ أن النبى - ﷺ كان يشير بإصبعہ إذا دعا ولا يحركہا.
رواه ابو داؤد فى'' سننہ'' برقم (٩٨٩) كتاب الصلاة 'باب الإشارة فى التشہد

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তাশাহহুদে) লা ইলাহা পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং আঙ্গুল নাড়াতে থাকতেন না। আর ইতোপূর্বে এক বর্ণনায় এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করার পর শাহাদত আঙ্গুল সামান্য নিচু করতেন।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৮৯) নাসাঈ শরীফ ১/১৪২ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/২৪৯ (৩২৪২) শরহুস সুন্নাহ ৩/১৭৭ বাইহাকী ২/১৩২

সালামে ফছল (প্রথম সালাম) এর পর সিজদায়ে সাহু করবে

عن عبد اللهؓ أن رسول الله - ﷺ - صلى الظہر خمسا فقيل لہ :أزيد فى الصلاة ؟ فقال و ما ذاک ؟ قال : صليت خمسا .فسجد سجدتين بعد ما سلم.
رواه الإمام البخارى فى'' صحيحہ '' ١/٢٨٩ (١٢٢٦) كتاب السہو 'باب اذا صلى خمسا . فيہ أيضا عنہؓ ...إذا شک أحدكم فى صلاتہ فليتحر الصواب فليتم عليہ ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين)صحيح البخارى ١/١١٢(٤٠١)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রাযিঃ) থেকে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা যুহরের নামায ৫ রাকা‘আত পড়ে ফেললেন। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করা হল “নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে?” জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-“কি হয়েছে?” সাহাবী বললেন-“আপনিতো পাঁচ রাকা‘আত পড়েছেন।” এতদশ্রবণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরানোর পর দুটি সিজদা করলেন।

সূত্র:বুখারী ১/২৮৯ (১২২৬)

অন্য এক হাদীসে আছে “তারপর (তাশাহহুদ ইত্যাদি পড়ে) পূণঃ সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন।”

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৫৭৪)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে অপর এক রিওয়ায়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: “তোমাদের কেউ যখন নামাযের মধ্যে সন্দেহ করবে তখন সঠিক কোনটি তা নির্ণয়ের চেষ্টা করবে। এরপর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। এরপর দুটি সিজদা করবে। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১১২(৪০১) মুসলিম শরীফ হাদীস নং(৫৭২)

যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেল সে সংশ্লিষ্ট রাকা‘আত পেয়ে গেল

(١)عن أبی ہریرةؓ أن النبی - صلى الله عليه وسلم - قال : ‘‘ من أدرک رکعة من الصلاة مع الامام فقد أدرک الصلاة.’’

رواه الامام البخاری فی ‘‘صحیحہ’’ ١/١۴٨ (٥٨٠) کتاب مواقیت الصلاة ‘باب من أدرک رکعة من الصلاة.

(٢) و عن أبی ہریرةؓ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‘‘ إذا جئتم إلى الصلاة ‘ونحن سجود ‘ فاسجدوا و لا تعدوہا شیئا و من أدرک الرکعة فقد أدرک الصلاة.

رواه الإمام مسلم فی‘‘صحیحہ ’’مختصرًا برقم (۶٠٧) و ابوداود فی ’’سننہ ’’برقم (٨٩٣) کتاب الصلاة ‘باب فی الرجل یدرک الإمام ساجدًا کیف یضع ؟ والحاکم فی ’’المستدرک ’’ ١/٢١۶(٧٨٣) و قال : ہذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه یحیی بن أبی سلیمان من ثقات المصریین و أقره الحافظ الذہبی فی ‘‘التلخیص ’’ وکذا

أخرجہ فی موضع أخر من'' المستدرک'' ۱/۲۷۴ (۱۰۱۲) و قال : ہذا حدیث صحیح و قد احتج الشیخان برواتہ عن أٰخرہم غیر یحیی بن أبی سلیمان و ہو شیخ من أہل المدینۃ سکن مصر و لم یذکر بجرح و قال الحافظ الذہبی : صحیح و یحیی لم یذکر بجرح .

অর্থ: (১) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের রুকু পেল সে নামাযের ঐ রাকা'আত পেল। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৪৮ (৫৮০) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৬০৭)

অর্থ: (২) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "তোমরা যখন নামায পড়তে আস, আর আমরা সিজদারত অবস্থায় থাকি, তখন তোমরা সিজদায় শরীক হও। তবে সেটাকে কোন রাকা'আত গণ্য করোনা। আর যে রুকু পেয়ে গেল সে রাকা'আত পেয়ে গেল।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৯৩) মুসতাদরাক ১/২১৬ (৭৮৩) (অবশিষ্ট-৩৭)

পিছনের জীবনের কাজা নামায পড়া জরুরী

(۱) عن أنس بن مالکؓ قال قال رسول اللہ - ﷺ - '' : إذا رقد أحدکم عن الصلاۃ أو غفل عنہا فلیصلہا إذا ذکرہا فإن اللہ عز وجل یقول : أقم الصلا ۃ لذکریe.

رواہ مسلم فی'' صحیحہ ''برقم (۶۸۴) کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ .

(۲) عن بن عباسؓ قال : جاء رجل إلی النبی - ﷺ - فقال : یا رسول اللہ !إنّ أمی ماتت و علیہا صوم شہر أفأقضیہ عنہا ؟ قال : نعم 'قال : فدین اللہ أحق أن یقضی.

رواه البخاری فی'' صحیحہ ''۴۶۲/۱ـ۴۶۳(۱۹۵۳) کتاب الصوم 'باب من مات وعلیہا صوم

অর্থ: (১) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: "তোমাদের কেউ যদি নামায রেখে অনিচ্ছায় ঘুমিয়ে যায় অথবা নামায থেকে গাফেল হয়ে যায় তবে, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্রই আদায় করে নেয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: "তোমরা নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য বা নামাযের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই। (কিরাআতের ভিন্নতার কারণে দু'রকম অর্থ হয়েছে।)

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৬৮৪)

অর্থ: (২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতার উপর এক মাসের রোযা ওয়াজিব থাকা অবস্হায় ইন্তিকাল করেছেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে তার কাজার ব্যবস্হা করতে পারি? অর্থাৎ, ফিদিয়া দিতে পারি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন যে হ্যাঁ! (অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: যদি তোমার মাতার জিম্মায় কোন ঋণ থাকতো আর তুমি তা আদায় করে দিতে তাহলে তোমার সে আদায় যথেষ্ট হতো কিনা? তিনি জবাবে বললেন: জি হ্যাঁ, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে) তাহলে তো আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য ঋণ আদায় করা আরো অধিক উপযুক্ত ব্যাপার।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৪৬২-৪৬৩ (১৯৫৩) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১১৪৮)

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীসের শব্দ "আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য ঋণ অধিক আদায়যোগ্য" বাক্যটি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, অতীত জীবনের ক্বাযা নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি আদায় করা অতি জরুরী। কেননা, নামায ও রোযা তরক কারীর জিম্মায় আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ অনাদায়ী রয়ে গেছে।

মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকা'আত নফল না পড়া উত্তম

عن طاؤس قال : سئل ابن عمرؓ عن الركعتين قبل المغرب فقال : ما رأ يت أحدا على عہد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليہما ... الخ .
رواه ابوداؤد فى'' سننہ '' برقم (١٢٨۴) كتاب التطوع باب الصلاة قبل المغرب.

অর্থ: হযরত তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) কে মাগরিবের পূর্বেকার দুই রাকা'আত নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কাউকে এই দুই রাকা'আত পড়তে দেখিনি।"

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ ২/৬০(১২৮৪) বাইহাকী শরীফ ২/৪৭৬-৪৭৭ (৪৫০৫) (অবশিষ্ট-৩৮)

বি: দ্র: একান্ত কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারে, একটি মারফু হাদীসে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য: বুখারী শরীফ ১/২৭৮ (১১৪৩) তবে, মাগরিবের তা'জীল নষ্ট না হয় (অর্থাৎ, ওয়াক্ত হওয়ার পর নামায শুরু করতে দেরী না করা) সে দিকে লক্ষ্য রেখে পড়তে হবে। ঢালাওভাবে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়নি।

তারাবীর নামায বিশ রাকা'আত পড়তে হবে

(١) عن ا بن عباسؓ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة و الوتر.
رواه ابن ابى شيبة فى '' مصنفہ '' ٢/ ١۶٢ (٧۶٩٠)
(٢) و عن السائب بن يزيد قال :كنا نقوم من زمن عمر بن الخطابؓ بعشرين ركعة .
رواه البيہقى فى '' السنن الكبرى '' ٢/۶٩٩ (۴۶١٧)

অর্থ: (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে বিশ রাকা'আত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/১৬২ (৭৬৯০) তাবারানী কাবীর ১১/৩৯৩ (১২১০২) আউসাত ১/৩৩০ (৮০২) বাইহাকী ২/৪৯৬ (৪৬১৫) আল কামেল ১/২৪০ তরজমা নং (৭১) (অবশিষ্ট-৩৯)

অর্থ: (২) হযরত সায়েব ইবনে য়াযীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) এর খেলাফত কালে বিশ রাকা'আত তারাবীহ ও বিতর পড়তাম। (পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে অদ্যাবধি সেই আমল জারী আছে)

সূত্র: বাইহাকী ২/৬৯৯ (৪৬১৭) মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/২৬১ (৭৭৩৩) (অবশিষ্ট-৪০)

তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় দেয়া-নেয়া জায়িয নয়

(١)عن عبد الله بن مغفلؓ أنہ صلى بالناس فی شہر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث إليہ عبيد الله بن زياد بحلۃ و بخمس ماءۃ درہم فردہا و قال : إنا لا نأخذ على القرأن أجرا.

رواه ابن ابی شیبۃ فی '' مصنفہ'' ٢/١٧٠ (٧٧٣٨)

(٢) عن عبد الرحمن بن شبلؓ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -''اقرأوا القرأن و لا تأكلوا بہ و لا تستكثروا بہ و لا تجفوا عنہ ولا تغلوا فيہ.''

رواه ابن ابی شیبۃ فی '' مصنفہ '' ٢/ ١٧١(٧٧٤٢)

অর্থ: (১) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যে তিনি রামাযান মাসে মুসল্লীদেরকে নিয়ে তারাবীহ নামায পড়িয়েছেন। অনন্তর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এক জোড়া পোষাক ও পাঁচশত টাকা তাঁর নিকট পাঠালে তিনি এই বলে তা ফিরিয়ে দিলেন যে, আমরা কুরআন পড়ে এর কোন বিনিময় গ্রহণ করি না।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/১৭০ (৭৭৩৮) (অবশিষ্ট- ৪১)

অর্থ: (২) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রাযিঃ) বর্ননা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তোমরা কুরআন পড়, কিন্তু এর বিনিময় গ্রহণ করো না

এবং এর মাধ্যমে (দুনিয়াতে) অধিক আশা করো না। এর থেকে দূরে সরে যেয়ো না এবং এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।”

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ২/১৭১ (৭৭৪২) মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক হাদীস নং (১৯৪৪৪)

জুমু‘আর জন্য দুটো আযান দিতে হবে

عن السائب بن يزيدؓ قال : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر فى عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبى بكرؓ و عمرؓ .فلما كان فى خلافة عثمانؓ وكثروا أمر عثمانؓ يوم الجمعة با لأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك

رواه البخارى فى "صحيحه" ١/٢١٧(٩١٦ (كتاب الجمعة ، باب التأذين عند الخطبة.

অর্থ: হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ) এর শাসন আমলে জুমু‘আর প্রথম আযান হতো ইমাম যখন খুতবার জন্য মিম্বরে বসতেন তখন। অতঃপর হযরত উসমান (রাযিঃ) এর খেলাফতকালে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি তৃতীয় আরেকটি আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন সে আযান মিনারায় দেওয়া হয় । পরবর্তীতে বিষয়টি এর উপরই চূড়ান্ত হয়ে যায়।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২১৭ (৯১৬) আবূদাউদ শরীফ হাদীস নং (১০৮৭) (১০৮৮) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৫১৬) ইবনে মাজাহ শরীফ ২/৪২ (১১৩৫) মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৫০ বাইহাকী শরীফ ৩/২২৯

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান (রাযিঃ) এর খেলাফত কাল পর্যন্ত যেহেতু ইমামের মিম্বরে বসার পরই জুমু‘আর আযান হতো, এর পূর্বে কোন আযান হতো না, তাই বর্ণিত হাদীসে এটাকে প্রথম আযান বলা হয়েছে। আর হাদীসে “তৃতীয় আরেকটি আযান” বলতে প্রথম আযান ও ইকামত ব্যতীত আরেকটি আযান বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে, যা বর্তমানে ওয়াক্ত হওয়ার প্রায় পর পরই

দেয়া হয়। এবং এটাই জুমু'আর প্রথম আযান বলে পরিচিত। সুতরাং জুমু'আর জন্য মোট দুটো আযান প্রমাণিত হল।

প্রকাশ থাকে যে,হযরত উসমান (রাযিঃ) ঐ মহান ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

علىكم بسنتى وسنة ا لخلفا ء ا لر ا شد ين المهد بين

অর্থাৎ, আমার ও (আমার পরবর্তী) হিদায়াত প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক খলীফাগণের নীতি অনুসরণ করা তোমাদের উপর আবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দেয়া হল।

সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত মান্য করা উম্মাতের জন্য জরুরী ।

জুমু'আর দিনে ছয়টি কাজের বিশেষ ফযীলত

عن أوس بن أوس ؓ قال: قال رسول الله - ﷺ - '' من غسل يوم الجمعة و اغتسل و بكر و ابتكر و مشى و لم يركب و دنا من الإمام فاستمع و لم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها و قيامها ''
رواه الترمذى فى'' جامعه'' برقم)٤٩٦ (و قال: حديث أوس بن أوس حديث حسن .كتاب الجمعة باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجمعة وابن ماجه فى ''سننه'' ٢/١٩ (١٠٨٧ (كتاب اقامة الصلاة، باب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة و هذا لفظه .قال النووى : اسناده جيد .وقال ابن حجر : ورواه احمد وصححه ابن حبان والحا كم' وقال : ان على شرط الشيخين، قال بعض الأئمة لم نسمع فى الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا اثواب. كذا فى المرقات ٢٥٦,٣

অর্থ: হযরত আউস ইবনে আউস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, "জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি ভাল ভাবে গোসল করবে, নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে কোন বাহনে না চড়ে পায়ে হেটে মসজিদে গমন করবে, ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্হানে বসবে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শ্রবণ করবে এবং (খুতবা চলাকালে) কোন রূপ কথা বার্তা বা কাজে লিপ্ত হবে না, তার জন্য রয়েছে মসজিদে গমনের পথে প্রতি

কদমের বিনিময়ে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক বৎসরের (নফল) রোযা ও এক বৎসরের (নফল) নামাযের ছওয়াব।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (৩৪৫) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৪৯৬) ইবনে মাজাহ শরীফ ২/১৮-১৯ (১০৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন "এটি হাসান হাদীস।" মুস্তাদরাকে হাকেম ১/২৮২ (১০৪২) বাইহাকী ৩/২২৯ তারগীব ১/২৮৮ (৭৮৯) আল্লামা মুনযিরী (রহঃ) বলেন: হাদীসটিকে ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, হাকিম প্রমুখ সহীহ বলেছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন হাদীসটির সনদ ভাল। মুল্লা আলী কারী (রহঃ) জনৈক ইমাম থেকে নকল করেন যে, শরী'আতের মধ্যে এত অধিক ছাওয়াব সম্বলিত কোন সহীহ হাদীস আমরা শুনিনি। দ্রষ্টব্য: মিরকাত ৩/২৫৬

খুতবার সময় কথা বলা, নামায পড়া নিষেধ

(١)عن سعيد بن المسيب أن أبا ہريرةؓ أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال'' : إذا قلت لصاحبک يوم الجمعة أنصت و الإمام يخطب فقد لغوت .''

رواه البخاری فی'' صحيحہ'' ١/ ٢٢١)٩٣۴ (كتاب الجمعة. باب الانصات يوم الجمعة و الإمام يخطب و إذا قال لصاحبہ : أنصت فقد لغا .

(٢) عن سلمان الفارسیؓ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- '' :من اغتسل يوم الجمعة فتطہر بما استطاع من طہر ثم ادہن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين إثنين فصلى ما كتب لہ ثم إذا خرج الإمام أنصت ' غفر لہ ما بينہ و بين الجمعة الأخرى.

رواه الا مام البخاری فی '' صحيحہ ''١ /٢١۶ (٩١٠) كتاب الجمعة .باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.

(٣) عن ابن عباس و ابن عمرؓ انہما كانا يكرہان الصلوة والكلام بعد خروج الإمام.

رواه ابن ابی شيبة فی ''مصنفہ ''١/ ۴۴٨ (۵١٧۵)

অর্থ: (১) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "তুমি যখন জুমু'আর দিন তোমার সঙ্গীকে বললে যে, তুমি চুপ থাক তখন তুমি অহেতুক কাজ করলে।"

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২২১ (৯৩৪)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা জুমু‘আর দিন (খুতবার সময়) কথা বলার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

অর্থ: (২) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, অপর হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান: যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করল এবং সম্ভাব্য পবিত্রতা অর্জন করল অতঃপর তৈল বা সুগন্ধী ব্যবহার করল। অনন্তর মসজিদ পানে রওয়ানা হল এবং দুজনের মাঝখানে গিয়ে তাদেরকে পৃথক করল না, অতঃপর যতটুকু সম্ভব নামায পড়ল। এর পর যখন ইমাম সাহেব আগমন করল তখন সে চুপ থাকল তবে তার এই জুমু‘আ থেকে নিয়ে আরেক জুমু‘আ পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২১৬ (৯১০)

উল্লেখ্য, অন্য রিওয়ায়াতে ১০ দিনের গুনাহ মাফ হওয়ার ঘোষণা এসেছে।

দ্রষ্টব্য: তাবারানী আউসাত হাদীস নং (৭৩৯৯) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ২/৩২৫(৩০৬৫)

অর্থ: (৩) অন্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা ইমাম সাহেব বের হয়ে আসার পর অর্থাৎ, মিম্বরে বসার পর কথা বলা ও নামায পড়াকে মাকরূহ বলতেন ।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/৪৪৮ (৫১৭৫) ত্বহাবী শরীফ ১/২৫৩, হদীসটির সনদ সহীহ।

জুমু‘আর আগে চার রাকা‘আত ও পরে ৪ রাকা‘আত সুন্নাত পড়বে

(١)عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعا و بعدها أربعا. رواه عبد الرزاق فى '' مصنفه ''٢/٢٤٧)٥٥٢٥ (

(٢)عن أبى هريرةؓ قال : قال رسول الله - ﷺ - ''إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل

بعدہا أربعا.''

رواه مسلم فی'' صحيحہ''(٨٨١)كتاب الجمعۃ 'باب الصلاة بعد الجمعۃ

অর্থ: (১) হযরত আবূ আব্দুর রহমান আস্‌সুলামী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) আমাদেরকে জুমু'আর পূর্বে চার রাকা'আত ও পরে চার রাকা'আত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন।

সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/২৪৭(৫৫২৫) আদদিরায়া গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৩৩) ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন:رجا له ثقات অর্থাৎ এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আছারুস্ সুনানে আছে:اسنا ده صحيح অর্থাৎ এর সনদটি সহীহ। (দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-৩০৩)

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি বাহ্যত মওকুফ হলেও এটা "মারফু" এর হুকুম রাখে। কারণ, হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এ ব্যাপারে তখনই নির্দেশ দিয়েছেন যখন তার নিকট তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। এছাড়া তাবারানীর এক রিওয়ায়াতে হাদীসটি কিছুটা যঈফ সনদে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে "মারফুআন" ও বর্ণিত রয়েছে।
দ্রষ্টব্য: নসবুররায়া ২/২০৬

অর্থ:(২) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান "তোমাদের মধ্য থেকে যে জুমু'আর পরে নামায পড়বে সে যেন জুমু'আর ফরজের পর চার রাকা'আত পড়ে।"

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৮৮১) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (১১৩১) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১৪২৫)

জুমু'আর পরে চার রাকা'আত সুন্নাত পড়ে আরো দুই রাকা'আত পড়া উচিৎ

(١)عن أبی عبد الرحمن السلمی قال : قدم علينا عبد الله ؓ فكان يصلی بعد الجمعۃ أربعا .فقدم بعده علیؓ 'فكان إذا صلی الجمعۃ صلی بعدہا ركعتين و أربعا .فاعجبنا فعل علیؓ فاخترناه.
رواه الإمام الطحاوی '' فی شرح معانی الأثار ''١/٢٣٤

(٢) و عن علىٌّ أنہ قال " : من كان مصليا بعد الجمعۃ فليصل ستا. "
رواه الطحاوى فى ' 'شرح معانى الأثار '' ١/

অর্থ: (১) হযরত আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (রহঃ) বলেন "আমাদের মাঝে অর্থাৎ, কুফা নগরীতে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) যখন (হুকুমতের পক্ষ থেকে) এলেন, তখন তিনি জুমু'আর পর চার রাকা'আত পড়তেন এরপর হযরত আলী (রাঃ) (তাঁর খেলাফত কালে) এসে জুমু'আর পর ২ রাকা'আত ও চার রাকা'আত (মোট ৬ রাকা'আত) পড়তে লাগলেন। (বর্ণানাকারী বলেন) এটা আমাদের নিকট ভাল লাগল। ফলে আমরা এটা গ্রহণ করলাম।

সূত্র: ত্বহাবী শরীফ ১/২৩৪ আল্লামা নিমাভী (রহঃ) এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলেন: "সনদটি সহীহ" । দ্রষ্টব্য: আছারুস্ সুনান পৃষ্ঠা-৩০৩

বি: দ্র: এ হাদীসে জুমু'আর পর সর্ব মোট কত রাকা'আত নামায তার বর্ণনা উদ্দেশ্য, তারতীব উদ্দেশ্য নয়, কারণ হযরত উমর (রাযিঃ) ও হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একটি মওকুফ হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, চার রাকা'আত আগে এবং দুই রাকা'আত পরে পড়তে হবে। দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২২২১

অর্থ: (২) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকেই (অপর রেওয়ায়াতে) বর্ণিত, আছে যে, তিনি বলেন তোমাদের মধ্যে যারা জুমু'আর পর নামায পড়বে, তারা যেন ছয় রাকা'আত পড়ে।
সূত্র: ত্বহাভী শরীফ, আল্লামা নিমাভী (রহঃ) এই হাদীসের ব্যপারে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। আছারুস্ সুনান পৃষ্ঠা-৩০৩

উল্লেখ্য যে, খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রাযিঃ) ছয় রাকা'আতের নির্দেশ তখনই দিতে পারেন যখন তা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর নিকট প্রমাণিত হয়েছে।

ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে পড়া সুন্নাত ও উত্তম

عن أبى عائشۃ جليس لأبى ہريرة ؓ أن سعيد بن العاصؓ سأ ل أبا موسى الأشعرىؓ و حذيفۃ بن اليمان : كيف كان رسول الله - ﷺ - يكبر فى الأضحى و الفطر ؟ فقال

أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفةؓ :صدق فقال أبو موسىؓ :كذلک كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم فقال أبو عائشة و أنا حاضر سعيد بن العاص.

رواه الإمام أبوداؤد فى ''سننہ ''برقم (١١٥٣) كتاب الصلاة ' باب التكبير فى العيدين . و إبن أبى شيبة فى '' مصنفہ '' ١/٤٩٣ (٥٦٩٤)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) এর সাহচার্য অবলম্বনকারী হযরত আবূ আয়িশা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রহঃ) একদা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) ও হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর কিভাবে তাকবীর বলতেন? জবাবে হযরত আবূ মুসা (রাযিঃ) বলেন: জানাযার তাকবীরের ন্যায় প্রতি রাকা'আতে ৪টি করে তাকবীর দিতেন। তখন হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) ও আবূ মুসা আশ'আরীর (রাযিঃ) কথাকে সমর্থন করলেন। এরপর হযরত আবূ মুসা (রাযিঃ) বলেন আমি যখন বসরার গভর্ণর ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর বলতাম। হযরত আবূ আয়িশা (রহঃ) বলেন: এ প্রশ্নোত্তরের সময় আমি সাঈদ ইবনুল আসের (রহঃ) নিকট উপস্হিত ছিলাম। সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (১১৫৩) মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৬ (১৯৭৩৪) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৪৯৩ (৫৬৯৪) তহাবী শরীফ ৪/৩৪৫-৩৪৬ (অবশিষ্ট-৪৩)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে জানাযার নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযেও ৪ তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল: প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ আরো অতিরিক্ত তিন তাকবীর মোট ৪ তাকবীর। এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে রুকুর তাকবীর সহ আরো অতিরিক্ত তিন তাকবীর, মোট ৪ তাকবীর (যা ত্বহাবী শরীফে বর্ণিত অন্য এক সূত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য রয়েছে, দ্রষ্টব্য: ত্বহাবী শরীফ ২/৩৭১) সুতরাং তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত তাকবীর ৬ টি হল যা ত্বহাবী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এর থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে। নতুবা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ, ঈদের নামাযে ৪ বা ৮ তাকবীর কোন ইমামের মাযহাব নয়। সুতরাং বাহ্যিক ঐ অর্থ করলে হাদীসটি কোন মাযহাবে গ্রহণযোগ্য থাকে না এবং

হাদীসটি আমল যোগ্যও থাকে না। কাজেই সেরূপ অর্থ করা ঠিক হবে না। সার কথা, এটি সংক্ষিপ্ত হাদীস আর সংক্ষিপ্ত হাদীস সম্পর্কে নিয়ম হল বিস্তারিত হাদীসের সাথে মিলিয়ে তার সঠিক মর্ম বুঝে আমল করা।

জুমু'আ ও ঈদ একই দিনে হলে উভয়টা পড়া জরুরী

قال أبو عبيد (مولى ا بن أزہر) ... ثم شہد مع عثمان بن عفانؓ فكان ذلک يوم الجمعۃ فصلى قبل الخطبۃ ثم خطب فقال يا أيہا الناس إن ہذا يوم قد اجتمع لكم فيہ عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعۃ من أہل العوالى فلينتظر ' و من أحب أن يرجع فقد أذنت لہ

رواہ البخارى فى''صحيحہ '' ۳/۱۴۲۸(۵۵۷۲) كتاب الأضاحى ' باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى و ما يتزود منہا.

অর্থ: হযরত ইবনে আযহারের আযাদকৃত দাস হযরত আবূ উবাইদ (রহঃ) বলেন আমি হযরত উসমান (রাযিঃ) এর সঙ্গে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করি। দিনটি ছিল জুমু'আর দিন। তিনি খুতবার পূর্বে ঈদের নামায পড়ালেন, এরপর ঈদের খুতবা দিলেন। তারপর বললেন: হে লোক সকল! আজকে এমন এক দিন যাতে তোমাদের জন্য দুটি ঈদ একত্রিত হয়ে গিয়েছে, কাজেই গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে (যাদের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়) যারা জুমু'আর নামায পড়ে যেতে চায় তারা যেন অপেক্ষা করে। আর যারা ঘরে ফিরে যেতে চায় তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং(৫৫৭২)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে হযরত উসমান (রাযিঃ) জুমু'আ পড়া না পড়ার ইখতিয়ার কেবলমাত্র গ্রামবাসীদেরকে দিলেন, যাদের উপর মূলতঃ জুমু'আ ওয়াজিব নয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাদের উপর জুমু'আ ওয়াজিব যারা শহরে বা বড় গ্রামে বাস করে, তাদের কোন ইখতিয়ার নেই। তাদের অবশ্যই ঈদের নামাযের পর জুমু'আর ওয়াক্ত হলে জুমু'আ পড়তে হবে। আর শহরবাসীদের উপর এরূপ বাধ্যবাধকতা তিনি তখনই করতে সক্ষম হবেন যখন তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর নিকট প্রমাণিত হবে, সুতরাং এটা মারফু হাদীসের হুকুমে।

মৃত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য তাড়াতাড়ি দাফন করা সুন্নাত

(١) عن الحصين بن وحوج أن طلحة بن البراءؓ مرض فأتاه النبى - ﷺ - يعوده فقال : إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنونى به و عجلوا فانه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله .

رواه ابوداؤد فى'' سننه ''برقم (٣١٥٩) كتاب الجنائز ' باب التعجيل با لجنازة وكراهية حبسها.

(٢)عن أبى هريرةؓ عن النبى - ﷺ - '' أسرعوا با لجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه و إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.'' (رواه اصحاب الستة)

অর্থ: (১) হযরত হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াজ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত ত্বালহা ইবনে বারা (রাযিঃ) অসুস্হ হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শুশ্রুষা করতে তার গৃহে আগমন করলেন। এবং অবস্হা দৃষ্টে তার (বিশেষ কোন লোককে) বললেন: "আমিতো তালহার মধ্যে মউতের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি সুতরাং তার মৃত্যু হয়ে গেলে আমাকে সংবাদ দাও এবং দ্রুত কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো। কারণ, কোন মুসলমান ইনতিকাল করার পর (কবর না দিয়ে) তার মৃতদেহ পরিজনদের মধ্যে আটকিয়ে রাখা সমীচীন নয়।

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ ২/৪৫৩ (৩১৫৯) তাবারানী কাবীর ৪/৭৩ আল্লামা হাইছামী (রহঃ) হাদীসটি মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে ৩/১১২ উল্লেখ্ করার পর বলেন এর সনদ হাসান। তাছাড়া ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) কতৃক হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করাও প্রমাণ করে যে হাদীসটি আমলযোগ্য।

অর্থ: (২) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: "তোমরা জানাযা সংক্রান্ত কাজকর্ম তাড়াতাড়ি কর। কারণ, যদি সে

নেককার হয় তবে তো ভাল, তাকে তোমরা আগেই ভালোর দিকে পাঠিয়ে দিলে। আর যদি সে তার উল্টোটা হয় তবে তো সে মন্দ। তাকে তোমাদের গর্দান থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেললে।"

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৩১১(১৩১৫), মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৯৪৪)

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা কিরাআত হিসেবে পড়া যাবে না

عن أبى أمامة بن سهل بن حنيفؓ كان من كبراء الأنصار وعلمائهم و أبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله - ﷺ - أخبره رجال من أصحاب رسول الله - ﷺ - فى الصلا ة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلى على النبى - ﷺ - و يخلص الصلاة فى التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيا حين ينصرف و السنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل إمامه.

رواه الحاكم فى '' المستدرك '' ١/ ٣٦٠ (١٣٣١) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .و قال الذهبى : على شرطهما.

অর্থ: আনসারী একজন বড় আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হযরত আবূ উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রহঃ) যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের সন্তানদের অন্যতম, তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের (রাযিঃ) একটি জামা'আত জানাযার নামাযের ব্যাপারে এমর্মে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, ইমাম প্রথমে তাকবীর বলবে (তারপর ছানা পড়বে) অতঃপর পরবর্তী তিন তাকবীরে অর্থাৎ ২য় ও ৩য় তাকবীরের পর দুরুদ শরীফ ও খালেস দু'আ পড়বে। অতঃপর যখন নামায থেকে বের হবে তখন হালকা ভাবে সালাম ফিরাবে। আর সুন্নাত হল মুক্তাদীগণও তাই করবে যা তার ইমাম করেছে।

সূত্র: মুস্তাদ্‌রাকে হাকিম ১/৩৬০ (১৩৩১) ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, হাদীসটি সহীহ, এতে বুখারী (রহঃ) ও মুসলিমের (রহঃ) শর্ত পাওয়া গিয়েছে। যদি ও তারা হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও হাকিমের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে জানাযার মধ্যে শুধু দুরুদ ও দু'আর কথা উল্লেখ রয়েছে, সূরা ফাতিহার কথা উল্লেখ নেই এবং এতটুকুকেই ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য সুন্নাত বলে অভিহিত করা

হয়েছে। কোন কোন হাদীসে যে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় তার অর্থ হল সীনা বা দু'আ হিসাবে তা পড়া, কিরাআত হিসাবে নয়।

অপর এক হাদীসে হযরত নাফে (রহঃ) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জানাযার নামাযে কিরা'আত পড়তেন না।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪৯২ মুআত্তায়ে মালেক পৃষ্ঠা-৭৯ হাদীসটির সনদ সহীহ।

অনুরূপভাবে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে সহীহ সনদে জানাযা নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে শুধু তাকবীর দু'আ ও দুরুদের কথাই উল্লেখ আছে। সূত্র: মুআত্তা মালেক পৃষ্ঠা-৭৯

মৃত ব্যক্তিকে কবরে সম্পূর্ণ ডানকাতে কিবলামূখী করে শোয়ানো সুন্নাত

(١) عبيد بن عمير عن أبيہ أنہ حدثہ ـ وكان لہ صحبة ـ أن رجلا سألہ فقال :يا رسول الله ! ما الكبائر ؟ قال : ہن تسع فذكر معناه زاد و عقوق الوالدين المسلمين و استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.

رواه ابو داؤد فى'' سننہ '' و سكت ٣/٧٤(٢٨٧٥) كتاب الوصايا ' رقم الباب (١٠).

(٢) عن عبد الله بن أبى قتادة رضـ أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضـ قالوا : توفى و أوصى بثلثہ لک يا رسول الله ! و أوصى أن يوجہ إلى القبلة لما احتضر فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصاب الفطرة.

رواه الحاكم فى '' المستدرك ''١/ ٣٥٤ (١٣٠٥) وقال : حديث صحيح فقد احتج البخارى بنعيم بن حماد و احتج مسلم بن حجاج با لدراوردى و لم يخرجا ہذا الحديث.

অর্থ: (১) হযরত উবাইদ ইবনে উমায়ের (রহঃ) স্বীয় পিতা হযরত উমাইর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন; এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কবীরাগুনাহ গুলো কি কি? তিনি জবাবে বললেন: "কবীরা গুনাহ নয়টি" অতঃপর তিনি তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন যার উল্লেখ এর পূর্বের হাদীসে করা হয়েছে। তবে এ হাদীসের

মধ্যে অতিরিক্ত এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, (কবীরাহ গুনাহ সমূহের মধ্য হতে) "মুসলমান পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, ও সম্মানিত গৃহ বাইতুল্লাহ যা তোমাদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় কিবলা তার সম্মান নষ্ট করাকে বৈধ মনে করা।"

সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (২৮৭৫) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৩৭৪৬) মুসতাদরাক ১/৫৯ ও ৪/২৫৯(অবশিষ্ট -৪৪)

জ্ঞাতব্য: বর্ণিত হাদীসের শব্দ "বাইতুল্লাহ যা তোমাদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় কিবলা" দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত ব্যাক্তিকে কবরে কিবলামূখী করে ডান কাতে শোয়াতে হবে। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) "নাইলুল আউতারে" (৪/৪৬) বলেন:

فى الحد ' أمواتا 'عند الصلاة و 'لان المراد بقوله : 'أحياء

অর্থাৎ হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জীবিত অবস্হায় নামাযের সময় ও মৃত অবস্থায় কবরে কিবলা মূখী হওয়া।

অর্থ: (২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর হযরত বারা ইবনে মা'রুর (রাযিঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) উত্তর দিলেন-তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এবং মৃত্যুর পূর্বে আপনার জন্যে তার এক তৃতীয়াংশ মালের ওসিয়্যাত করে গেছেন। এবং এও ওসিয়্যাত করে গেছেন যে, তিনি যখন মৃত্যু মুখে পতিত হবেন তখন যেন তাকে কিবলামূখী করে ডান কাতে রাখা হয়। এতদশ্রবণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে স্বভাবজাত সঠিক বিষয়টিতেই উপনীত হয়েছে।"

সূত্র: মুসতাদ্রাক ১/৩৫৪(১৩০৫) হাকিম বলেন "হাদীসটি সহীহ"। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও বলেন "হাদীসটি সহীহ"।

দাফন করার পর মাইয়্যিতের মাথার দিকে সূরা বাকারার শুরু এবং শেষ আয়াত সমূহ পড়া সুন্নাত

(৭) عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال : قال لى أبى :يا بنىّ إذا أنا مت فألحدنى فإذا وضعتنى فى لحدى فقل بسم الله و على ملة رسول الله ثم سن علىّ التراب سنا ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة و خاتمتها فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك .
رواه البيهقى فى'' سننه الكبرى'' ۴/ ۵۶ (۷۰۶۸).كتاب الجنائز ' باب ما ورد قراءة القرأن عند القبر.

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আলা ইবনে লাজলাজ তার পিতা আলা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে- আমার পিতা আলা ইবনে লাজলাজ আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন: "হে প্রিয় বৎস! যখন আমি ইনতিকাল করব, তখন আমার জন্য লাহাদ কবর খনন করবে। এরপর যখন আমাকে কবরে রাখার ইচ্ছা করবে তখন বলবে বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"। এর পরে আমার উপরে আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে। অনন্তর, দাফনের পর আমার শিয়রের দিকে সূরা বাকারার শুরু এবং (পায়ের দিকে সূরা বাকারার) শেষ অংশ পড়বে। কারণ, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।

সূত্র: বাইহাকী শরীফ ৪/৫৬ (৭০৬৮) মুজামুত্তাবরানী কাবীর ১৯/২২০ মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১২৪ (অবশিষ্ট-৪৫)

মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে ছাওয়াব করা জায়িয

عن ابن عباسؓ قال : أتى رجل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال له : ان أختى قد نذرت أن تحج و أنها ماتت فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : '' لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم قال : فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء.''
رواه البخارى فى '' صحيحه '' ۴/۱۶۸۲ (۶۶۹۹) (۴۹) كتاب الأيمان و النذر' باب من مات و عليه نذر.

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: আমার বোন হজ্ব করার

মান্নত করেছিল। এখন সে (হজ্ব না করে) মৃত্যুবরণ করেছে। (এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে সে হজ্ব আদায় করতে পারি?) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেলেন, "তার জিম্মায় যদি কোন ঋণ থাকতো (আর তুমি তা আদায় করে দিতে) তাহলে যথেষ্ট হতো কি না? তিনি বললেন জী হ্যাঁ! নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি আল্লাহর ঋণ আদায় করে দাও। কারণ এটা আদায়ের অধিক উপযুক্ত।

সূত্র: বুখারী শরীফ ৪/১৬৮২(৬৬৯৯)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল ঈসালে ছাওয়াব জায়িয, কেননা বর্ণিত ব্যক্তি এখানে তার বোনের পক্ষে হজ্ব করে ঈসালে ছাওয়াব করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে।

প্রত্যেক দূরবর্তী দেশের লোক নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ পালন করবে

عن كريب ؒ أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية ؓ بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ' و استهل علىّ رمضان و أنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى أخر الشهر فسألنى عبد الله بن عباس ؓ ثم ذكر الهلال ' فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت :رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ' و رأه الناس وصاموا و صام معاوية ؓ فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ' فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ' أو نراه فقلت : أو لا تكتفى بروية معاوية و صيامه ؟ فقال : لا ' هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

رواه الإمام مسلم فى'' صحيحه '' برقم (١٠٨٧) كتاب الصيام ' باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم و أنهم إذا رأووا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .

অর্থ: হযরত কুরাইব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যে হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেজ (রাযিঃ) তাকে কোন এক প্রয়োজনে সিরিয়াতে পাঠালেন। তিনি বলেন আমি সিরিয়া পৌঁছে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করলাম, ইত্যবসরে আমি সিরিয়াতে থাকা অবস্হাতেই রামাযানের চাঁদ উঠল। আমি দেখলাম যে, জুমু'আর রাত্রিতে চাঁদ উঠেছে। এরপর মাসের শেষে মদীনায় ফিরে আসলে হযরত আব্দুল্লাহ

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আমার সাথে চাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা কবে চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম জুমু‘আর রাত্রে দেখেছি। তিনি বললেন তুমিও দেখেছ? আমি বললাম জি হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে। এবং তারা রোযা রেখেছে এবং মু‘আবিয়া (রাযিঃ) ও রোযা রেখেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন: কিন্তু আমরাতো শনিবার রাত্রে দেখেছি। কাজেই আমরা আমাদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী ত্রিশ রোযা পূর্ণ করা পর্যন্ত বা ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত রোযা রেখেই যাব। কুরাইব (রাযিঃ) বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হযরত মু‘আবিয়া (রাযিঃ) এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা কে যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন যে, না। কারণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। (অর্থাৎ, দূরবর্তী অন্য দেশের চাঁদ দেখাকে গ্রহণ না করে নিজেরা চাঁদ দেখে রোযা-ঈদ পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন)।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০৮৭) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (২৩৩২) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (২১১০) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৬৯৩)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, দূরবর্তী এক দেশের লোকদের চাঁদ দেখা অন্য দেশের লোকদের জন্য যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যেক দেশের লোকজন নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে ইবাদত পালন করবে। আর এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হযরত মু‘আবিয়া (রাযিঃ) ও হযরত কুরাইবের সিরিয়াতে চাঁদ দেখে রোযা রাখাকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করেননি। বরং তাঁর সেই দেখাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের দেখার কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন।

হজ্বের মৌসুমে আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে একই ওয়াক্তে দুই ওয়াক্ত নামায পড়া জায়িয নয়

عن إ بن مسعودؓ قال : ما رأيت رسول الله - ﷺ - صلى صلاة بغير ميقاتہا ‘إلا صلاتين جمع بين المغرب وا لعشاء بالمزدلفۃ ’ و صلى الفجر قبل ميقاتہا.‘
رواه البخارى فى‘‘صحيحہ’’ ١/۴٠٠ (١۶٨٢) كتاب الحج ‘ باب من يصلى الفجر

بجمع . و الإمام مسلم فی ‘‘ صحیحہ’’ برقم)١٢٨٩ . (کتاب الحج ’ باب استحباب زيارة التغليس ...الخ.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কোন নামায কে তার ওয়াক্তের বাইরে পড়তে দেখিনি। শুধুমাত্র দুটি নামায ব্যতীত। প্রথমটি হল: তিনি মুযদালিফায় –মাগরিব ও ইশাকে (ইশার ওয়াক্তে) এক সঙ্গে পড়েছেন। দ্বিতীয়টি হল– তিনি ফজরকে সেদিন তার মুস্তাহাব ওয়াক্তের পূর্বেই পড়েছেন। অর্থাৎ, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ পরিস্কার হওয়ার পূর্বেই পড়েছেন।
সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৪০০(১৬৮২) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১২৮৯)

আরাফা ময়দানে মসজিদে নামেরার জামা‘আত না পেলে যুহর ও আসরকে নিজ নিজ ওয়াক্তে পড়বে

عن إبراهيم قال : إذا صليت فی رحلک بعرفۃ فصل کل واحدۃ منہما لوقتہا و اجعل لکل واحدۃ منہما أذانا و إقامۃ.
رواہ إبن أبی شيبۃ فی ‘‘مصنفہ ’’ ٣/٢٥٢ (١۴٠٣٥)

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নখঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আরাফা ময়দানে তুমি যখন তোমার তাবুতে নামায পড়বে। অর্থাৎ, মসজিদে নামেরার জামা‘আত না পাবে তখন যুহর ও আসরের প্রত্যেকটিকে স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়বে। এবং প্রত্যেকটির জন্য পৃথক আযান ও ইকামত দিবে।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩/২৫২ (১৪০৩৫) হাদীটির সকল বর্ণনাকারী ছিকাত (নির্ভরযোগ্য) সুতরাং “হাদীসটি সহীহ”। বলা বাহুল্য যে, এর উপরেই উম্মাতের আমল জারী আছে।

উল্লেখ্য যে, যে সকল হাদীসে যুহর ও আসরকে এক সঙ্গে যুহরের প্রথম ওয়াক্তে পড়ার কথা আছে, তা ঐ সময়, যখন মসজিদে নামেরাতে ইমামের পিছনে পড়া হয়। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল থেকে প্রমাণিত। অন্যথায় প্রত্যেকটিকে স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়ার হুকুম রয়েছে যেমনটি বর্ণিত হাদীসে হয়েছে।

বি: দ্র: হাদীসটি বাহ্যতঃ মাকতূ’ হলেও হুকুমের দিক দিয়ে তা মারফূ কারণ, বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এ ব্যাপারে তখনই অন্যকে নির্দেশ দিতে পারেন যখন তা তার নিকট সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় মনগড়া নির্দেশ তিনি উম্মতকে কখনো দিতে পারেন না।

কিরান ও তামাত্তু কারীর জন্য হজ্বের ১০ তারিখে রমী, কুরবানী ও মাথা মুন্ডানোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব

(١) عن أنس بن مالكؓ أن رسول الله - ﷺ - أتى منى ' فأتى الجمرة ' فرماها ' ثم أتى منزله بمنى ' و نحر ' ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى حاجبه الأيمن ثم الأيسر ' ثم جعل يعطيه الناس.

رواه الإمام مسلم فى '' صحيحه '' برقم (١٣٠٥) كتاب الحج' باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق و الابتداء فى الحلق بالجانب الأيمن من رأس الملحلوق .

(٢) و عن ابن عباسؓ قال : من قدم شيئا من حجه أو أخّره فليهرق لذلك د ما .''

رواه الإمام إبن أبى شيبة فى '' مصنفه '' ٣/٣٤٥(١٤٩٥٤)

অর্থ: (১) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এসে জামরাতে আসলেন। অনন্তর বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। তারপর মিনাতে অবস্থিত স্বীয় তাবুতে আসলেন। এরপর কুরবানী করে মাথা মুন্ডানোর জন্য নাপিতকে মাথার ডান পার্শ্বের প্রতি ইশারা করে বললেন যে, নাও হালক কর। এরপর বাম পার্শ্বের প্রতি ইশারা করলেন। অতঃপর (হলক কৃত সেই চুল মোবারক) উপস্থিত লোকজনকে দিতে লাগলেন।
সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১৩০৫) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (১৯৮১)তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৯১২)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী এ মাথা মুন্ডানোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। আর

সামনের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, একাজ গুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। নতুবা দম ওয়াজিব হবে।

অর্থ: (২) হযরত ইবেন আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যে ব্যক্তি স্বীয় হজ্বের কার্যাবলীর মধ্য হতে কোন একটিকে (তার স্হান থেকে) আগে করে ফেললঃ অথবা পরে করল সে যেন এর জন্য দম দেয়। (কোন কোন বর্ণনায় আছে সে যেন জবাই করে। যেহেতু সে ওয়াজিব ভঙ্গ করেছে।)

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩/৩৪৫ (১৪৯৫৪) (অবশিষ্ট-৪৬)

একই বৈঠকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে

(١) عن ابن شہاب أن سہل بن سعد الساعدیؓ أخبرہ أن عویمرا العجلانیؓ جاء الی عاصم بن عدی الأنصاری ... فتلاعنا و أنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا قال عویمر : كذبت علیہا یا رسول الله ! إن أمسكتہا فطلقہا ثلاثا قبل أن یأمرہ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إبن شہاب : فكانت تلک سنۃ المتلاعنین.

رواہ البخاری فی ‘‘ صحیحہ ’’ ٣ /١٣٥١(٥٢٥٩) كتاب الطلاق ’ باب من أجاز الطلاق الثلاث لقول الله تعالی الطلاق مرتان ... الخ.

(٢) عن عائشۃؓ أن رجلا طلق إمرأۃ ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبی - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : لا حتی یذوق عسیلتہا كما ذاق الأول.

رواہ البخاری فی ‘‘صحیحہ ’’ ٣/ ١٣٥١(٥٢٦١) كتاب الطلاق ‘الباب السابق

অর্থ: (১) হযরত সাহাল ইবনে সা‘আদ (রাযিঃ) থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উয়াইমির নামক সাহাবী (রাযিঃ) ও তাঁর স্ত্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লি‘আন (একে অপর কে বিশেষ কছম) করছিলেন। উভয়ে যখন লি‘আন থেকে ফারেগ হলেন তখন হযরত উয়াইমির (রাযিঃ) বলে উঠলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি

তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তাহলে আমি তো তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি। (এমতাবস্থায় আমি তাকে কি করে রাখি এটা বলেই) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন হুকুম দেয়ার পূর্বেই সে তাকে (স্ত্রীকে ঐ মজলিসেই) এক বাক্যে তিন তালাক দিয়ে দিল। হাদীসের বর্ণনা কারী ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন: এ ঘটনাই লি'আন কারীদের আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

সূত্র: বুখারী শরীফ ৩/১৩৫১(৫২৫৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১৪৯২)

লক্ষ্যণীয় যে, এই হাদীসে সাহাবী কর্তৃক এক সাথে তিন তালাক দেয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে বাতিল বলেন নাই। বুঝা গেল এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয়।

অর্থ: (২) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। অতঃপর সে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসল। অনন্তর দ্বিতীয় স্বামী তাকে (মিলনের পূর্বে) তালাক দিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে কি এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি জবাব দিলেন যে, না যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী এ স্ত্রীর স্বাদ আস্বাদন করে নেয়। যেমনিভাবে প্রথম স্বামী তার স্বাদ আস্বাদন করেছিল।

সূত্র: বুখারী শরীফ ৩/১৩৫১ (৫২৬১)

এই হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয়। অন্যথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে অস্বীকার করতেন। এবং এক তালাকের সিদ্ধান্ত দিয়ে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার ফয়সালা দিতেন।

নির্দিষ্ট মুজতাহিদ এর তাকলীদ বা অনুসরণ শির্ক নয় বরং ওয়াজিব

(١) عن حذيفة بن اليمان ؓ قال :قال رسول الله - ﷺ - ''انى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم فا قتدوا با لذين من بعدى '' و أشا ر إلى أبى بكرؓ و عمر ؓ.

رواه الترمذی فی ''جامعہ'' برقم (۳۶۶۲) کتاب المناقب ' باب مناقب أبی بکر ؓ و عمرؓ .و ابن ماجہ فی ''سننہ'' ۱/۸۰ (۹۷) و ہذا لفظ ابن ماجہ.

(۲) عن عکرمۃؒ أن أہل المدینۃ سئلوا ابن عباسؓ عن إمرأۃ طافت ثم حاضت قال لہم :تنفر قالوا :لا نأخذ بقولک و ندع قول زید قال : إذا قدمتم المدینۃ فسئلوا فقدموا المدینۃ فسألوا فکان فیمن سألوا أم سلیم فذکرت حدیث صیفۃؓ ...الخ.

رواه البخاری فی '' صحیحہ '' ۱/۴۱۷) ۱۷۵۸ (و(۱۷۵۹) کتاب الحج 'باب إذا حاضت المرأۃ بعد ما أفاضت.

অর্থ: (১) হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ) বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছন, "আমিতো জানিনা আর কতদিন তোমাদের মাঝে জীবিত থাকব, তাই আমার অবর্তমানে তোমরা এ দুজনের অনুসরণ করবে। এটা বলে তিনি হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমরের (রাযিঃ) দিকে ইঙ্গিত করলেন।

সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৩৬৬২) ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৮০(৯৭) মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৮২, ৩৮৫, ৩৯৯, ৪০২ (অবশিষ্ট-৪৭)

প্রকাশ থাকে যে, বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ) কে নির্দিষ্ট করে তাঁদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এ ক্ষেত্রে নির্দেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদ্দারা সাধারণতঃ ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। বুঝা গেল, নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করার ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন এবং ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এর মধ্যে এদিকে ও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ) এর পরবর্তীতেও যোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা যাবে। যেমন সামনের হাদীসে এর একটি নজীর রয়েছে।

অর্থ: (২) হযরত ইকরিমা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, (একদা হজ্বের মৌসুমে) মদীনাবাসীগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) (মক্কার মুফতী) কে এমন এক মহিলা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, যে তওয়াফে যিয়ারত (ফরয তাওয়াফ) করার পর ঋতুবতী হয়ে গেল। (এখন সে কি দেশে ফিরে যাবে, নাকি বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে থাকবে?) তিনি জবাব দিলেন যে, সে (নিজ কাফেলার সাথে) দেশে ফিরে যাবে। মদীনাবাসীগণ বললেন: আমরা (মদীনার মুফতী)

যায়েদ (রাযিঃ) এর কথা ছেড়ে আপনার কথা গ্রহণ করতে পারি না। (কারণ, হযরত যায়েদ (রাযিঃ) মদীনা শরীফে তাদের ইমাম ছিলেন এবং তার মতামত ছিল এর বিপরীত) অনন্তর, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন: তোমরা মদীনা যেয়ে জিজ্ঞেস কর, তারা তাই করলেন। মদীনা শরীফে এসে বিভিন্ন লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। প্রশ্নকারীরা যাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মধ্যে হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) ও ছিলেন। এবং তিনি এ প্রসংগে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রাযিঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) ফত্ওয়ার সমর্থন করেন।

সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৪১৭ (১৭৫৮)(১৭৫৯)

প্রকাশ থাকে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনতিকালের পর প্রত্যেক শহরের লোকেরা ঐ শহরের বড় আলেম এর তাকলীদ করতেন এবং তাঁর ফয়সালা অনুযায়ী চলতেন। সেই হিসাবে, মদীনা বাসীগণ হযরত যায়েদ (রাযিঃ) এর তাকলীদ করতেন বলে তারা মক্কার মুফতী হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর ফতাওয়াকে গ্রহণ করলেন না। বরং এ ব্যাপারে তাদের ইমাম হযরত যায়েদ (রাযিঃ) এর মতামতের স্মরণাপন্ন হলেন। এর দ্বারা নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ প্রমাণিত হয়।

আত্মশুদ্ধির জন্য বাই'আত হওয়া বিদ'আত নয় বরং জরুরী

عن عوف بن مالک الأشجعیؓ قال : کنا عند رسول الله - ﷺ - تسعۃ أو ثما نیۃ أو سبعۃ فقال : ألا تبایعون رسول الله ؟ - ﷺ - وکنا حدیث عہد ببیعۃ فقلنا : قد بایعناک یا رسول الله ! ثم قال :ألا تبا یعون رسول الله ؟ فقلنا :قد با یعناک یا رسول الله ! ثم قال : ألا تبا یعون رسول الله ؟ قال فبسطنا أیدینا و قلنا : قد با یعناک یا رسول

الله فعلام نبايعک ؟ قال : على أن تعبدوا الله و لا تشركوا بہ شيئا و الصلوات الخمس و تطيعوا و لا تسألوا الناس شيئا .فلقد رأيت بعض أولئک النفر يسقط سوط أحدہم فما يسأل احدا يناولہ إياه.

رواه مسلم فی'' صحيحہ '' برقم (١٠۴٣) کتاب الزکوة ' باب کراہيۃ المسئلۃ للناس

.

অর্থ: হযরত আউফ ইবনে মালেক আল আশজাঈ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নয় জন বা আট জন বা সাত জন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অবস্থান করছিলাম। ইত্যবসরে তিনি বললেন: তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বাই'আত হবে না? (সাহাবী বললেন) যেহেতু আমরা সবেমাত্র বাইআত হয়েছি, তাই বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাতো আপনার হাতে বাইআত হয়েছি। তিনি পুনরায় বললেন: "তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইআত হবে না?" আমরা আবারো বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো বাই'আত হয়েছি। তিনি পুনঃ বললেনঃ তোমরা কি রাসূলুল্লাহর নিকট বাই'আত হবেনা?" তিনি বলেন: এবার আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাতো আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করেছি। তাই এখন কিসের ভিত্তিতে বাই'আত হব? তিনি জবাব দিলেন: "এ কথার উপর বাই'আত গ্রহণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, অর্থাৎ, একত্ববাদ এর উপর অটল থাকবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, আমার আনুগত্য করবে এবং লোকদের নিকট কিছু চাইবে না"। (রাবী বলেন:) এর পর সে জামা'আতের অনেককে আমি দেখেছি যে (আরোহী অবস্থায়) তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গিয়েছে, কিন্তু কারো কাছে এটা চাননি যে, সে চাবুকটি তার হাতে তুলে দিক।

সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০৪৩) আবূ দাউদ শরীফ হাদীস নং (১১৪২) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৪৬০) ইবনে মাজাহ শরীফ ৩/৩৯৮(২৮৬৭)

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীসে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবীদের (রাযিঃ) এ বাই'আত ইসলাম গ্রহণের জন্য বা জিহাদের জন্য ছিলনা। কারণ, তারা আগেই ইসলাম গ্রহণ

করেছিলেন। অমি বাই'আতে শব্দের মধ্যেও জিহাদের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এটা ছিল ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য বাই'আত। আর সুফীগণের বাই'আতের উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং এটা বিদ'আত হওয়ার কল্পনাই করা যায়না। যারা এটাকে বিদ'আত বলে থাকেন এটা তাদের ইলমের স্বল্পতার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট

১-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন “হাদীসটির সনদ সহীহ।”

অনূরূপভাবে হাফেয যাহাবী (রহঃ) ও বলেছেন: “এর সনদ সহীহ। যারা এটিকে সহীহ বলে না তাদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।”

ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) হাদীসটির ব্যাপারে বলেন: “এর সকল বর্ণনা কারী নির্ভরযোগ্য। তবে হাদীসটি মওকুফ এটাই হল সঠিক।”

দ্রষ্টব্য: সুনানে দারাকুতনী ১/৮০ নসবুর রায়া ১/১৫১ ইলাউস সুনান ১/৩১৮-৩১৯ আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-৪৮ আল্লমা নিমাভী (রহঃ) তাঁর “আছারুস সুনান” নামক কিতাবে ইমাম দারাকুতনীর (রহঃ) উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ অংশকে সঠিক নয় বলে প্রমাণ করেছেন। যার সার সংক্ষেপ হল: হাদীসটিকে মারফূ (রাসূলের বর্ণনা) হিসেবে বর্ণনাকারী উসমান ইবনে মুহাম্মাদ একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। (দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত্তাহযীব ৫/৫১২-৫১৩) আর হাদীসের নীতিমালা অনুসারে এমন ব্যক্তির বর্ধিত করণ গ্রহণযোগ্য। (দ্রষ্টব্য: তাদরীবুর রাবী ২/৪৫) তাছাড়া আলোচ্য মারফূ ও মওকুফ, রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তুর মাঝেও বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। কাজেই, একটিকে অপরটির বিরোধী বলে মওকুফকে সঠিক ও মারফুকে সঠিক নয় বলাও সঠিক নয়।

২-অবশিষ্ট: অনুরুপ হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে নিম্নের কিতাব সমূহে: আবূদাউদ শরীফ হাদীস নং (৪২৪) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৫৪৮) ও (৫৪৯) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৬৭২) সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১৮ (১৪৮৬)

ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনা নিম্নরুপ “তোমরা ফজরকে যতই আলোকোজ্জল করে পড়বে ততই তোমাদের ছাওয়াব বাড়বে”।

ইমাম সাঈদ ইবনুল কাত্তান (রহঃ) তার “কিতাব” নামক গ্রন্থে বলেন: “হাদীসটির তরীক (সূত্র) সহীহ”। দ্রষ্টব্য: নসবুর রায়া ১/৩০৪

৩-অবশিষ্ট: ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন:

هذا حديث حسن صحيح অনুরূপ ভাবে শায়েখ শুয়াইব আল

আরনাউত মুসনাদে আহমাদের টীকাতে বলেন:

إسناده صحيح على شرط مسلم ' رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر ' فمن رجال مسلم.

অর্থাৎ, ইমাম মুসলিমের (রহঃ) শর্ত অনুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ এর, সকল বর্ণনাকারী (সিকাত) এবং বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণানাকারী, শুধুমাত্র আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর নামক একজন রাবী ব্যতীত, তবে তিনিও মুসলিম শরীফের রাবী। তাছাড়া ইমাম ইবনে খুযাইমা (রহঃ) কতৃক হাদীসটিকে তার "সহীহ" নামক কিতাবে ও ইবনুল জারুদ (রহঃ) কতৃক তাঁর "আল মুনতাকা" নামক কিতাবে উল্লেখ করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটি তাদের নিকটেও সহীহ। সুতরাং এই হাদীসের রাবীদ্বয় মুহাম্মদ ইবনে আতা ও আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর এর ব্যাপারে যারা কিছুটা আপত্তি তুলেছেন তাদের আপত্তি সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আল জাউহারুন্নাকী ফিররাদ্দি আলাল বাইহাকী ২/৭২

৪-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম (রহঃ) তার "মুসতাদরাক" নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) তাদের কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেননি। আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ও তার তালখীসুল মুসতাদরাকে হাকিমের উপরোক্ত বক্তব্যের স্পষ্ট সমর্থন দান করেছেন।

দ্রষ্টব্য: মুসতাদরাক ও তার টীকা ১/৪৭৯ এছাড়াও বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) থেকে একটি মুরসাল হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) নামাযের মধ্যে যখন এদিক সেদিক তাকাতেন। তখন নিম্নের আয়াত দুটো অবতীর্ণ হয়।

(.قد أفلح المؤمنون) (الذين هم فی صلاتهم خاشعون)

অর্থাৎ "সে সকল মুমিন সফল কাম হয়েছে, যারা নামযে খুশু খুজু অবলম্বন করেছে।" তখন তারা নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এবং নিজেদের সম্মুখে নজর রাখেন। এবং সিজদার স্হান থেকে নজর হটিয়ে নেওয়াকে পছন্দ করতেন না। দ্রষ্টব্য ফতহুল বারী ২/২৭৩,হাদীস নং (৭৫০)

৫-অবশিষ্ট: সহীহে ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১০৩-১০৪(১৭৭৩), সুনানে বাইহাকী ২/২৭ (৩১৭) সুনানে নাসাঈ (কুবরা) ১/৩০৮ (৯৫৭) সুনানে আবূদাউদ তয়ালেসী ১/১২৫ হাদীসটি সহীহ, ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) হাদীসটিকে তাদের কিতাবে আনেননি। হাফেয যাহাবী (রহঃ) ও হাকিমের কথার সমর্থন করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম ইবনে খুযাইমা ও ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁদের “সহীহ” নামক কিতাবে হাদীসটিকে উল্লেখ করে তা সহীহ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৬-অবশিষ্ট: ইমাম তিরমিযী(রহঃ) হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন:

حديث ہلب حديث حسن و العمل على ہذا عند اہل العلم من أصحاب النبی - ﷺ - والتابعين و من بعدہم.

অর্থাৎ, হাদীসটি হাসান। এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও তাবেঈনদের (রহঃ) আমল এর উপরই। ইবনে মাজার মুহাক্কিক মাহমুদ মুহাম্মদ বলেন: الحديث حسن صحيح শায়েখ শুআইব আল আর নাউত মুসনাদে আহমাদের টীকায় বলেন এই হাদীসটি صحيح لغيره যদিও এ সনদটি ضعيف

৭-অবশিষ্ট: আবূদাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৫৫) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৮৮৭) এই হাদীসটির ব্যাপারে ইবনে সাইয়িদুননাস (রহঃ) বলেন رجاله رجال الصحيح ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন এ সনদ হাসান। নাইলুল আউতার ২/১৯০

৮-অবশিষ্ট: তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার শায়েখ মুহাম্মদ আবূ তায়্যিব বলেছেন:

فہذا حديث صحيح سندا ومتنا

অর্থাৎ হাদীসটি সনদ মতন উভয় দিক দিয়েই সহীহ এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা যাবে। দ্রষ্টব্য: ইলাউস সুনান ২/১৯৭, হাফেয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (রহঃ) তাঁর “তাখরীজে আহাদীসিল ইখতিয়ার” গ্রন্থে বলেছেন ہذا سند جيد অর্থাৎ, হাদীসটির সনদ উত্তম। এবং শায়েখ আবেদ সিন্দী (রহঃ) বলেছেন رجاله ثقات (এর বর্ণনাকার সকলেই নির্ভরযোগ্য।)

দ্রষ্টব্য: আছারুসসনান পৃষ্ঠা-৯০

উল্লেখ্য যে, এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসটির শেষ শব্দ (تحت السرة) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার কোন কোন নুসখাতে পাওয়া যায় না। যদি তাই হয় তাহলে এ হাদীস কি করে প্রমাণ যোগ্য হবে?

এর জবাবে বলব যে, অধিকাংশ নুসখাতে এ শব্দটি বিদ্যমান। যেমন: আল্লামা কায়েম সিন্দী (রহঃ) তাঁর রিসালা “ফাউযুল কিরামে” বলেছেন: “যেখানে আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগার ন্যায় এমন বিদগ্ধ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে উক্ত শব্দ সহ নিশ্চিত রূপে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার বরাতে উল্লেখ করেছেন, আর আমি নিজেও শব্দটি একটি নুসখাতে দেখেছি, এবং এটা শায়েখ মুফতী আব্দুল কাদেরের খিযানাতে সংরক্ষিত নুসখাতেও বিদ্যমান আছে সেখানে এ শব্দটিকে ভুল বলা ইন্সাফের কথা নয়। তিনি আরো বলেন যে, এ শব্দটি আমি স্বচক্ষে এমন বিশুদ্ধ নুসখাতে দেখেছি যে নুসখাতে বিশুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন ছিল। এবং অধিকাংশ বিশুদ্ধ নুসখাতেই এটা রয়েছে। দ্রষ্টব্য: আছরুসসুনান পৃষ্ঠা-৯০ আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, শব্দটি কোন কোন নুসখাতে না থাকার কারণে এটা থাকার সম্ভাবনা দুর্বল, তবে আমরা বলব যে, এ শব্দ সম্বলিত একাধিক মারফূ, মওকুফ ও মাকতু হাদীস থাকার কারণে একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বাস্তবেই শব্দটি হাদীসে বিদ্যমান আছে। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত অপর হাদীস খানা সে সকল সমর্থনকারী হাদীস সমূহেরই একটি।

৯-অবশিষ্ট: জ্ঞাতব্য: হাদীসটির সনদের মধ্যে আকুরে রহমান ইবনে ইসহাক নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। অনেক মুহাদ্দিস তাকে যঈফ বললেও মারাত্মক যঈফ কেউ বলেননি। উপরন্তু শায়েখ ইজলী (রহঃ) ও আবূ হাতেম (রহঃ) তাকে হাদীস লেখার যোগ্য বলে উল্লেখ্য করেছেন। দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত্তাহযীব ৬/১৩৬-১৩৭, যার অর্থ হল সমার্থবোধক কোন شاہد বা متابع পাওয়া গেলে তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে। আর বাস্তবেও এ হাদীসের একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে। যেমন: আবূ মিজলায তাবেঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে, নামাযে হাত কিভাবে রাখবে? তিনি জবাব দিলেন যে, ডান হাতের পেট বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে এবং উভয় হাতকে নাভীর নিচে রাখবে।

দ্রষ্টব্য: মুসানাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৪৩ (৩৯৪২) সুনানে আবূদাউদ ১/৪৮০ (৭৫৭) হাদীসটির সনদ জায়্যিদ, হাসান। তেমনিভাবে বিশিষ্ট তাবেঈ ইবরাহীম নখঈ (রহঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৪২, (৩৯৩৯) হাদীসটির সনদ হাসান। দ্রষ্টব্য: ইলাউস্ সুনান ২/১৯২

১০-অবশিষ্ট: মুস্তাদরাক ১/২৩৫ (৮৫৯) ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন যে, হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) হাদীসটিকে তাঁদের কিতাবে আনেননি। তিনি আরো বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায শুরু করার সময় সুবহানাকা--- পড়ার ব্যাপারে এর চেয়ে ও এর পূর্বে উল্লেখিত হাদীসটির চেয়ে বিশুদ্ধতম হাদীস আমার জানা নেই। তাছাড়া সহীহ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত আছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) এই সুবহানাকা ওয়ালা ছানা-----পড়তেন। (মুস্তাদরাক ১/২৩৫)

মোট কথা হাদীসটির সনদ সহীহ। এবং এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

১১-অবশিষ্ট: সহীহে ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১০৪ (১৭৭৫), সহীহে ইবনে খুযাইমা হাদীস নং (৪৬৮), মুস্তাদরাক ১/২৩৫(৮৫৮), শরহুস সুনাহ্ ৩/৪৩, ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন ہذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه অর্থাৎ, হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) হাদীসটিকে, তাদের কিতাবে আনেননি। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও বলেছেন হাদীসটি সহীহ। ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমা কর্তৃক হাদীসটিকে তাদের "সহীহ" নামক কিতাবে উল্লেখ করার দ্বারা বুঝা গেল হাদীসটি তাদের কাছেও সহীহ।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটির সনদে "আমের ইবনে উমায়ের আল আনাযী" নামে একজন রাবী আছে। তার ব্যাপারে কেউ কেউ কিছুটা আপত্তি করলেও উল্লেখিত উলামায়ে কিরাম কর্তৃক হাদীসটি সহীহ বলে স্বীকৃতি দেয়ার দ্বারা বুঝা গেল যে, সে সকল আপত্তি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি ছাড়াও একাধিক সাহাবায়ে কিরাম থেকে সহীহ ও হাসান সনদে মারফু ও মাউকুফ হাদীস রয়েছে, দ্রষ্টব্য: সুনানে দারাকুতনী ১/৩৫ (১১২৯), বাইহাকী শরীফ ২/৩৬(২৩৫৫)

১২-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন:

ہذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

অর্থাৎ, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) এর শর্ত অনুযায়ী ও এই হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও বলেছেন হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সম্বলিত। ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) বলেন ہذا صحيح ' رواته كلهم ثقات অর্থাৎ, হাদীসটি সহীহ। এবং এর সকল বর্ণনাকারী

নির্ভরযোগ্য । অনুরুপভাবে ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ও হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন و إسناده صحيح و له شواهد অর্থাৎ, এই সনদটি সহীহ। এবং এর শাওয়াহেদ আছে।

১৩-অবশিষ্ট: ইমাম ইবনে খুযাইমা, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকেম প্রমূখ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাকিম তার "মুস্তাদরাক" নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর শর্ত অনুযায়ী ও সহীহ্। আল্লামা যাহাবী (রহঃ) হাকিমের এ মতকে সমর্থন করেছেন। ইমাম হাইছামী (রহঃ) তাঁর "মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ" নামক কিতাবে ২/১৩৫ (২৮০৭) হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।

১৪-অবশিষ্ট: সুনানে দারেমী ১/৩১৮ (১২৮২) শরহুস্ সুন্নাহ ৩/৯৩ (৬১৪) বাইহাকী ২/৮৫ (২৫৫১), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন সাহাবী আবূ হুমাইদ (রাযিঃ) এর হাদীসটি হাসান সহীহ। অনুরুপ কথা আল্লামা বগভী (রহঃ) ও তার "শরহুস্-সুন্নাহ্ নামক কিতাবের ৩/৯৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন। অত্র "শরহুস সুন্নাহ্" কিতাবের টীকায় শায়েখ শুয়াইব ও শায়েখ যুহায়ের বলেন: হাদীসটির সনদ হাসান।

১৫-অবশিষ্ট: এই হাদীসের সনদের মধ্যে "আতা ইবনে সায়েব (রহঃ)" নামে একজন রাবী রয়েছে, যিনি একজন--------------- রাবী।

দ্রষ্টব্য: তাহযীবুল কামাল ১৩/৫৬-৫৯ তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৮৫-১৮৬ তবে, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হতেন। আইম্মায়ে আসমায়ে রিজাল এমত পেশ করেছেন যে, প্রাথমিক জীবনে যারা তার নিকট থেকে হাদীস নিয়েছেন, তাদের হাদীস সহীহ। আর পরবর্তী জীবনে যারা তার থেকে হাদীস নিয়েছেন তাদের হাদীস বিবেচনা যোগ্য। আর বর্ণিত হাদীসের সনদে আতা (রহঃ) এর ছাত্র হাম্মাম (রহঃ) ও তার প্রাথমিক জীবনের ছাত্র। ইমাম তহাবী (রহঃ)তার "শরহে মুশকিলিল আছারে" এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: তুহফাতুল আখইয়ার বিতরতীবি শরহে মুশকিলিল আছার ১নং খণ্ড হাদীস নং (১৬১) শায়েখ শুয়াইবও মুসনাদে আহমাদের টীকায় এ কথাই বলেছেন। দ্রষ্টব্য: টীকা মুসনাদে আহমদ ২৮/৩১১ সুতারাং তাঁদের বক্তব্য মতে হাদীসটি সহীহ। তাছাড়া এ হাদীসের একাধিক شاهدامتابع রয়েছে।

১৬-অবশিষ্ট: বর্ণিত হাদীসটির বিষয় বস্তু সহীহ। যেমনটি ইবনে মাজাহ কিতাবের টীকায় মাহমুদ মুহাম্মদ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: ইবনে মাজাহ (টীকা) ১/৪৮০ (৮৮৮) তবে, হযরত হুজাইফার

(রাযিঃ) এ হাদীস খানা তিনটি সনদে বর্ণিত রয়েছে, তন্মধ্য হতে প্রতিটির সনদেই এক একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছে।

১। যেই সনদে ইবনে মাজাহ (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিতে "ইবনে লাহইয়া" নামক একজন রাবী আছে। আইম্মায়ে কিরাম তার ব্যাপারে ভাল মন্দ উভয় ধরণের মতামতই দিয়েছেন।
২। যেই সনদে ইমাম ইবনে খুযাইমা ও দারাকুতনী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে "মুহাম্মদ ইবনে আবী লাইলা" নামে একজন রাবী আছে। তিনি ও আইম্মায়ে জরাহ তা'দীলের নিকট বিতর্কিত।
৩। যেই সনদে ইমাম তহাবী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে "মুজালিদ" নামে একজন রাবী আছে। তিনিও অনুরূপ বিতর্কিত। তবে একজন অপর জনের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করায় হাদীসটি হাসান হয়ে প্রমাণযোগ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া এবিষয়টি একাধিক সাহাবা (রাযিঃ) থেকে মারফুআন ও মওকুফান সহীহ সনদেও বর্ণিত আছে।

১৭-অবশিষ্ট: ইমাম ইবনে খুযাইমা (রহঃ) তার "সহীহ" নামক কিতাবে (১/৩১৮) ইবনে হিব্বান (রহঃ) তার "সহীহ" নামক কিতাবে, দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১৪১(১৯০৮) হাকিম তার "আল মুসতাদরাক" নামক কিতাবে ১/২২৬ হাদসিটিকে "সহীহ" বলেছেন। এবং আল্লামা যাহাবী(রহঃ) হাকিমের কথাকে সমর্থন করেছেন। ইবনুস সাকান (রহঃ) ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: তালখীসুল হাবীর ১/২৫৪ ইবনু কাইয়িম আল জাউযিয়্যাহ (রহঃ) ও বলেছেন "এটাই সহীহ"। দ্রষ্টব্য: যাদুল মাআদ ১/২২৩।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসের সনদের মধ্যে "শরীক" নামে একজন বর্ণনা কারী রয়েছে তার ব্যাপারে কোন কোন ইমামে হাদীস কালাম করেছেন। যেমন ইমাম দারা কুতনী (রহঃ) তার "সুনান" নামক কিতাবে হাদীসটি নকল করার পর বলেছেন যে, আসেম ইবনে কুলাইব (রহঃ) থেকে হাদীসটিকে এক মাত্র শরীকই বর্ণনা করেছেন। আর একক ভাবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি মজবুত নন।

দ্রষ্টব্য: সুনানে দারাকুতনী (৩/৩৪৪)

এর জবাব এই যে, আইম্মায়ে আসমায়ে রিজাল বলেছেন: শরীক শেষ জীবনে যদিও ভুল করতেন, কিন্তু যারা প্রথম জীবনে তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাদের হাদীস তার থেকে "সহীহ"। আর বর্ণিত হাদীসে এযীদ ইবনে হারুন শরীকের প্রাথমিক জীবনের ছাত্র।

দ্রষ্টব্য: কিতাবুস্ সিকাত ৬/৪৪৪ তাহযীবুত তাহযীব ৪/৩৩৬ সুতরাং বর্ণিত হাদীসটি "সহীহ"। এ ছাড়াও শায়েখ শুয়াইব "শরহুস সুন্নাহ" কিতাবের টীকায় বলেন: "মাওয়ারিদুয যমআন" নামক কিতাবে পৃষ্ঠা-১৩২ বর্ণিত সনদে শরীকের স্থানে ইসরাঈল ইবনে ইউনুস নামে একজন রাবী আছে যিনি নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে তবে সেই ইসরাঈল শরীকের সুন্দর মুতাবে, কাজেই এ হিসাবে ও হাদীসটি অন্ততঃ পক্ষে হাসান, যা দলীল হিসেবে পেশ করার জন্য যথেষ্ট।

১৮-অবশিষ্ট: শায়েখ শুয়াইব আল আরনাউত "আল ইহসান" নামক কিতাবের ৫/২৭২ পৃষ্ঠা ও শরহুস্সুন্নাহ কিতাবের ৩/২৭ পৃষ্ঠা ও মুসনাদে আহমাদ কিতাবের ৪/৩১৮ পৃষ্ঠা টীকায় বলেছেন হাদীসটির "সনদ সহীহ"। অনুরূপ কথা "সহীহে ইবনে খুযাইমা" নামক কিতাবের ১/৩২৩ পৃষ্ঠা "আল মুন্তাকা" নামক কিতাবের ১০৯ পৃষ্ঠা টীকায় রয়েছে যে, হাদীসটির "সনদ সহীহ"। সুতরাং উল্লেখিত মুহাক্কিকগণের উক্তি মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।

১৯-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীস খানা উল্লেখ করার পর বলেন:

ہذا حديث صحيح على شرط مسلم

অর্থাৎ: ইমাম মুসলিমের (রহঃ) শর্ত অনুযায়ীও হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী (রহঃ) হাকিমের উক্ত কথাকে সমর্থন করেছেন। আল্লামা হাইছামী (রহঃ) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে ২/১৩৫ (২৮০৯) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন এর সনদ হাসান।

২০-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, "হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এর শর্ত অনুযায়ী ও সহীহ। যদিও তারা হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি।" আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ও বলেছেন হাদীসটিতে বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) এর শর্ত পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ থেকে শুরু করে বের হওয়া পর্যন্ত দৃষ্টিকে সিজদার স্হানে নিবিষ্ট রেখেছেন। আর একথা প্রমাণিত আছে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামাযও পড়েছেন। তাহলে তিনি নামাযেও সিজদার জায়গায় নজর রেখেছেন। আর সিজদারত অবস্হায় নাকের অগ্র ভাগই যেহেতু বিশেষ ভাবে সিজদার স্হান, তাই এর দ্বারা বুঝা যায় সিজদা অবস্হায় নাকের অগ্র ভাগে নজর রাখা সুন্নাত।

২১-অবশিষ্ট: শায়েখ শুয়াইব আল আরনাউত মুসনাদে আহমাদের টীকায় ৫/৪২৪ বলেন:

إسناده صحيح على شرط مسلم ' رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر فمن رجال مسلم.

অর্থাৎ, হাদীসটির সনদ মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী। এর সকল বর্ণনা কারী নির্ভরযোগ্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকার, শুধু মাত্র আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর নামক এক ব্যক্তি ব্যতীত। তবে তিনিও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীগণের একজন।

২২-অবশিষ্ট: বর্ণিত হাদীসটির বিষয় বস্তু সহীহ। যেমনটি ইবনে মাজাহ কিতাবের টীকায় শাইখ মাহমুদ মুহাম্মাদ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: ইবনে মাজাহ ১/৪৮০ (৮৮৮) তবে, হযরত হুযাইফার (রাযিঃ) এ হাদীস খানা তিনটি সনদে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্য হতে প্রতিটি সনদেই এক একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছে। রুকুর বর্ণনায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৩-অবশিষ্ট: প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) ইলাউস্ সুনানে বলেন "হাদীসের সকল বর্ণনা কারী বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী শুধু মাত্র ইমাম নাসাঈর উস্তাদ "রবী ইবনে সুলাইমান" নামক একজন রাবী ব্যতীত। তবে তিনি ও ثقة এবং ইসহাক ইবনে বকর নামক একজন রাবী ব্যতীত তিনি শুধু মাত্র মুসলিম শরীফের রাবী এবং তিনিও ثقة দ্রষ্টব্য: ইলাউসু সুনান ৩/৪৬ ২৪-

২৪-অবশিষ্ট: প্রকাশ থাকে যে, বর্ণিত হাদীসের সনদের একজন রাবী মালেক ইবনে নুমায়ের ব্যতীত বাকী সকলেই ثقات (নির্ভরযোগ্য) আর মালেক ইবনে নুমায়েরকে কেউ কেউ অভিযুক্ত করলেও ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে " "كتاب الثقات " এর ৫নং খন্ডের ৩৮৬পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন । এবং তার "সহীহ" নামক কিতাবে মালেকের সনদে (১৯৪৬) নং হাদীস স্হান দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইবনে খুযাইমা (রহঃ) ও তার "সহীহ" নামক কিতাবে ১/৩৫৫ তার সনদে হাদীস এনেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, লোকটি তাদের কাছে সহীহর এর শর্তানুযায়ী। তাছাড়া ইমাম যাহাবী (রহঃ) "আল্‌কাশেফে" ২/২৩৭ তার ব্যাপারে وثق বলেছেন। যদ্দারা সাধারণ সত্যায়ন বুঝা যায়। মোট কথা, লোকটির হাদীস হাসান হওয়ার যোগ্য। কাজেই এই হাদীসের সনদটি হাসান পর্যায়ের।

২৫-অবশিষ্ট: হাদীসটির সনদের সকল রাবী ثقات (নির্ভরযোগ্য)। সুতারাং এটা সহীহ। এবং প্রথম হাদীসটি ও বাহ্যতঃ মাকতূ হাদীস হলেও তা মওকূফ বরং মারফূ'র হুকুম রাখে। কারণ, এ বিষয়টি হযরত হাম্মাদ (রহঃ) কোন সাহাবী থেকে না শুনে এবং সেই সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না শুনে কিয়াস করে বলতে পারেন না। সুতরাং হাদীসের উসূল হিসাবে তিনি কোন সাহাবী থেকে শুনেই বলেছেন।

২৬-অবশিষ্ট: ইবনে মাজার সনদটি হাসান, কারণ তার সনদে আলী ইবনে আবূ আ'লা নামে একজন বর্ণনা কারী আছে যিনি "صدوق " দ্রষ্টব্য: তাকরীব ১/৩২৫ (৩৮৪০) অন্যান্য সকল বর্ণনা কারী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)।

২৭-অবশিষ্ট: হাদীসটির সনদের সকল রাবী সিকাহ। তবে এর মধ্যে আব্দুল আযীয ইবনে রওয়াদ নামে একজন রাবীর ব্যাপারে কিছুটা কালাম থাকার কারণে ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তার "তাকরীব" নামক কিতাবে ১/৩৫৮ (৪২২০) তার ব্যাপারে বলেন: صدوق عابد ؛ ربما وہم অর্থাৎ, সে সত্যবাদী, আবিদ, তবে মাঝে মধ্যে ভুল করেন। কিন্তু শায়েখ শুয়াইব ও শায়েখ বাশ্‌শার আউয়াদ তাদের "তাহরীরুত তাকরীব" নামক কিতাবে ২/৩৬৭(৪০৯৬) ইবনে হাজার (রহঃ) এর উক্ত কথা কে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে তিনিثقة (নির্ভরযোগ্য)।

২৮-অবশিষ্ট: হাদীসটির সনদে "য়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ" নামে একজন রাবী আছে যিনি আইম্মায়ে রিজালের নিকট বিতর্কিত। তার ব্যাপারে ভাল-মন্দ উভয় ধরনের মন্তব্যই রয়েছে। অনেকের মতে তিনি মুলতঃ সিকাহ। অবশ্য শেষ জীবনে তার মেধা শক্তিতে দূর্বলতা সৃষ্টি হলে তিনি হাদীস বর্ণনায় মাঝে মধ্যে ভুলের শিকার হন। তবে, সনদটি তার এ দূর্বলতার কারণে হাসানের নিচে হবেনা ইনশাআল্লাহ! বিশেষতঃ "মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতেই" হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে এ প্রসঙ্গে একটি রিওয়ায়াত রয়েছে যদ্দারা আলোচ্য রিওয়ায়াতটি সমর্থিত হয়। তবে সেই হাদীসের সনদে "ইবরাহীম ইবনে সামী" নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। আসমায়ে রিজালের কিতাব সমূহ সম্ভাব্য ঘাটাঘাটি করেও আমরা লোকটির কোন আলোচনা পাইনি বিধায় সেই হাদীসটিকে মূল শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করিনি। সেই হাদীসটি নিম্নরুপ:

أخرج الإمام ابن أبى شيبة فى ‘‘ مصنفہ ’’ ١/٢٦٦(٣٠٥٢) بطريق ابن فضيل عن ابراہيم بن سميع قال : سمعت أبا رزين يقول : سمعت عليا يسلم فى الصلاة عن يمينہ و عن شمالہ ’ والتى عن شمالہ أخفض

অর্থ: হযরত আবূ রযীন (রহঃ) বলেন আমি হযরত আলী (রাযিঃ) কে শুনেছি যে, তিনি নামাযে ডানে বামে সালাম ফিরাতেন। আর বাম দিকের সালাম তুলনামূলক আস্তে ফিরাতেন।
সূত্র: মুসানাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২৬৬ (৩০৫২)।

২৯-অবশিষ্ট: আল্লামা হাইসামী (রহঃ) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে (৯/৪৬২) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন:

رواه الطبرانى من طريق ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار عن عمتہا أم يحيى بن عبد الجبار و لم أعرفہا و بقية رجالہ ثقات

অর্থাৎ, নিতি أم يحيى بن عبد الجبار

নামক একজন রাবীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। এছাড়া অন্যান্য সকল রাবী ثقات তবে বর্ণিত সনদের উপর কোন হুকুম দেয়া সম্ভব নাহলেও যেহেতু এই হাদীসের একাধিক شواہد

حسن রয়েছে, কাজেই এর ব্যাপারে সহীহ বা হাসান হওয়ার সুধারণা পোষণ করা যেতে পারে। شواہد গুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১)قال عبد ربہ بن سليمان قال : رأيت أم الدرداء ترفع يديہا فى الصلاة حذو منكبيہا.

رواه ابن أبى شيبۃ فى '' مصنفہ '' ١/٢١٦(٢٤٧٠) و الإ مام البخارى فى ''جزء رفع اليدين برقم (٢٢) قلت :رجالہ ثقات اسناده صحيح.

অর্থাৎ: আব্দু রব্বিহী ইবনে সুলাইমান বলেন: আমি উম্মেদ্দারদা (রাযিঃ) কে দেখেছি যে তিনি নামাযে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২১৬ (২৪৭০)। জুযে রফউল ইয়াদাইন লিল বুখারী হাদীস নং (২২) সনদের সকল বর্ণনা কারী সিক্বাত (নির্ভরযোগ্য)।

(٢) قال عاصم الأحول : رأيت حفصۃ بنت سيرين كبرت فى الصلاة و أو مأت حذو ثدييہا.

رواه ابن أبى شيبۃ فى 211مصنفہ''١/٢١٦(٢٤٧٥) فى المرأة إذا افتتح الصلاة إلى اين ترفع يديہا . قلت : إسناده حسن.

অর্থাৎ, আসেমে আহওয়াল (রহঃ) বলেন যে, আমি হাফসা বিনতে সীরীনকে দেখেছি যে তিনি নামাযে তাকবীর বলেছেন এবং সীনা পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন ।

সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২১৬ (২৪৭৫)

হাদীসটির এ সকল شواہد এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের (রাযিঃ) হাদীস খানা সহীহ বা হাসান।

৩০-অবশিষ্ট: বাইহাকী ২/৩১৫(৩২০১) হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী ثقات তবে এটা মুরসাল, কারণ, يزيد بن أبى حبيب المصرى যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন তিনি সিগারে তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। (দ্রষ্টব্য: তাকরীবুত্তাহযীব পৃষ্ঠা ৬০০) তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি হাদীসটি শুনেননি। তবে হানাফীদের নিকট যেহেতু قرون ثلاثة এর মুরসাল গ্রহণ যোগ্য তাই এটি قابل احتجاج বা আমল যোগ্য। কাউয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃষ্ঠা-১৫৭

৩১-অবশিষ্ট: মাজমাউয্ যাওযায়েদ ২/২৩ হাদীসটির সনদের মধ্যে একজন রাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল রাবী ছিকাত আর সেই বিতকির্ত একমাত্র রাবী হলেন ইবনে লাহইয়াহ, তার ব্যাপারে তাদীল ও তাজরীহ উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। তবে শেষ ফয়সালা হল "যঈফ" তবে মুতাবাআত বা শাওয়াহেদ পাওয়া গেলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। এমনই মতামত পোষণ করেছেন ইমাম আবূ যুরআহ (রাযিঃ) দ্রষ্টব্য: মীযানুল ইতিদাল ২/৪৭৭

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) দ্রষ্টব্য: তাহযীবুততাহযীব ৫/৩৭৫, আল্লামা ইবনে আদী (রহঃ) দ্রষ্টব্য: আলকামেল ৪/১৫২ আল্লামা মুনযিরী (রহঃ) দ্রষ্টব্য: তারগীব তারহীব ৩/৮৪, ৩/১৩৬ শুআইব আল আরনাউত, বাশশার আউয়াদ দ্রষ্টব্য: তাহরীরুত্তাকরীব, শায়েখ উমর হাসান ফাল্লাতাহ দ্রষ্টব্য: আল অযউ ফিল হাদীস ১/১৯৮ মোট কথা হাদীসটির সনদ যঈফ হওয়া সত্ত্বেও হাসান লিগাইরিহী। কারণ এই হাদীসের অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/৭৭

৩২-অবশিষ্ট: নাসাঈ শরীফ ২/১৩১ (১০২৬) তহাবী শরীফ ১/১৬২ ইমাম ইবনে হাযম বলেন: "হাদীসটি সহীহ" দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা ৪/৮৮, আত্তালখীসুল হাবীর ১/৮৩, নাইলুল আউতার ২/১৮২ অনুরূপভাবে আল্লামা নিমাভী (রহঃ) ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-১৩৩ "আলজাওহারুন নাকী" নামক কিতাবের ১/১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, হাদীসটির বর্ণনাকার সকলেই মুসলিম শরীফের বর্ণনাকার। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন: "হাদীসটি হাসান"। একধিক সাহাবা ও তাবেঈ এর প্রবক্তা। এবং এটা সুফিয়ান সাউরী ও আহলে কুফার মতামত। তুহফাতুল আহওয়াযীর মুহাক্কিক ইসাম বলেন "হাদীসটি সহীহ"। দ্রষ্টব্য: তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৫৫১ তবে, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইবনুল মুবারকের এ উক্তি নকল করেছেন

যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি কেবল মাত্র নামাযের শুরুতে একবারই রফয়ে য়াদাইন করেছেন।

এর জবাব এই যে, হাদীসের বিষয় বস্তুটি হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে দুই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায নকল করতে যেয়ে কেবলমাত্র একবার রফয়ে য়াদাইন করে দেখিয়েছেন।

২. একাধিকবার হাত না উঠানোর বিষয়টি তিনি সরাসরি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইবনুল মুবারকের উদ্দেশ্য হল, বিষয়টি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। অন্যথায়, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বিষয়টি প্রথম পদ্ধতিতে অত্যন্ত মজবুত সূত্রে প্রমাণিত রয়েছে। যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের সকল বর্ণনাকার মুসলিম শরীফের বর্ণনাকার। আর এ পদ্ধতিতে হাদীসটি ব্যাহ্যত হযরত ইবনে মাসউদের (রাযিঃ) আমল হলেও হুকমান তা মারফূ। কেননা, তিনি তো রাসূলেরই নামায দেখিয়েছেন। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেন ইবনুল মুবারকের কাছে বিষয়টি প্রমাণিত না থাকলেও হাদীসটিতে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিতে কোন বাঁধা নেই। (আর অনুসন্ধানের পর দেখা যায়) হাদীসটির ভিত্তি আসেম ইবনে কুলাইব নামক রাবীর উপর। আর তাকে ইবনে মাঈন (রহঃ) নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দ্রষ্টব্য: নসবুর রায়া ১/৩৯৪ তাছাড়া খোদ ইবনুল মুবারকের সূত্রে সহীহ ভাবে হাদীসটি নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে। দ্রষ্টব্য: নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১০২৬) সুতরাং কী করে একথা বলা যেতে পারে যে, ইবনুল মুবারকের কাছে বিষয়টি মোটেও প্রমাণিত নয়। যেখানে রফয়ে য়াদাইনের ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবাদের (রাযিঃ) সাথে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এর মত বিরোধ অতি প্রসিদ্ধ ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫ নসবুর রায়া ১/৩৯৫-৩৯৭ ইলাউস সুনান ২/৫৭-৬০

৩৩-অবশিষ্ট: ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা নিমাভী (রহঃ) ও বলেছেন "হাদীসটির সনদ সহীহ" দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-৯৪ আল্লামা যাইলাঈ (রহঃ) এতদসংলকুক্রান্ত একাধিক রিওয়ায়াত নকল করার পর বলেন এ সব রিওয়ায়েতের সকল

বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। দ্রষ্টব্য: নসবুররায়া ১/৪০৩ অনুরূপভাবে ইলাউস সুনানেও হাদীসটির সনদকে সহীহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: ইলাউসসুনান ২/২১১

৩৪-অবশিষ্ট: আল্লামা নিমাভী (রহঃ) তার আছারুস সুনান নামক কিতাবে (পৃষ্ঠা ১১৩) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন اسناده صحيحاسناده صحيح অর্থাৎ, এর সনদটি সহীহ। অনুরূপ কথা আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সানী ও ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন ہذا الاسناد صحيح على شرط الشيخين অর্থাৎ, এ সনদটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) এর শর্তানুযায়ী। দ্রষ্টব্য: ইলাউস্ সুনান ৪/৭১ আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেন :

قلت : رجالہ رجال الجماعۃ الا امامنا الأعظم أباحنيفۃ و ہو ثقۃ لا يسئل عن مثلہ قال فی''الجوہر النقی'' :(١/١٧٢ (فقد و ثقہ كثير ون وأخرج لہ ابن حبان فی '' صحيحہ '' و استشہد بہ الحاكم فی ''المستدرک.''

অর্থাৎ, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিহাহ সিত্তাহ বর্ণনাকারী শুধু মাত্র আবূ হানীফা (রহঃ) ব্যতীত। আর তিনিও এতই নির্ভরযোগ্য যে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই উঠেনা। আলজাওহারুন নাকী নামক কিতাবে আছে যে, অনেকেই তাঁকে সত্যায়ন করেছেন। ইবনে হিব্বান (রহঃ) স্বীয় সহীহ নামক হাদীস গ্রন্থে তার সূত্রে হাদীস এনেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে তার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) এই হাদীসটি তার "আস সুনান" নামক কিতাবে উল্লেখ করার পর যে মন্তব্য করেছেন তার সার সংক্ষেপ হল: হাদীসটিকে মুত্তাসিল হিসাবে বর্ণনাকারী আবূ হানীফা (রহঃ) ও হাসান ইবনে আম্মারা (রহঃ) ব্যতীত আর কেউ নেই। আর তারা দুজনই হলেন যঈফ। অথচ এদুজন ছাড়া আর প্রায় সকলেই ইহাকে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন। দ্রষ্টব্য: সুনানে দারা কুতনী ১/৩২৪

এর জবাবে ইমাম দারা কুতনীর উপরোক্ত বক্তব্য মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এবং ইমাম চতুর্ষ্ঠয়ের অন্যতম ইমামে আযম ইমাম আবূ হানীফাকে (রহঃ) যঈফ বলার কারণে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কিরাম তার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা এখানে

উল্লেখ করা মুখ্য নয়। এখানে আমরা শুধুমাত্র আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে ইলমুল জারহে ওয়াত্তাদিলের বিখ্যাত কয়েক জন ইমামের মন্তব্য নকল করেছি।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) এর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) কে আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন:

ہو ثقۃ ما سمعت أحدا ضعفہ ' ہذا شعبۃ بن الحجاج یکتب الیہ أن یحدث و یأمرہ 'و شعبۃ شعبۃ.

অর্থাৎ, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তাকে যঈফ বলতে আমি কাউকে শুনিনি। এই যে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ; তিনি আবূ হানীফা (রহঃ) এর কাছে এ মর্মে চিঠি লিখেন যেন তিনি তার জন্য হাদীস বর্ণনা করেন। আর শু'বাতো শু'বাই অর্থাৎ তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দ্রষ্টব্য: আলইনতিকা পৃষ্ঠা ১৯৭ তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৬৮

অন্যত্র ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

عدل ثقۃ ماظنک بمن عدلہ ابن المبارک ووکیع؟

অর্থাৎ, তিনি ইনসাফগার ও নির্ভরযোগ্য, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কি ধারণা যাক সত্যায়ন করেছেন ইবনুল মুবারক (রহঃ) ও অকী (রহঃ)।

সূত্র: মানাকেবে আবূ হানীফা লিন কুরদবী পৃষ্ঠা-৯১

তিনি আরো বলেন:

ہو ثقۃ ثقۃ کان واللہ اورع من أن یکذب و ہو اجل قدرا من ذلک (تاریخ بغداد ١٣/۴٥٠)

অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, খোদার কসম তিনি ছিলেন মিথ্যা থেকে পুতঃপবিত্র, তাঁর মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

সূত্র: তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৫০

তিনি আরো বলেন:

کان أبوحنیفۃ ثقۃ لا یحدث الا بما یحفظہ و لا یحدث بما لا یحفظ (تہذیب التہذیب ١٠/۴٥٠)

অর্থাৎ, আবূ হানীফা (রহঃ) ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি কেবল ঐ হাদীসই বর্ণনা করতেন যা তার মুখস্ত আছে, আর যা মুখস্ত নেই তা বর্ণনা করতেন না।

সূত্র: তাহযীবুত্তাহযীব ১০/৪৫০

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন:

ليس أحد أن يقتدى به من أبى حنيفة لأنه كان اماما تقيا نقيا عالما فقيها كشف العلم كشفا لم يكشفه أحد ببصر وفهم و فطنة ونقى. (تاريخ بغداد ١٣/٣٢٤)

অর্থাৎ, অনুসরণের জন্য আবূ হানীফা (রহঃ) এর চেয়ে অধিক উপযুক্ত আর কেউ নেই। কারণ তিনি ছিলেন ইমাম, মুত্তাকী, আলেম, ফকীহ। তিনি ইলমকে দেখে শুনে বুঝে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যেমন কেউ করেননি।

সূত্র : তারীখে বাগদাদ ১৩/৩২৪

ইমাম মিস'আর ইবনে কিদাম (রহঃ) বলেন :

رحم الله أبا حنيفة انه كان لفقيها عالما . (الانتقاء ص : ١٩٥)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আবূ হানীফার উপর রহম করুন তিনি নিঃসন্দেহে একজন ফকীহ ছিলেন। সূত্র : ইন্তিকা পৃষ্ঠা-১৯৫

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন :

رحم الله أبا حنيفة كان اماما (جامع بيان العلم و فضله ٢/١٢٥٠والجواہر المضية ١/٥٨)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আবূ হানীফা (রহঃ) এর উপর রহম করুন। তিনি একজন ইমাম ছিলেন। সূত্র: জামিউ বয়ানিল ইলমী ২/২৫০

আসমায়ে রিজাল শাস্ত্রের এসকল যবরদস্ত ইমামগণের কয়েকটি মাত্র উক্তি এখানে উল্লেখ করা হল যাদের প্রত্যেকেই ইমাম দারাকুতনীর চেয়ে বহুগুণে বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন এবং আবূ হানীফা (রহঃ) এর নিকটবর্তী যুগের। সুতরাং এসকল মহান ব্যক্তির সত্যায়নের মোকাবেলায় ইমাম

দারাকুতনীর উল্লেখিত যঈফ বলার কোনই মূল্য নেই। বরং, এরূপ অশোভন মন্তব্যের কারণে তিনি কঠিন আপত্তির সম্মুখিন হয়েছেন ।

আর হাসান ইবনে আম্মারা (রহঃ) কে যে ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) যঈফ বলেছেন তা বাস্তব সম্মত হলেও আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) যেখানে নির্ভর তার শীর্ষে অবস্থান করছেন, সেখানে হাসান ইবনে আম্মারার দুর্বলতা কোন সমস্যা নয়। মোট কথা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এক জন শীর্ষস্হানীয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আর হাদীসের উসূল অনুযায়ী এমন ব্যক্তির বর্ধিতকরণ গ্রহণযোগ্য। দ্রষ্টব্য: শরহে মুসলিম লিননববী (১/২৫৬) কাজেই অন্যান্যরা হাদীসটিকে মুরসালান রিওয়াত করলেও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) যে এটাকে মারফুআন রিওয়াত করেছেন তা নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। সুতরাং হাদীসটি মারফু হওয়াই সঠিক।

আসলে হাদীসটিকে আবূ হানীফা (রহঃ) ও হাসান ইবনে আম্মারাহ ব্যতীত আর কেউ মারফুআন রিওয়াত করেননি। ইমাম দারা কুতনীর এ কথাও সঠিক নয়। কারণ, এটিকে আরও অনেকেই মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। যেমনঃ সুফিয়ান সাওরী তিনি বুখারী ও মুসলিমে রাবী ও শরীক (রহঃ) তিনি মুসলিম শরীফের রাবী, তারা উভয় হাদীসটিকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন। তাদের রিওয়াতটি মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানীতে বিদ্যমান আছে। অনুরূপভাবে হাসান ইবনে সালেহ আবূ জুবায়ের থেকে, তিনি হযরত জাবের (রহঃ) থেকে মারফুয়ান বর্ণনা করেছেন। তার সেই রিওয়ায়াতটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে ১/৩৩০ (৩৭৭) রয়েছে। বুঝা গেল হাদীসটিকে মারফুআন বর্ণনাকারীগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা ও হাসান ইবনে আম্মারার সাথে আরো অন্তত তিনজন রয়েছে । কাজেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হাদীসটি মুলতঃ মারফু। তবে রাবী সিকাহ হওয়ার কারণে তারা কখনো মুরসাল হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। আর হযফকৃত ব্যক্তি যদি জানা থাকে এবং তিনি সিকাহ হন, সেই মুরসালও পরিপূর্ণ প্রমাণযোগ্য। উপরন্তু এ হাদীসটি আটজন সাহাবা থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে সেগুলো একক ভাবে কিছু যঈফ হলেও সামগ্রিক ভাবে শক্তিশালী।

৩৫-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন। বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ীও হাদীসটি সহীহ, যদিও তারা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবী (রহঃ)

ও বলেন বাস্তবেই এটা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। আল্লামা নিমাভী (রহঃ) ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-১২৪ তিনি বলেন: তবে এর মতনের মধ্যে কিছুটা ইযতিরাব (উলট পালট) রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, কোন কোন আলেম হাদীসটির মধ্যে কিছু কিছু খুঁত বের করেছেন তা আসলে ভিত্তিহীন। আল্লামা নিমাভী (রহঃ) তার আছারুস সুনানের ১২৪ পৃষ্ঠা ও হযরত জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) তার ইলাউস্ সুনানের ২/২৫০-২৫৫ পৃষ্ঠায় তা প্রমাণ করেছেন। এবং অপরাপর রিওয়ায়াতের উপর এ রিওয়ায়াতের প্রাধান্য দেখিয়েছেন।

৩৬-অবশিষ্ট: আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন হাদীসটি সহীহ, দ্রষ্টব্য: শরহুলে মুহাযযাব ৩/৪৫৪ তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ২/৫৫ ইলাউস্ সুনান ২/১১২

অনুরূপ ভাবে ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ও বলেন হাদীসটি সহীহ, দ্রষ্টব্য: বাযলুল মাজহুদ ৫/৩১৯ শায়েখ শুয়াইব আল আরনাউত বলেন হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।

দ্রষ্টব্য: শরহুস্সুন্নাহ (টীকা) ৩/১৭৮

৩৭-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি রিওয়ায়াত করার পর বলেন: “হাদীসটির সনদ সহীহ”। যদিও ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি তাদের কিতাবে আনেননি। আর সনদের একজন রাবী ইয়াহয়া ইবনে আবী সুলাইমান মিসরী নির্ভরযোগ্য রাবীদের একজন।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও তালখীসের মধ্যে এ ব্যাপারে ইমাম হাকিম (রহঃ) কে সমর্থন করেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) মুস্তাদরাকের অন্য এক জায়গায় (২/২৭৪) ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেখানেও তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এবং এটাও বলেছেন যে, সনদের সকল রাবীর মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রমাণ পেশ করেছেন। আর ইয়াইয়া নামক রাবীর ব্যাপারে কোন জরাহ বা অভিযোগ জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও বলেন হাদীসটি সহীহ, আর ইয়াহইয়ার ব্যাপারে কোন অভিযোগ উল্লেখ নেই। কিন্তু বর্নিত ইয়াহইয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর “কিরাআত খালফাল ইমাম” নামক রিসালায় অভিযোগ করেছেন। তাঁর এ অভিযোগকে আইম্মায়ে জরাহ তাদীলগণ গ্রহণ করেননি। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইলাউস্ সুনান

জুয নং ৪ পৃষ্ঠা ৩৮-৩৩৯ । সার কথা হল: হাদীসটি সহীহ যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। এবং হাসান হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

৩৮-অবশিষ্ট: ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর "আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব" নামক কিতাবের ৪/৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, "হাদীসটির সনদ সহীহ"। আল্লামা যাইলাঈ (রহঃ) "নসবুর রায়া" ২/২৪০ নামক কিতাবে বলেন: ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ও আল্লামা মুনযিরী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কাজেই হাদীসটি তাদের কাছে সহীহ। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) ও ফাতহুল কাদীরে ১/৩৮৮ অনুরূপ কথা বলেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) ও "উদাতুল কারীতে" ৫/৫৫৪ বলেন: "হাদীসটি সহীহ"।

হাদীসটির সনদের মধ্যে শুআইব নামক একজন রাবীর ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক থাকলেও ইমাম বুখারীর (রহঃ) তার প্রতি মৌন সমর্থন ছাড়াও বড় বড় কয়েক জন ইমামুল জরহে ওয়াত্তা দিলের স্পষ্ট সত্যায়ন রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত্তাহযীব ৪/৩৫৮ সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান বরং সহীহ।

৩৯-অবশিষ্ট: এই হাদীসটির সনদের মধ্যে "ইবরাহীম ইবনে উসমান আবূ শাইবা আল আবাসী" নামক এক জন রাবী রয়েছে, যাতে প্রায় অনেক ইমামই যঈফ বলেছেন ।

দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত্ তাহযীব ১/১৪৫

তবে আল্লামা ইবনে আদী (রহঃ) তার ব্যাপারে বলেন:

له أحاديث صالحة و هو خير من إبراهيم بن أبى حيّة

অর্থাৎ, "তার অনেক গ্রহণযোগ্য হাদীস আছে। এবং তিনি ইবরাহীম ইবনে আবি হাইয়্যা অপেক্ষা উত্তম"। আর ইবরাহীম ইবনে আবী হাইয়্যার ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) "লিসানুল মীযান" নামক কিতাবে ১/৫৩ ইবনে মাঈন (রহঃ) থেকে নকল করেন شيخ ثقة كبير

অর্থাৎ, তিনি একজন বড়মাপের নির্ভরযোগ্য শায়েখ। যদিও তার ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণ শক্ত বাক্যও ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা, লোকটি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। আর এমন লোকের হাদীস কারীনার ভিত্তিতে হাসান হওয়ার যোগ্য। সুতরাং ইবনে আদী (রহঃ) যখন আলোচ্য হাদীসের রাবী ইবরাহীম ইবনে

উসমানকে ইবরাহীম ইবনে আবী হাইয়্যার চেয়েও উত্তম বলেছেন, তখন বর্ণিত সনদটিকে হাসান বলাই মুনাসেব। বিশেষতঃ যখন একাধিক সহীহ সনদের মওকুফ হাদীস দ্বারা এ হাদীসের বিষয়টি সমর্থিত তখন আমাদের উপরোক্ত মতামত আরো শক্তিশালী হয়ে যায়।

৪০-অবশিষ্ট: আল্লামা নিমাভী (রহঃ) তার "আত্তালীকুল হাসান" নামক কিতাবে (পৃষ্ঠা: ২৫১) বলেন: "হাদীসটির সনদকে একাধিক হুফ্ফায সহীহ বলেছেন"। যেমনঃ আল্লামা নববী (রহঃ) তার "খুলাসা" নামক কিতাবের মধ্যে, ইবনুল ইরাকী (রহঃ) শরহুত্তাকরীবে, আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) "আল মাসাবীহ" নামক কিতাবে । অনুরূপভাবে তিনি বলেন হাদীসটিকে ইমাম বাইহাকী (রহঃ) তার মারিফাতুস্ সুনান অল আছারে অপর এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং সেটির সনদকে আল্লামা সুবকি (রহঃ) তার "শরহুল মিনহাজ" নামক কিতাবে এবং মুল্লা আলী কারী (রহঃ) তার "শরহুল মুআত্তাতে" সহীহ বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: আসারুস্ সুনান পৃষ্ঠা: ২৫২

৪১-অবশিষ্ট: হাদীসের সনদের সকল রাবী ছিক্বাহ, তবে সনদের একজন রাবী "জাররাহ ইবনে মালীহের" ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে, সবকিছু মিলিয়ে তিনি ----------------- বরং-----------(দ্রষ্টব্য: তাহাযীবুল কামাল ৩/৩৪০ তাহযীবুত্ তাহযীব ২/৩৪-৩৫) কাজেই, এই সনদটি হাসান। হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। কারণ এই হাদীসের সহীহ শাওয়াহেদ রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/১৭ (৭৭৩৭)

৪২-অবশিষ্ট: ত্বহাভী শরীফ ২/১০ মুসনাদে আহমাদ ৩/৪২৮/৪৪৪, তাবরানী আউসাত ১/১৪২, ২/১৭০ মুসনাদে আবূ য়ায়ালা ৩/৮৮(১৫১৮) হাদীসটিকে আল্লামা হাইছামী (রহঃ) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে উল্লেখ করার পর বলেন: "হাদীসের সকল বর্ণনাকার নির্ভরযোগ্য" আমাদের কথা হল আসলেও সনদটি সহীহ। এর সকল রাবী মুসলিম শরীফের রাবী। শুধু মাত্র আবূ রাশেদ আল হুবরানী নামক একজন রাবী ব্যতীত তবে তিনিও ছিকাহ (দ্রষ্টব্য: তাকরীব ২/৭১৯) তরজমা নং (৮৩৭৩)

৪৩-অবশিষ্ট: ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অনুরূপ ভাবে আল্লামা মুনযিরী (রহঃ) ও নীরবতা অবলম্বন করেছেন। উসূল অনুযায়ী হাদীসটি

তাদের নিকট হাসান হওয়ার প্রমাণ বহন করে দ্রষ্টব্য: আল বা'ইসুল হাদীস পৃষ্ঠা: ৩৬ তা'লীকু কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃষ্ঠা: ৮৭

আল্লামা নিমাভী (রহঃ) বলেন হাদীসটির সনদ হাসান ।

(দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা: ৩১৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাদীসটির সনদে আবূ আয়িশা নামক একজন রাবী আছে যার ব্যাপারে ফয়সালা হল তিনিمجهول الحال দ্রষ্টব্য: তাকরীবুত্তাহযীব (৪/২২৭) আর এরূপ ব্যক্তির রিওয়ায়াত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর নিকট গ্রহণযোগ্য।

দ্রষ্টব্য: কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৪ এছাড়াও এ হাদীসের অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি বরং সহীহ লিগাইরিহি হওয়ার যোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। সে সকল শাওয়াহেদের মধ্য থেকে একটি তা, যা সহীহ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক কিতাবে আরো বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ হয়েছে। দ্রষ্টব্য: ৩/২৯৩-২৯৪ (৫৬৮৭)

৪৪-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পরে বলেছেন "এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রমাণ পেশ করেছেন। শুধু মাত্র আব্দুল হামীদ ইবনে সিনান নামক এক জন বর্ণনা কারী ব্যতীত। আর ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ ব্যক্তির ব্যাপারে তার "তাকরীব" নামক কিতাবে বলেছেন বা সাধারণ গ্রহণ যোগ্য । (দ্রষ্টব্য: আততাকরীব পৃষ্ঠা: ১১৭) এবং ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তার "আদদিরায়াহ" পৃষ্ঠা: ১৪৯ কিতাবে লিখেন "হাদীসটিকে ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন"।

দ্রষ্টব্য: ইলাউস্ সুনান ৮/৩০৮

৪৫-অবশিষ্ট: ইমাম হাইছামী (রহঃ) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন: رجاله مو ثقون

তবে, বাইহাকী শরীফে হাদীসটি ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে মওকুফান রিওয়ায়াত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যা তাবারানী ১৬/৪৪৪ (১৩৬১৩) শুআবূল ঈমান ৭/১৬ (৮৮৫৪) ও বাইহাকী ৪/৫৬ মূসনাদে ফির'দাউস ১/২৮৪ (১১১৫) ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও একটি অপরটির মাধ্যমে শক্তি লাভ করে

তা আমল যোগ্য হয়ে গেছে। হাদীসটির বিষয়বস্তু নিম্নরুপঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান “তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে নিজেদের মাঝে আটকিয়ে না রেখে তাকে দ্রুত কবরস্থ কর, আর তার কবরে মাথার কাছে যেন সূরা ফাতিহা ও পায়ের কাছে সূরা বাকারা পড়া হয়”। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত উভয় বিষয় বস্তুর উপর আমল করা যেতে পারে

৪৬-অবশিষ্ট: উল্লেখ্য যে, হাদীসটি ব্যহ্যতঃ মওকুফ মনে হলেও বাস্তবে এটা মারফুর হুকুমে। কারণ ধারাবাহিকতার ওয়াজিব কে লংঘন করার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কারও উপর দম দেয়া আবশ্যক তখনই সাব্যস্ত করে দিতে পারেন যখন বিষয়টি তার নিকট প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত থাকবে। এই হাদীসের সনদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে মুহাজির নামক এক জন রাবী আছে যার ব্যাপারে আইম্মায়ে জরাহ তাদিল থেকে تجريح ও تعديل উভয় ধরণের কালামই উল্লেখ রয়েছে। তবে তার ব্যাপারে কেউ মারাত্মক ধরণের কালাম করেননি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ তাকে পরিপূর্ণ ثقة বা নির্ভরযোগ্য ও বলছেন। দ্রষ্টব্য: তাহযীবুল কামাল ১/৪৩৬ (২৪৬) তাহযীবুত্তাহযীব ১/১৪৬, কাজেই তিনি حسن الحديث এর মর্তবায় অবশ্যই থাকবেন। এ ছাড়া সনদের অপরাপর সকল রাবীই ثقات ফলে হাদীসটির সনদ অন্তত হাসান। তাছাড়া তহাভী শরীফের এক রিওয়ায়াতে এ লোকটির ও متابع রয়েছে সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান। আর তার মুতাবে ও শাওয়াহেদ মিলিয়ে সহীহ লিগাইরিহি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৪৭-অবশিষ্ট: মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৭৫ ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন: “হাদীসটি সহীহ”। এবং ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও তার কথার সমর্থন করেন। আর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন : حديث حسن অর্থাৎ, হাদীসটি হাসান।

-:সমাপ্ত:-

গ্রন্থপঞ্জী

০১। আল কুরআনুল কারীম

০২। বুখারী শরীফ

০৩। মুসলিম শরীফ

০৪। আবু দাউদ শরীফ

০৫। তিরমিযী শরীফ

০৬। নাসাঈ শরীফ

০৭। ইবনে মাজাহ শরীফ

০৮। তহাভী শরীফ

০৯। কিতাবুল আছার

১০। মুআত্তা মালেক

১১। মুআত্তা মুহাম্মদ

১২। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক

১৩। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ

১৪। মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালেসী

১৫। মুসনাদে আহমাদ

১৬। সুনানে দারেমী

১৭। মুসনাদে রাযযার

১৮। মুসনাদে আবু ই'য়ালা

১৯। মুসনাদে আবু আওয়ানা

২০। সহীহে ইবনে খুযাইমাহ

২১। সহীহে ইবনে হিব্বান

২২। সুনানে দারাকুতনী

২৩। আল মু'জামুল কাবীর

২৪। আল মু'জামুল আউসাত

২৫। আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খিতাব

২৬। মুশকিলুল আছার

২৭। তুহফাতুল আখইয়ার

২৮। আল মুন্তাকা

২৯। শরহুস্ সুন্নাহ

৩০। আল মুসতাদরাক

৩১। আস্ সুনানুল কুবরা

৩২। শু'আবুল ঈমান

৩৩। মারিফাতুস সুনান

৩৪। মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ

৩৫। যাদুল মা'আদ

৩৬। আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব

৩৭। মাওয়া রিদুয্যমআন

৩৮। নসবুর রায়াহ

৩৯। আত্তালখীসুল হাবীর

৪০। আদদিরায়াহ

৪১। বুলূগুল মুরাম

৪২। তালখীসুল মুসতাদরাক

৪৩। আল জাওহারুন, নকী

৪৪। আল মুহাল্লা বিল আছার

৪৫। ফাতহুল বারী

৪৬। উমাতুল কারী

৪৭। আল-মিনহাজ শরহ মুসলিম

৪৮। আল মাজমূ'শরহুল মুহাযযাব

৪৯। বাজলুল মাজহুদ

৫০। ফাতহুল কাদীর

৫১। আছারুস্ সুনান

৫২। নাইলুল আউতার

৫৩। তুহফাতুল আহ্ওয়াযী

৫৪। আত্তালীকুল হাসান

৫৫। মিরকাতুল মাফাতীহ

৫৬। ইলাউস্ সুনান

৫৭। আত্তারীখুল কাবীর

৫৮। আল কামেল ফী জু'আফা

৫৯। কিতাবুছছিক্কাত

৬০। আজ্জু'আফাউল কাবীর

৬১। তারীখে বাগদাদ

৬২। আল ইন্তিকা

৬৩। মানাকিবে আবু হানীফা

৬৪। তাহযীবুল কামাল

৬৫। সিয়ারু আলামিন নুবালা

৬৬। মীযানুল ই‘তিদাল

৬৭। আল কাশেফ

৬৮। তাযকিরাতুল হুফফাজ

৬৯। লিসানুল মিযান

৭০। তাহযীবুত্তাহযীব

৭১। তাকরীবুত্তাহযীব

৭২। তাহরীরু তাকরীবিত্তাহযীব

৭২। তাহরীরু তাকরীবিত্তাহযীব

৭৩। আল জাওয়াহেরুল মুজিয়্যাহ

৭৪। তাদরীবুর রাবী

৭৫। আল বাঈছুল হাছীছ

৭৬। কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস

৭৭। আল অজউ‘ফিল হাদীস